দৈনিক স্টেটসম্যান

কলকাতা | শিলিগুড়ি | পৃষ্ঠা ১০ | মূল্য ৪ টাকা | বৃহস্পতিবার ২১ মে ২০২৬ | ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ www.dainikstatesmannews.com @StatesmanDainik DainikStatesmanofficial

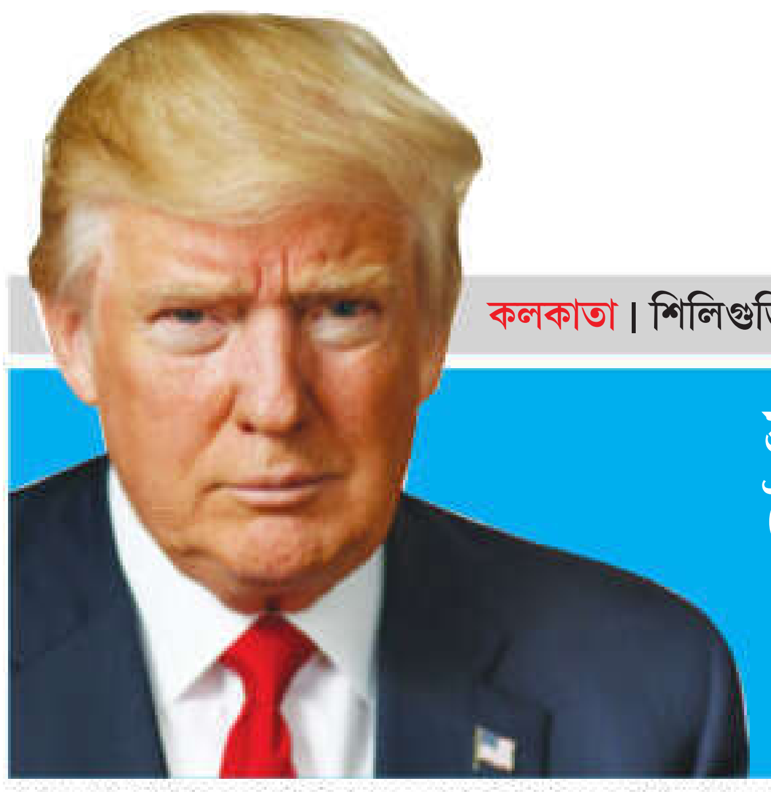

ফ্রান্সে মোদী-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা

পৃষ্ঠা ৯

উত্তরবঙ্গেই হবে রাজ্যের দ্বিতীয় এইমস : শমীক ভট্টাচার্য

পৃষ্ঠা ৩

উইম্বলডন থেকে নাম তুলে নিলেন আলকা রাজ

পৃষ্ঠা ১০

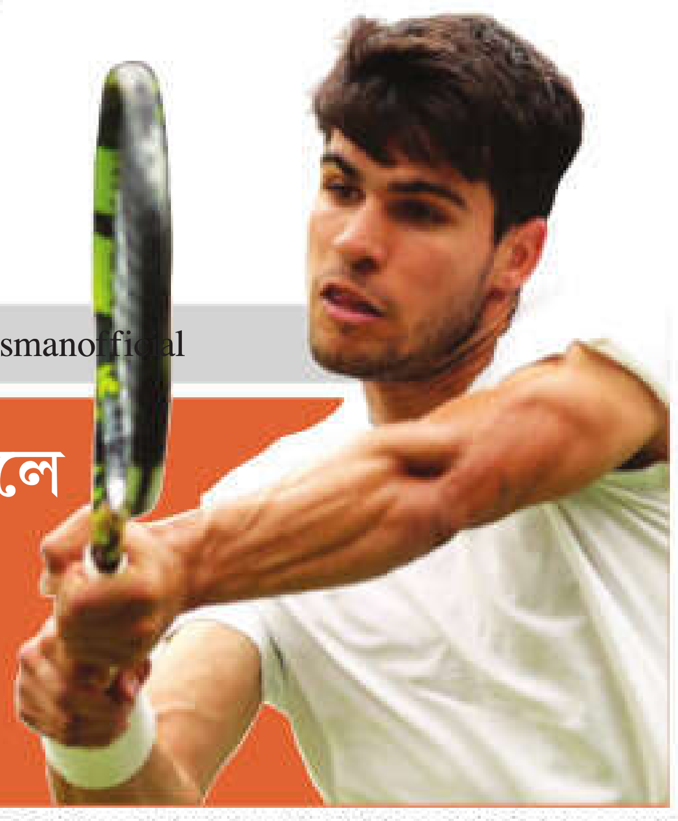

সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তায় কড়া নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা জারি করল লালবাজার। হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের জন্য তৈরি এই নির্দেশিকায় নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, সিসিটিভি নজরদারি থেকে শুরু করে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ— একাধিক বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দুই বছর আগে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর থেকেই রাজ্যের হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সেই ঘটনার জেরে জুনিয়র চিকিৎসকদের দীর্ঘ আন্দোলনও দেখা যায়। পরবর্তীতে হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার দাবি আরও জোরালো হয়। বর্তমানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এসএসকেএম হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তার পরেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি নিয়ে থানাগুলির সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই প্রেক্ষিতেই এই নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, হাসপাতালের রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের। হাসপাতালের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় থানার সঙ্গে সমন্বয় রেখে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। হাসপাতালে প্রবেশের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে। মূল প্রবেশদ্বারে তল্লাশি জোরদার করতে হবে এবং কোনও দালাল যাতে হাসপাতালে ঢুকতে না-পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের ভিড় সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের কাজের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট ডিউটি রোস্টার তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কে কখন দায়িত্বে থাকবেন, তার পূর্ণ নথি রাখতে হবে এবং প্রতিদিন দায়িত্ব শুরুর আগে প্রয়োজনীয় ব্রিফিং করার কথাও বলা হয়েছে। জরুরি বিভাগ ও বহির্বিভাগে ভিড় সামলাতে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ড বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হেল্পলাইন নম্বর স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আজকের দিন

পূর্বাভাস

সূর্যোদয়— ৪টা ৫৮ মিনিট

সূর্যাস্ত— ৬টা ১০ মিনিট

দিনের তাপমাত্রা

আগামী ২৪ ঘণ্টায় সকালে পরিষ্কার আকাশ। দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে।

আজকের সম্ভাব্য

সর্বোচ্চ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস

সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

গতকাল

সর্বোচ্চ ৩৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস

সর্বনিম্ন ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা

সর্বোচ্চ ৯৫%; সর্বনিম্ন ৬৪%

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)

০১১.৭ মিমি।

শিলিগুড়িতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

উন্নয়নে অগ্রাধিকার পাবে উত্তরবঙ্গ

- উত্তরবঙ্গের ঋণ শোধ করার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
- জিটিএ ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব সংবাদাতা, শিলিগুড়ি, ২০ মে— এক বছরের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, নির্বাচনের আগে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল, তার সবক'টি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পূরণ করা হবে। উত্তরবঙ্গ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে বলেও এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান।

বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সেখান থেকে সড়কপথে মাল্লাগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে যান শুভেন্দু। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানায় সাংসদ মনোজ টিগ্গা, রাজ্য সম্পাদক বাপী গোস্বামী, জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল-সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। সেখানেই প্রবীণ বিজেপি নেতা মাখনলাল সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আশীর্বাদ নেন শুভেন্দু অধিকারী।

এরপর দলীয়-কর্মী সমর্থকদের নির্বাচনে জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানান। আগামীতে দলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে প্রতিমাসে নিজের উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক সফরের পাশাপাশি সাংগঠনিক কাজেও সমান সময় দেওয়ার কথাও বলেন শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন শিলিগুড়িতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'আমরা সংকল্পপত্রে যা যা বলেছি, সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা পূরণ করব। তার কিছু ফল আপনারা পেয়েছেন। আগামী জুন থেকেও কিছু ফল পাবেন। ক্রমান্বয়ে, আগামী তিন মাস, ছ'মাস, এক বছরের মধ্যে আমরা মানুষের কাছে দেওয়া কথা পূরণ করব।'

উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত কয়েকটি নির্বাচনে এই অঞ্চল বিজেপিকে ধারাবাহিকভাবে সমর্থন করেছে। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গকে তিনি বিজেপির 'ভদ্রাসন' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, এই অঞ্চলের উন্নয়ন, পরিকাঠামো ও জনস্বার্থমূলক প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেবে সরকার। আগামী জুলাই মাসে তিনি ফের উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন বলেও জানান। তার আগে কর্মী ও স্থানীয় নেতৃত্বকে সাধারণ মানুষের দাবি ও প্রস্তাব সংগ্রহ করে রাখার নির্দেশ দেন তিনি। জুলাই মাসে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে তিনি ওই প্রস্তাবগুলি সংগ্রহ করবেন। তার মধ্যে যেগুলি সরকারের পক্ষে করা সম্ভব, সেগুলি দ্রুততার সঙ্গে করে দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন দলের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থাও চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, কর্মীরা নিজেদের মতামত বা সমস্যার কথা জেলা সভাপতিদের মাধ্যমে সরাসরি তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। কর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কোনও পরামর্শ থাকলে আমাদের পার্টির কর্মীরা তা জেলা সভাপতিদের কাছে হোয়াট্ সঅ্যাপে ফরওয়ার্ড করবেন। নিচে মোবাইল নম্বরটি লিখে দেবেন। জেলা সভাপতিরা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি এটা চালু করে দিয়ে গেলাম।' রাজ্যে 'ব্যবস্থার পরিবর্তন' আনার ব্যাপারেও এদিন জোর দেন তিনি। কাটমানি, সিন্ডিকেট-রাজ ও মাফিয়াগিরির অবসান ঘটিয়ে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য বলে দাবি করেন শুভেন্দু।

বক্তৃতায় তৃণমূল সরকারকেও আক্রমণ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার মানুষকে বিভক্ত করার রাজনীতি করেছে এবং পাহাড়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বিজেপি সরকার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং প্রকৃত পরিবর্তনের পথেই এগোবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন, প্রশাসনিক তৎপরতা এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন তিনি। বুধবার বাগডোগরায় পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি এবং সেই সমর্থনের ঋণ উন্নয়নের মাধ্যমেই শোধ করা হবে। তাঁর কথায়, ২০০৯ সাল থেকেই পাহাড়-সহ উত্তরবঙ্গ বিজেপির পাশে থেকেছে, তাই এবার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী প্রচারে উত্তরবঙ্গের জন্য যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

কৌশলগত অংশদারিত্বের ঘোষণা মোদী-মেলোনির

রোম, ২০ মে— পাঁচ দেশের সফর শেষে মঙ্গলবার ইতালিতে পৌঁছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রোমে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। দুই নেতার মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট চর্চা হয়েছে। আর এবার মোদীর ইতালি সফরে তাঁদের সাক্ষাতের একাধিক ছবি ও ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নতুন করে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। মোদী-মেলোনির সেলফি দেখা গেল বিশ্বখ্যাত কলোসিয়ামের সামনে। পাশাপাশি, সমাজমাধ্যমে মেলোনি পোস্ট করে লিখেছেন- 'রোমে স্বাগত, আমার বন্ধু।'

একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী মেলোনিকে 'মেলোডি' নামের বিশেষ চকোলেট উপহার দিচ্ছেন, যা ইতালির জনপ্রিয় ব্র্যান্ড পার্লের তৈরি। ভিডিওতে মেলোনিকে বলতে শোনা যায়, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাদের জন্য উপহার এনেছেন। খুবই ভালো চকোলেট, মেলোডি।' এই মন্তব্যের পর দুই নেতা হাসিতে ভেঙে পড়েন, আর সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হয়। নেটিজেনরা এই ঘটনাকে মজার ছলে 'খুব চকোলেটি' মুহূর্ত বলেও সম্বোধন করেছে। মঙ্গলবার রোমে পৌঁছনোর পর বিমানবন্দরে মোদীকে স্বাগত জানান ইতালির উপপ্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রী অ্যান্টনিও তাজানি।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে ভারত-ইতালি সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান মোদী। পাশাপাশি বাণিজ্য, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সবুজ জ্বালানির মতো একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে মোদী বলেন, ভারত ও ইতালি একসঙ্গে ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত কার্যকর করার লক্ষ্যে কাজ করবে, যাতে দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্প্রদায় সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে। এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্য জর্জিয়া মেলোনিকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, মহাকাশ এবং বেসামরিক পারমাণবিক শক্তির মতো ভবিষ্যতমুখী ক্ষেত্রগুলিতে ভারত ও ইতালির মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের স্টার্টআপ, গবেষণা কেন্দ্র এবং শিল্প সংস্থাগুলিকে একত্রিত করতে ভারত-ইতালি উদ্ভাবন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

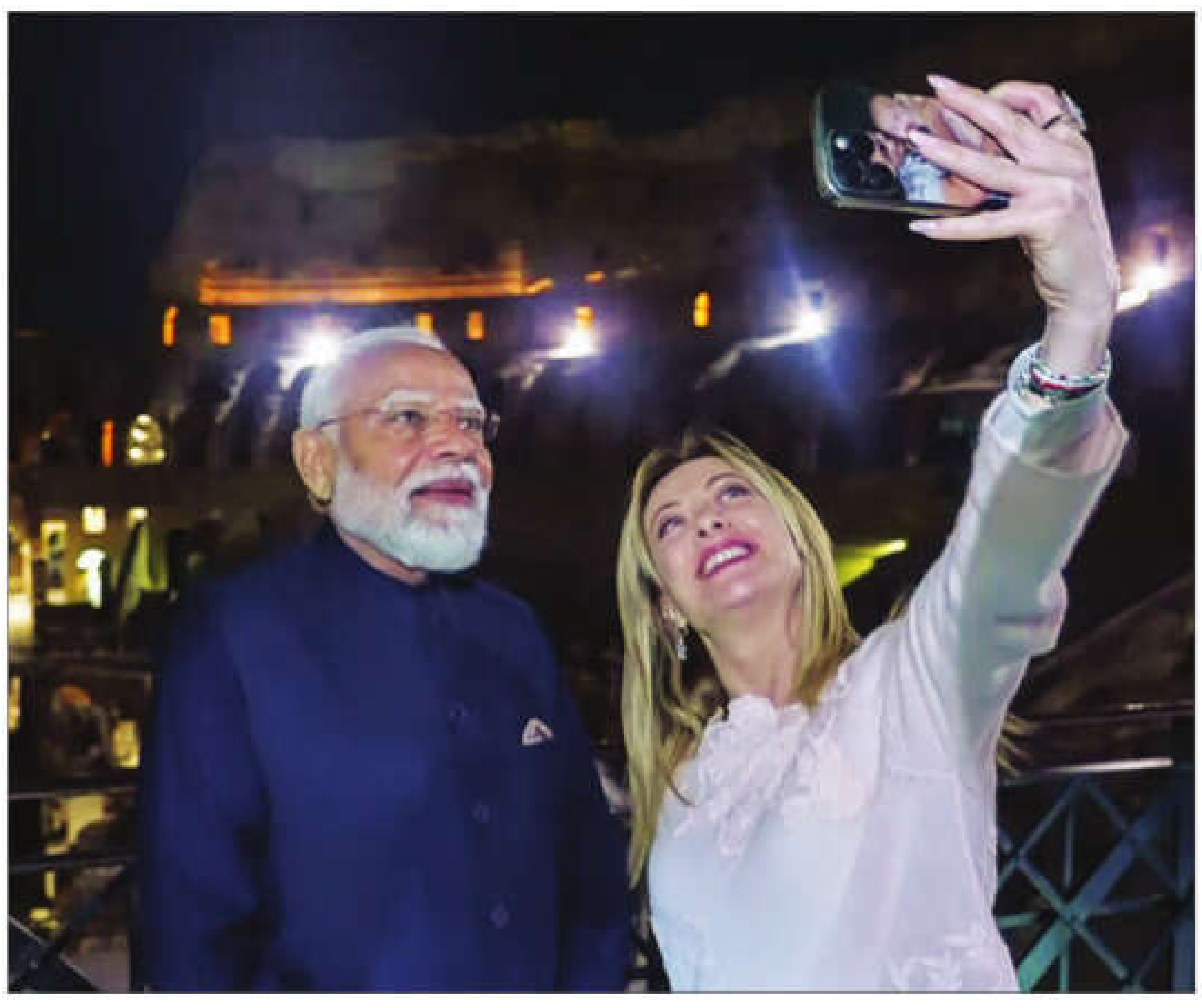

ইতালিতে কলোসিয়ামের সামনে নরেন্দ্র মোদী ও জর্জিয়া মেলোনির সেলফি।

সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতেও দুই দেশের অভিন্ন অবস্থানের কথা তুলে ধরেন মোদী। তাঁর বক্তব্য, 'সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির একটি। ভারত ও ইতালি শুধু সন্ত্রাসের নিন্দাই করে না, তার আর্থিক নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতেও একসঙ্গে কাজ করছে।' একই সঙ্গে ইউক্রেন ও পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সব সমস্যার সমাধান আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমেই সম্ভব।

অন্যদিকে, জর্জিয়া মেলোনি এই সফরকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ২৬ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এটি প্রথম দ্বিপাক্ষিক ইতালি সফর। তাঁর কথায়, 'আজ আমরা শুধু অতীতের ব্যবধান পূরণ করছি না, ভবিষ্যতের জন্য আরও শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ার পথও তৈরি করছি।' এর আগে ২০২১ সালে জি-২০ বৈঠক এবং ২০২৪ সালে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ইতালি সফরে গিয়েছিলেন মোদী।

দুই দেশের মধ্যে 'জয়েন্ট স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান ২০২৫-২০২৯' নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এই পরিকল্পনা দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও কার্যকর ও ভবিষ্যতমুখী কাঠামো দেবে। বর্তমানে ভারত ও ইতালির দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দুই দেশ ২০ বিলিয়ন ইউরো বাণিজ্যের লক্ষ্যে এগোচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ইতালিতে বর্তমানে ৮০০-রও বেশি ইতালীয় সংস্থা ভারতে কাজ করছে এবং ভারতের উন্নয়নের অংশীদার হয়ে উঠেছে। ফ্যাশন, ফিনটেক, ম্যানুফ্যাকচারিং, লজিস্টিক্স ও ব্লু ইকোনমির মতো ক্ষেত্রেও যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে একমত হয়েছে দুই দেশ।

সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেন, ভারত ও ইতালির সম্পর্ক শুধু কূটনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনও অত্যন্ত গভীর।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

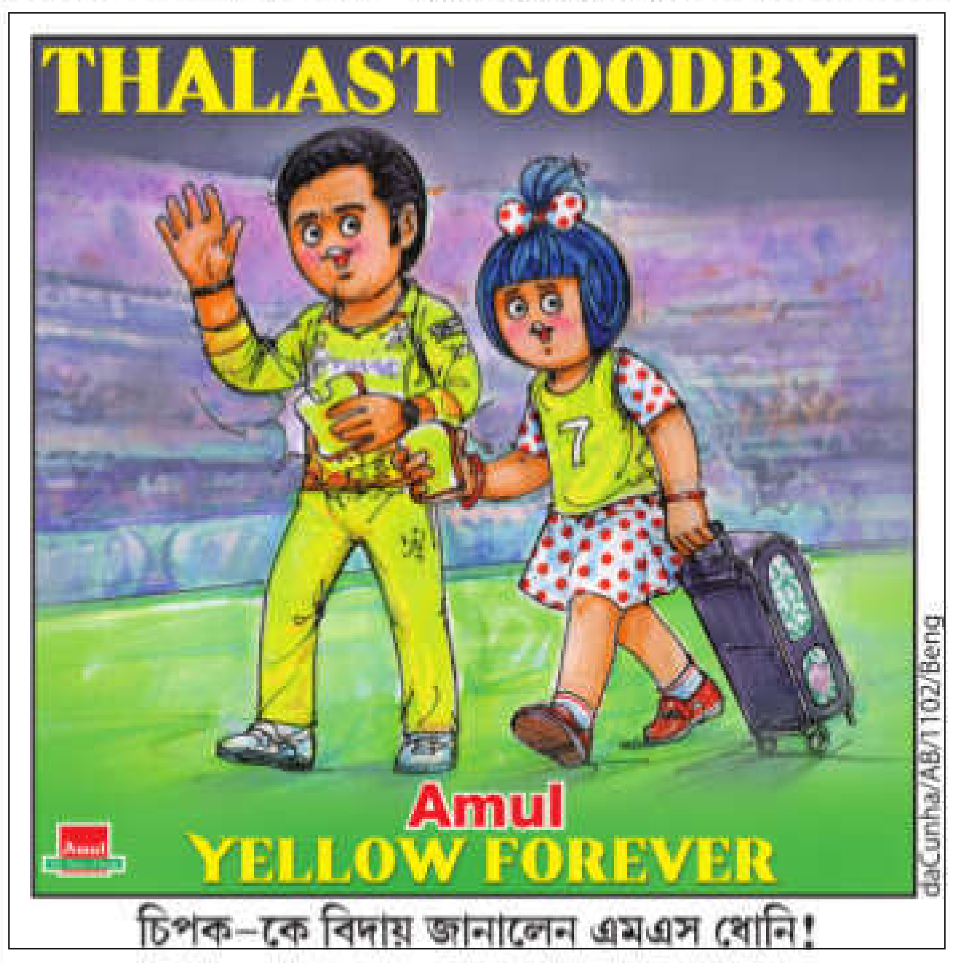

চিপক–কে বিদায় জানালেন এমএস ধোনি!

বৈঠকে বিরোধী বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে : শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ মে— প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরকন্যায় আয়োজিত এক প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি জানালেন, এখন থেকে রাজ্যের প্রতিটি প্রশাসনিক সভায় শাসক দলের পাশাপাশি বিরোধী দলসহ সব রাজনৈতিক দলের বিধায়কদেরই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বুধবার উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস, পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশিথ প্রামাণিক, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, সাংসদ রাজু বিস্তা, মনোজ টিগগা, রাজ্যের ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়কবৃন্দ। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান, 'রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং সরকারি প্রকল্পগুলি সঠিক রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক আলোচনার প্রয়োজন।' তিনি বলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রতিটি প্রশাসনিক বৈঠকে আমরা বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানাব, তাঁরা যে দলেরই হোন না কেন।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, শুধুমাত্র বিধায়কই নয়, বিজেপি মনোভাবাপন্ন বা 'লাইক-মাইন্ডেড' সাংসদদেরও প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকার জন্য তিনি মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। মূলত রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক পরিস্থিতি এবং উন্নয়নমূলক কাজের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনার জন্যই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিশ্বব্যাপী সংকট এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় এই সভায়। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, বিগত সরকারের আমলে প্রশাসনিক বৈঠকে বিধায়ক বা সাংসদদের সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো না, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে উন্নয়নের জন্য প্রশাসনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের নিবিড় যোগাযোগের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। রাজ্য রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর এই ঘোষণা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা করতে পারে, যেখানে দলমত নির্বিশেষে জনপ্রতিনিধিরা সরকারি উন্নয়নমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন রাজদীপ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজদীপ মজুমদারকে পশ্চিমবঙ্গের নতুন অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, পাবলিক প্রসিকিউটর পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইনজীবী কল্লোল মণ্ডলকে। তবে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের পরবর্তী অ্যাডভোকেট জেনারেলের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রশাসনিক স্তরে একাধিক রদবদল ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আগের সরকারের আমলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা অনেক আধিকারিক ও পদাধিকারী পদত্যাগ করেছেন। একই সঙ্গে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন মুখ আনা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এই নিয়োগগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

মানা হবে না অবৈধ নির্মাণ : অগ্নিমিত্রা

স্নেহাল সেন

কোনও অবৈধ নির্মাণ— তা সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে হোক বা অন্য কোনও কারণে— মেনে নেবে না পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য নগর উন্নয়ন ও পৌর দপ্তর, বুধবার এমনই জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

তিনি বলেন, 'আমরা কোনও অবৈধ নির্মাণের পাশে দাঁড়াব না, কারণ তা অন্য মানুষের জীবনের জন্য বিপজ্জনক। আমরা মালিকদের সময় দিচ্ছি যাতে তাঁরা যে কোনও বৈধ নথি জমা দিতে পারেন। যদি তাঁরা তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে দেশের আইন অনুযায়ী সেই সব নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে।' বিজেপি মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হিসেবে তিনি এই কথা বলেন।

বুধবার গড়িয়ায় একটি শৌচালয় কমপ্লেক্সের সামনে থাকা শিশুদের নগ্ন ভাস্কর্য ভেঙে ফেলা হয়। এই কমপ্লেক্সটি গড়িয়ার শ্মশানের সামনে একটি জমিতে তৈরি হয়েছিল।

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "গড়িয়ার ওই শৌচালয় কমপ্লেক্সকে নাকি সুন্দর করার জন্য তৎকালীন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জনসাধারণের কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। এই ভাস্কর্যগুলি নাকি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৈরি করা হয়েছিল। এগুলো সৌন্দর্যের উদাহরণ নয়, বরং বিকৃতির উদাহরণ। এই কমপ্লেক্স তৈরির সময় কোনো আইনি নিয়ম মানা হয়নি। সেই কারণেই এগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে, এবং তা সঠিক সিদ্ধান্ত।"

বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার গঠনের পর থেকেই স্লেজহ্যামার এবং হাইড্রলিক আর্থমুভার (জেসিবি) ব্যবহার করে একাধিক ভাঙচুর অভিযান চালানো হয়েছে। এর আগে এই মাসের শুরুতে কলকাতা পুরসভার একটি দল তিলজলায় দুটি ভবনে ভাঙচুর অভিযান চালায়।

এই দুই ভবনের একটিতে একটি চামড়াজাত পণ্য তৈরির ও জোড়া লাগানোর কারখানা চলত, যেখানে ১২ মে আগুন লেগে দু'জনের মৃত্যু হয় এবং তিনজন গুরুতর আহত হন।

এই ঘটনার পর পুলিশ ওই কারখানার দুই মালিককে গ্রেপ্তার করে এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তদন্তের নির্দেশ দেন।

তদন্তে জানা যায়, ওই কারখানাটি কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই চলছিল এবং কারখানা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছিল। এরপরই ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গড়িয়ায় মিতালি সংঘ ক্লাবের কাছে একটি মাঠে তৈরি করা একটি ঘড়িঘরও ভেঙে ফেলা হয়েছে।

শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন এবং তাদের সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে গজিয়ে ওঠা অবৈধ দখল ও দোকান সরাতে উচ্ছেদ এবং ভাঙচুর অভিযান চালানো হয়েছে।

এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একই ধরনের অভিযান চালানো হয়েছে।

কলকাতা পুরসভা মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত সম্পত্তিতে অনিয়ম ও অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে নোটিস পাঠিয়েছে।

কলকাতা পৌর আইন, ১৯৮০-এর ৪০০(১) ধারায় পুরসভার বিল্ডিং দফতর এই নোটিস পাঠায়। নোটিস দুটি ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত ১২১, কালীঘাট রোড এবং ১৮৮এ, হরিশ মুখার্জি রোডের সম্পত্তি নিয়ে। একটি নোটিস পাঠানো হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে, এবং অন্যটি পাঠানো হয়েছে 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' নামে একটি সংস্থাকে, যা ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচিত।

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আইনের ঊর্ধ্বে নন। তাই তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তিনি নথিপত্র জমা দিন। যদি তা করতে না পারেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।"

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

শব্দমঞ্জরী

ছক - ১

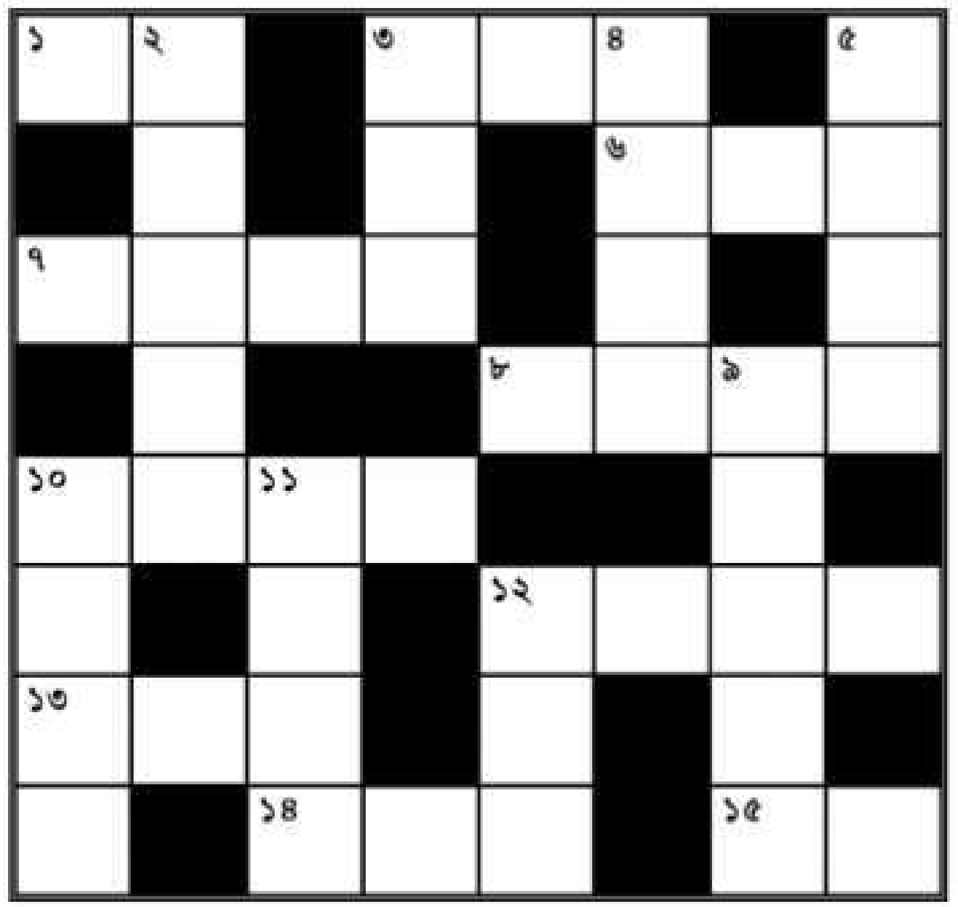

পাশাপাশি:

১) ফারসির পবিত্র, রন্ধন, ৩) মৃগবিশেষ, ৬) আস্বাদনের ইন্দ্রিয়, ৭) অনুগ্র মাধুর্যযুক্ত, ৮) রাজাদের নামের তালিকা, ১০) জাদুকর, ১২) উপমাহীন, ১৩) পুরাণোক্ত ত্রিভুবনের সর্বনিম্নস্থ ভুবন, ১৪) দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম কারাগার, ১৫) জ্যোতিষে একটি রাশি।

উপর-নীচ:

২) লেখকের বৃত্তি, ৩) ভারতের প্রাচীন জাতি, ৪) মুনিবিশেষ, ৫) 'নেই মামার চেয়ে..... ভালো', ৯) শ্রাবণ মাসের শুক্লাপঞ্চমী, ১০) 'চোরের ধন..... খায়', ১১) স্বীকৃতিপত্র, ১২) তুচ্ছ বা সারহীন।

— দিলীপ ঘাঁটি

সমাধান - ১০

পাশাপাশি:

১) চকচক, ৩) স্বর, ৪) দর, ৫) বিকল, ৭) বিবি, ৮) জনক, ১০) ক্ষমতা, ১২) জনন, ১৪) হনন, ১৬) চার, ১৭) বিকেল, ১৯) দাম, ২০) দার, ২১) বলবান।

উপর-নীচ:

১) চর, ২) চমক, ৩) স্বরবিতান, ৪) দরাজ, ৫) বিকন, ৬) লক্ষ, ৯) নজরদার, ১১) মহল, ১৩) নবি, ১৫) নরম, ১৮) কেবল, ১৯) দান।

উস্কানিমূলক পোস্ট করায় মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর

অভিষেক আচার্য, নদিয়া, ২০ মে— তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল নদিয়ার করিমপুর থানায়। অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা। মহুয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করেছেন, এমনটাই অভিযোগ বিজেপির। তার ভিত্তিতে মহুয়ার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক বিজেপি নেতা। মূলত পশু হত্যা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ফেসবুক পোস্টে বিজেপিকে আক্রমণ করেছিলেন মহুয়া। বিজেপির দাবি, তাঁর এই পোস্টের ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের হয়েছে করিমপুর থানায়। অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১৬ মে নিজের ফেসবুক পেজে মহুয়া একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তাতে তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকার পশুহত্যা নিয়ে যে নির্দেশিকা জারি করেছে তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমুলক। একটি শ্রেণীকে খুশি না করার জন্যই এমন পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারের এই নির্দেশিকার ফলে গোহাটগুলিতে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

যাঁরা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এরফলে এই ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ হতে চলেছে। শুধু তাই নিজের পোস্টে এই সংক্রান্ত ব্যবসার কথাও তুলে ধরেন মহুয়া। কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গরু নিয়ে ব্যবসা করছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশে গোমাংস রফতানি করে ৪০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

এমনকি একটি সংস্থার কাছ থেকে কেন্দ্র ৩০ কোটি টাকা নিয়েছে বলেও দাবি করেন মহুয়া। তাঁর কটাক্ষ, কেন্দ্র সরকার যদি এনিয়ে ব্যবসা করতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষের গরু কেনাবেচা বন্ধ করে সরকার ঠিক কি প্রমান করতে চাইছে?

মহুয়ার এই পোস্টের পরেই তীব্র সমালোচনা করে বিজেপি। করিমপুরের বিজেপি বিধায়ক সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, পশুহাট নিষিদ্ধ বা কেনাবেচা বন্ধের কোনও নির্দেশ দেয়নি রাজ্য সরকার। ফলে তাঁর এই মন্তব্য একেবারের স্পর্শকাতর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাঁর বক্তব্য, ভারত বাংলাদেশ সিমান্তে গরু পাচার রুখতেই এই নির্দেশিকা। তৃণমূল সাংসদ এমন পোস্ট করে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে চাইছেন বলে অভিযোগ তোলেন করিমপুর বিধানসভার মণ্ডল ৩-এর সহ-সভাপতি গোলক বিশ্বাস। গোলক বাবুর দাবি, সরকারি নির্দেশিকায় কোনও বিশেষ শ্রেণি বা সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়নি। মহুয়া মৈত্র সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে চাইছেন বলে অভিযোগ বিজেপি নেতার।

যদিও এই বিষয়ে মহুয়া মৈত্রের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মুখ খুলতে চাননি তৃণমূল নেতৃত্ব।

ফের হাতির হানায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২০ মে— ফের হাতির হানায় মৃত্যু হল এক যুবকের। বুধবার সকালে ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের লোধাশুলি রেঞ্জের ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন পূর্ণাপানির জঙ্গলে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত যুবকের নাম নীতিশ মাহাত (১৯)। তাঁর বাড়ি আসনবানি গ্রামে।

বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ৩৫-৪০টি হাতির একটি দল গোপীবল্লভপুর রেঞ্জ থেকে লোধাশুলি রেঞ্জে প্রবেশ করে। হাতির দল এলাকায় ঢোকার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের গ্রামের বহু মানুষ জঙ্গলে হাতি দেখতে যান। নীতিশ মাহাতও সেখানে গিয়েছিলেন।

সেই সময় একটি হাতি আচমকা তাড়া করলে অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও নীতিশ পালাতে পারেননি। হাতিটি শুঁড় দিয়ে তাঁকে তুলে আছাড় মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ঘটনার পর বনকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা হাতির দলটিকে জঙ্গলমুখী তাড়িয়ে দেন। পরে বনদফতরের সহায়তায় আহত নীতিশকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল প্রায় ৪টা ৫০ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি Sudip Paul, পিতা - Sanjay Paul, ঠিকানা - BE-239, Sector-1, Salt Lake City, near Sen Mohasay Bidhannagar, CC Block, S.O. Kolkata, West Bengal - 700064, মহামান্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস, শিয়ালদহ কোর্টে এফিডেভিটের নং 6607, তাং: 11.7.2025 দ্বারা Sudiip Paul নামে পরিচিত হইলাম। এখন থেকে Sudip Paul এবং Sudiip Paul একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলো।

All Advertisements are carried Free of cost on our website https:// epaper. thestatesman.com

দৈনিক স্টেটসম্যান

দৈনিক স্টেটসম্যানে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে বিজ্ঞাপনদাতাদের দাবি অথবা প্রতিশ্রুতির বিষয়ে দ্য স্টেটসম্যান গ্রুপ প্রকাশনার মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদের কোনও দায় নেই। পাঠকদের জানানো হচ্ছে, বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁদের আর্থিক বা অন্য কোনও ক্ষতির দায় সম্পূর্ণ তাঁদের এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর বর্তাবে, প্রকাশনার উপর নয়।

বালি মামলায় ইডি দপ্তরে আইএএস আনসারি শেখ

নিজস্ব প্রতিনিধি— বালি পাচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিলেন রাজ্যের আইএএস অফিসার আনসারি শেখ। বর্তমানে তিনি মালদহের অতিরিক্ত জেলাশাসক পদে কর্মরত। বুধবার সকালে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে তিনি সল্টলেকের কেন্দ্রীয় সংস্থার দপ্তরে পৌঁছন। সূত্রের খবর, তাঁর কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য যাচাই করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছে।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, আনসারি শেখের কাছে মূলত তাঁর ঝাড়গ্রামে কর্মরত থাকার সময়কার কিছু প্রশাসনিক তথ্য ও নথিপত্র চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, অতীতে মালদহে তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন কিছু ঘটনা তদন্তকারীদের নজরে পড়েছে। ভোটের আগে মোথাবাড়ি এলাকায় এসআইআর সংক্রান্ত বিবেচনাধীন তালিকার নিষ্পত্তি ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। অভিযোগ, ওই সময় বিচারবিভাগীয় দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ ও দীর্ঘক্ষণ তাঁদের আটকে রাখার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পরে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সূত্রের দাবি, ওই সময় মালদহের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন আইএএস আনসারি শেখ। সেই সূত্র ধরেই বর্তমান তদন্তে তাঁর ভূমিকা ও প্রশাসনিক অবস্থান খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে বালি পাচার মামলায় এর আগেও একাধিক প্রশাসনিক কর্মী ও পুলিশ আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। কলকাতা পুলিশের এক কর্তা শান্তনু সিংহ বিশ্বাসকেও তলব করা হয়েছিল এবং পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সূত্রের দাবি। একই মামলায় সোনা পাপ্পু নামের এক ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছে ইডি।

বাস দুর্ঘটনায় আহত ৮

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান, ২০ মে— নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইলেকট্রিক খুঁটিতে ধাক্কা মারলো তীর্থযাত্রীবোঝাই একটি বাস। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় ৮ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকার চকদিঘি এলাকায়। নদিয়ার নবদ্বীপ থেকে খানাকুলের দিকে যাচ্ছিলো বাসটি বলে জানা গিয়েছে এবং বাসটিতে আনুমানিক ৬০ জন যাত্রী ছিলেন। বুধবার ভোরের দিকে যাত্রী বোঝাই বাসটি প্রথম বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারার পর একটি চলন্ত গাড়িতেও ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা আহত যাত্রীদের প্রথমে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় তাঁদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা এখনো জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দাবদাহ থেকে বাঁচতে জল দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২০ মে— পারদ ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের। এই তীব্র রোদেও বাড়ির বাইরে বেরোতে হচ্ছে বহু মানুষকে। তীব্র দাবদাহের হাত থেকে এইসব মানুষকে রক্ষা করতে রশমী গ্রুপের ওড়িশা মেটালিকস ইউনিট ১ এবং রশমী মেটালার্জিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে এক জলদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত এই শিবির চলবে। রশমি গ্রুপের প্রায় দশ হাজার কর্মী এবং হাজার খানেক পথচলতি মানুষের হাতে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সাপ্লিমেন্ট মেশানো পানীয় জল তুলে দেওয়া হচ্ছে । জলদান প্রসঙ্গে রশমী গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ভাস্কর চৌধুরী বলেন, 'মানুষকে সেবা করা মানে ভগবানের সেবা করা। ব্যবসা করার বাইরেও জনসেবার এই দায়িত্ব রশমী গ্রুপ সবসময়ই পালন করে চলে। এই জলদান শিবির সেই লক্ষ্যে একটি ছোট পদক্ষেপ। এই পরিষেবা আমরা আরো বৃহৎ অংশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২০ মে— ইসলামপুরের শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় ফ্লাইওভারে একটি বাস ও লরির ভয়াবহ সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে লরির চালকের। এনবিএসটিসির একটি যাত্রীবোঝাই বাসকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারে লরিটি। ঘটনায় অন্তত ৮ জন আহত হন। আহতদের ইসলামপুর ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উত্তরবঙ্গ সফরে বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও সাংসদ রাজু বিস্তা।

স্বাস্থ্য আধিকারিককে হেনস্থা ৪ নেতাকে শোকজ বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ২০ মে— পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিতে স্বাস্থ্য আধিকারিককে হেনস্থার ঘটনায় নিজেদের চার নেতার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল বিজেপি। ঘটনাকে 'লজ্জাজনক' আখ্যা দিয়ে অভিযুক্তদের শো-কজ নোটিস পাঠিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। পাশাপাশি আপাতত তাঁদের দলীয় কাজ থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত ১২ মে বাঘমুন্ডি ব্লকের পাথরডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ ও হেনস্থার অভিযোগ ওঠে কয়েকজন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এলাকার প্রসূতিদের ভিন্ রাজ্যের হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে কেন, সেই প্রশ্ন তুলে স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন তাঁরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। শেষ পর্যন্ত দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সুপারিশে চার নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হয়েছে। শো-কজ চিঠি পেয়েছেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য ও বাঘমুন্ডি ব্লকের বিজেপি আহ্বায়ক রাকেশ মাহাতো। পাশাপাশি ব্লকের সহ-আহ্বায়ক বিজয়মোহন সিংহ, মণ্ডল-৪ সভাপতি অরুণচন্দ্র মাঝি এবং যুব মোর্চার সভাপতি মিঠুন কুমারকেও নোটিস পাঠানো হয়েছে।

দলীয় চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, স্বাস্থ্য আধিকারিককে ভয় দেখানো, অকথ্য ভাষায় হুমকি, শারীরিক হেনস্থা এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে, যা দলবিরোধী কাজের শামিল। রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে আপাতত তাঁদের সাংগঠনিক কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে অভিযুক্তদের। এ প্রসঙ্গে বিজেপির পুরুলিয়া জেলা সভাপতি শঙ্কর মাহাতো বলেছেন, এটি সম্পূর্ণ দলীয় বিষয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না।

অন্যদিকে, অভিযুক্ত নেতাদের কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। তবে রাকেশ মাহাতোর দাবি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল পরিষেবা নিয়ে আলোচনা করতেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলেও কোনও হেনস্থার ঘটনা ঘটেনি। দল লিখিত ব্যাখ্যা চেয়েছে, তিনি তার জবাব দেবেন।

পঞ্চমবার দেশের সেরা আইআইটি খড়গপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ মে— দেশের প্রযুক্তি শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়গপুর ফের একবার জাতীয় স্তরে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখল। কম্পিটিশন সাকসেস রিভিউ (সিএসআর)-এর পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে 'সিএসআর টপ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, ২০২৬' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে।

এ নিয়ে মোট পঞ্চমবার এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান অর্জন করল আইআইটি খড়গপুর। এর আগে ২০১৭, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৪ সালেও এই পুরস্কার পায় প্রতিষ্ঠানটি। ধারাবাহিক উৎকর্ষ এবং উচ্চমানের শিক্ষাদানের জন্য দেশের প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে আইআইটি খড়গপুর যে বিশেষ জায়গা তৈরি করেছে, এই স্বীকৃতি তারই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের তরফে এই সম্মান গ্রহণ করেন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স বিভাগের সহযোগী ডিন অধ্যাপক নীরজ কুমার গোয়াল। প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গিয়েছে, শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার লক্ষ্যেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আইআইটি খড়গপুর।

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইআইটি খড়গপুর ছিল দেশের প্রথম ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। স্বাধীনতার পর বিশ্বমানের প্রযুক্তি-শিক্ষা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পের প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের পথচলা। যে স্থান একসময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দীশিবির হিসেবে পরিচিত ছিল, পরবর্তীকালে সেই জায়গাই দেশের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার আইআইটি খড়গপুরকে 'ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্ট্যান্স' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। দীর্ঘ সাত দশকের বেশি সময় ধরে দেশের প্রযুক্তি ও গবেষণা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। নতুন এই স্বীকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই গর্বিত বাংলা তথা গোটা দেশের শিক্ষামহল।

অটো ইউনিয়ন নাম করে টাকা আত্মসাৎ, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, ২০ মে— হুগলির কামারপুকুর এলাকায় অটো ইউনিয়নের নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছিল বহুদিন আগেই। এবার রাজ্য পালাবদলের পর অটো চালকরা ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। এই ঘটনায় অভিযোগের তির মূলত তৃণমূল নেতা স্বরূপ লাহা ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের দিকে। দীর্ঘদিন ধরেই এই নেতারা ইউনিয়নের নাম করে জুলুম চালিয়ে গিয়েছেন। কামারপুকুর এলাকার সমস্ত অটোই এই ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে। এবার রাজ্যে পালাবদলের পর অটোচালকরা প্রকাশ্যেই ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এতদিন রাজনৈতিক চাপে অটোচালকরা মুখ খুলতে পারেননি বলেও জানান তাঁরা। অটো চালকদের অভিযোগ, বিগত পনেরো বছরে ইউনিয়নের নামে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করেছে তৃণমূল নেতারা। এতদিন ক্ষমতায় থাকার পরেও ইউনিয়ন অটো চালকদের হয়ে কোনও সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। এমনকি অটো চালকরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পালাবদলের পর বিজেপি নেতৃত্বের কাছে ৮৬ জন অটোচালক লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

বুধবার নৌবাহিনীতে শামিল হল অফশোর পেট্রল ভেসেল 'সঙ্ঘমিত্রা'। উদ্বোধন করলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর উপ-প্রধানের স্ত্রী সরিতা বাৎস্যায়ন।

বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, ক্ষুব্ধ বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২০ মে— স্বাস্থ্যব্যবস্থা মমতা ব্যানার্জির আমলে কোমায় চলে গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার কথা সরাসরি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে শোনার পর এই মন্তব্য করেন পিংলার নব-নির্বাচিত বিধায়ক স্বাগতা দাস মান্না। বুধবার পিংলার বিডিও ও বিএমওএইচকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পিংলা গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এক এলাকাবাসী জানান, হাসপাতাল অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। সঠিকভাবে পরিষ্কার করাও হয় না। ন্যূনতম চিকিৎসাও পাওয়া যায় না। এমন কী জ্বর হলেও মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয়। হাসপাতালে আলো, অক্সিজেন সিলিন্ডারও নেই। মেডিসিন বা স্ত্রী রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। এক্সরেও হয় না।

হাসপাতাল ঘোরার পর বিধায়ক বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি কোমায় চলে গিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কোমায় পাঠিয়েছেন। বিএমওএইচ এখানে ১০ বছর ধরে রয়েছেন। আমি তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করব। বিধানসভাতেও পিংলা গ্রামীণ হাসপাতালের এই অবস্থার কথা তুলে ধরব।

মদ্যপ স্বামীর হাতে খুন বধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান, ২০ মে— মদ্যপ স্বামীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার দোলোরডাঙা এলাকায়। অভিযুক্ত শ্যামল মির্দেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম কাজল মির্দে (২৮)। মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় কালীপুজোর অনুষ্ঠান থেকে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরেন শ্যামল। এরপর পারিবারিক বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয়।

অভিযোগ, বিবাদের সময়ই কোনও ভারী বস্তু দিয়ে স্ত্রীর মাথায় সজোরে আঘাত করেন শ্যামল। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কাজল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মদ্যপ অবস্থায় পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে।

ফের ইডির তলব রথীন ঘোষকে

নিজস্ব প্রতিনিধি— পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আবার তলব করা হল রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষকে। ইডি সূত্রে খবর, হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছে তাঁকে। আগামী সোমবার অর্থাৎ ২৫ মে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবেই তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

এর আগেও একাধিকবার রথীন ঘোষকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। ভোটের কারণ দেখিয়ে বার বার হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। বিশেষ করে ভোটের সময়সূচি ও অন্যান্য ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে তিনি তখন উপস্থিত হতে পারেননি বলে জানা যায়। তবে চলতি মাসের ১৫ তারিখ তিনি ইডি দপ্তরে হাজির হন এবং প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁকে কেন ডাকা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি স্পষ্টভাবে অবগত নন। তবে দীর্ঘ জেরার পরও তিনি দপ্তর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের কোনও মন্তব্য করেননি।

তদন্তকারীদের মতে, পুরনিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত একাধিক আর্থিক লেনদেন ও প্রশাসনিক সুপারিশের সূত্র ধরেই এই মামলার তদন্ত এগোচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনি নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগে একাধিক নাম উঠে এসেছে। ইডি সূত্রে দাবি, প্রায় ১৫০ জন চাকরিপ্রার্থীর একটি তালিকা রয়েছে, যেখানে অনিয়মের মাধ্যমে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আর্থিক লেনদেন বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গিয়েছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে।

এর আগে গত ১১ মে ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার পর প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই ঘটনার পর থেকেই একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন করে এই তলবকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন তদন্তকারীরা।

রাঢ়বঙ্গে তাপপ্রবাহ ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি— জৈষ্ঠ্যের শুরুতেই ভয়াবহ গরমে নাজেহাল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ। সকাল থেকেই চড়া রোদ, সঙ্গে অস্বস্তিকর গরমে কার্যত হাঁসফাঁস পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও অনুভূত তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বাড়ছে।

দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পরিস্থিতি আরও কঠিন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ রাঢ়বঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। এই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের আশঙ্কাও জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম এই সমস্ত জেলাগুলিতে দিনের বেলায় বাইরে বেরোলে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তবে গরমের মাঝেও কিছুটা স্বস্তির ইঙ্গিত মিলেছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং হুগলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। প্রবল গরমের জেরে স্থানীয়ভাবে মেঘ তৈরি হওয়ায় কালবৈশাখীর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন আবহবিদরা।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে গরম অনুভূত হলেও সেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের কিছু অংশে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

গো-মাংস সরবরাহে অনিশ্চয়তা চিন্তায় জুলজিক্যাল পার্ক কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২০ মে— রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকার জেরে গো-মাংস সরবরাহে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে থাকা মাংসাশী প্রাণীদের খাবার নিয়ে উদ্বেগে বনদফতর। বিকল্প খাদ্য হিসেবে কী ধরনের মাংস দেওয়া হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু করেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

সম্প্রতি ১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর হওয়ার পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গরু ও মহিষ কেনাবেচায় প্রভাব পড়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর-সহ একাধিক পশুহাটে আগের তুলনায় কেনাবেচা কমে যাওয়ায় মাংস সরবরাহেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে।

বর্তমানে জুর মাংসাশী প্রাণীদের জন্য বিকল্প হিসেবে মুরগির মাংস দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি প্রাণীদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও উপযোগী খাদ্য কী হতে পারে, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।

এই প্রসঙ্গে মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) এস কুনাল ডাইভাল বলেন, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অবশ্যই মানতে হবে। চিড়িয়াখানার বন্যপ্রাণীদের জন্য উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। ছাগল বা মুরগির মাংসের মতো বিকল্প রয়েছে। তবে এখনও নতুন করে কোনও আলাদা নির্দেশিকা আমাদের হাতে আসেনি।'

বনদফতর জানিয়েছে, জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে আবাসিক প্রাণীদের যত্নে সবসময়ই বিশেষ নজর দেওয়া হয়। শীত বা গরম— দুই পরিস্থিতিতেই প্রাণীদের খাবার ও থাকার জায়গায় নেওয়া হয় আলাদা ব্যবস্থা। অতিরিক্ত গরমে শশা, তরমুজ, লাউয়ের মতো জলসমৃদ্ধ খাবার দেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে ডিহাইড্রেশন এড়াতে ওআরএসও দেওয়া হয় প্রাণীদের।

ধবনি বিট এলাকায় প্রায় ২২.৪৮ একর জায়গাজুড়ে গড়ে উঠেছে এই জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক। শাল-সহ বিভিন্ন বড় গাছের প্রাকৃতিক পরিবেশে তৈরি করা হয়েছে প্রাণীদের এনক্লোজার, ফলে তারা অনেকটাই স্বাভাবিক পরিবেশে থাকতে পারে।

বর্তমানে এটি রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। প্রতিবছর প্রায় দু'লক্ষ পর্যটক এখানে ঘুরতে আসেন। আয়তনের দিক থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানার থেকেও বড় এই জু।

এখানে হরিণ, লেপার্ড, হায়না, নেকড়েবাঘ, নীলগাই, ময়ূর-সহ একাধিক প্রাণী স্বাভাবিকভাবে বংশবিস্তার করছে। এমনকি লেপার্ডের মতো হিংস্র প্রাণীও এখানে বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে এই জুতে রয়েছে ১৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১৭ ধরনের পাখি এবং ৯ প্রজাতির সরীসৃপ।

তবে নতুন পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদে মাংস সরবরাহে সমস্যা তৈরি হলে আবাসিক মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়ে বনদফতরের একাংশের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

২৭ কিমি কাঁটাতারের জন্য বিএসএফ-কে জমি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি— পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের ঘোষণা করল রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ-র আওতার বাইরে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁদের সরাসরি সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। এরপর আন্তর্জাতিক প্রটোকল মেনে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে।

রাজনৈতিক পালাবদলের পর এটাই বিজেপি সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ঘোষণাগুলির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালের ১৪ মে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠালেও আগের সরকার তা কার্যকর করেনি। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই নির্দেশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুধবার উত্তরবঙ্গ সফর সেরে নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরাও। সেই বৈঠক থেকেই সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারে বিএসএফের হাতে ২৭ কিলোমিটার জমি হস্তান্তরের কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এরপরই অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে কড়া অবস্থান নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘বিএসএফের সঙ্গে সুদৃঢ় সমন্বয় রেখে আমরা রাজ্য এবং দেশকে সুরক্ষিত করব। আগের সরকার একদিকে সিএএ-র বিরোধিতা করেছে, অন্যদিকে এই গুরুত্বপূর্ণ আইনকে কাজে লাগায়নি। আজ থেকে আমরা সেই আইন কার্যকর করছি।’

কারা সুরক্ষা পাবেন, আর কারা এই অভিযানের আওতায় পড়বেন, তা নিয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, সিএএ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সাতটি সম্প্রদায়ের মানুষ নাগরিকত্বের সুরক্ষা পাবেন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে ভারতে চলে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ রাজ্যে এসে থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। বৈধ নথি না থাকলেও কিংবা ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও তাঁরা শরণার্থীর মর্যাদা পাবেন এবং ভারতে থাকতে পারবেন।

বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, তা দূর করারও চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সিএএ-র আওতায় থাকা কোনও হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা নির্যাতিত সংখ্যালঘুকে বিতাড়িত করা হবে না। তাঁরা যথাযথ প্রক্রিয়ায় ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন।

তবে যাঁরা সিএএ-র আওতায় পড়েন না, তাঁদের ‘সম্পূর্ণ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ বলে উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য পুলিশ তাঁদের আটক করবে এবং বিএসএফের হাতে তুলে দেবে। এরপর ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। এই পদ্ধতিকেই মুখ্যমন্ত্রী ‘ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট’নীতি বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরও জানান, সীমান্ত সংলগ্ন সমস্ত থানায় অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্যের ডিজি এবং মুখ্যসচিবকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, খুব শিগগিরই সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিশেষ নজরদারি শুরু হতে পারে।

গত বছর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বলা হয়েছিল, ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে বা সেই আশঙ্কায় প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে ভারতে আসা সংখ্যালঘুরা শরণার্থীর মর্যাদা পাবেন। পাশাপাশি ২০২৫ সালের ৪ এপ্রিল কার্যকর হওয়া অভিবাসন এবং বিদেশি আইনের ৩৩ ধারার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। সেই আইনি কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই এবার পশ্চিমবঙ্গে নতুন নীতি কার্যকর করা হল বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

এই ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, বিষয়টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কঠোর অবস্থানের দাবি উঠছিল। নতুন সরকার সেই প্রতিশ্রুতিই কার্যকর করতে শুরু করেছে।

জাহাঙ্গিরের রক্ষাকবচ কাড়তে হাইকোর্টে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি— ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানকে ঘিরে রাজনৈতিক ও আইনি টানাপোড়েন এবার পৌঁছল কলকাতা হাইকোর্টে। ভোটের আগে আদালতের দেওয়া অন্তর্বর্তী সুরক্ষা বা ‘রক্ষাকবচ’ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। তবে আপাতত সেই সুরক্ষা বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে রাজ্যের সরকারি আইনজীবী দাবি করেছেন, জাহাঙ্গির খান নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন বলেই তাঁকে রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আদালত সুরক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যেই নির্বাচন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে এখন আর সেই রক্ষাকবচের কোনও যৌক্তিকতা নেই বলেই মত রাজ্যের।

রাজ্যের পক্ষ থেকে আদালতের কাছে আবেদন করা হয়, পূর্ববর্তী নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করে জাহাঙ্গির খানের আইনি সুরক্ষা তুলে নেওয়া হোক। যদিও সেই আবেদন শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, আগামী ২৬ মে পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সুরক্ষা বহাল থাকবে। পরবর্তী শুনানিতে বিষয়টি নতুন করে বিবেচনা করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জাহাঙ্গির খান। তাঁর অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁকে হেনস্থা করতেই পুলিশি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সম্ভাব্য গ্রেপ্তারি এড়াতে আদালতের কাছে সুরক্ষা চেয়েছিলেন তিনি।

সেই আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, ২৬ মে পর্যন্ত জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে কোনও কড়া বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। তবে তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। আদালত জানিয়েছিল, তদন্তে পুলিশকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে তাঁকে।

কিন্তু আদালতের কাছ থেকে এই স্বস্তি পাওয়ার মাত্র একদিন পরেই নাটকীয়ভাবে ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেন জাহাঙ্গির খান। এরপরই রাজ্য সরকার আদালতে জানিয়েছে, যেহেতু তিনি আর নির্বাচনী প্রার্থী নন, তাই বিশেষ সুরক্ষা বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।

রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকার জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের পথ খোলা রাখতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে। যদিও আপাতত আদালতের সুরক্ষা বজায় থাকছে, তবে ২৬ মের পর পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

পুলিশকর্মীদের গরমের কিট দিলেন নগরপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি— পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে বুধবার দুপুরে ট্র্যাফিক পুলিশ কর্মীদের হাতে গরমের কিট তুলে দিলেন কলকাতার নগরপাল অজয় নন্দ। তীব্র গরমের মধ্যে শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাঁরা প্রতিদিন দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের কাজের প্রশংসাও করেন তিনি।

পাশাপাশি, রবিবার পার্ক সার্কাস এলাকায় ঘটে যাওয়া অশান্তির ঘটনায় নতুন করে আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানান নগরপাল। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন ৫০ জন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অজয় নন্দ বলেন, কলকাতায় ট্র্যাফিক পুলিশ যে ভাবে সুস্থ ও নিয়ম মেনে কাজ করছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। গরমের কথা মাথায় রেখে পুলিশ কর্মীদের পোশাকে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। সার্জেন্টদের ডিউটির সময়ও দু’ঘণ্টা কমানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

নগরপালের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এসে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন, তাতে আমরা জোর পেয়েছি। মানুষের জন্যই আমরা আছি।' হেলমেট-বিহীন বাইক আরোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান আগের মতোই চলবে বলেও জানান তিনি। পার্ক সার্কাস ও রাজাবাজার এলাকায় বাড়তি সতর্কতার বলেও জানান নগরপাল। কারা কারা ওই ঘটনায় জড়িত ছিলেন, তা চিহ্নিত করার কাজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

নথি-জটে আটকে বিরোধী দলনেতা পদ

নিজস্ব প্রতিনিধি— বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা নিয়ে জট আরও ঘনীভূত হল। কোন নথির অভাবে এখনও তৃণমূল কংগ্রেসকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, তা বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে স্পষ্ট করলেন বিধানসভার সচিব সমরেন্দ্রনাথ দাস। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের তরফে পাঠানো প্রস্তাবপত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ঘাটতি ছিল। সেই কারণেই সচিবালয় এখনও বিষয়টি চূড়ান্ত করেনি।

সমরেন্দ্রনাথ দাস জানান, তৃণমূলের পাঠানো চিঠিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা, ফিরহাদ হাকিমকে মুখ্যসচেতক এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসীমা পাত্রকে ডেপুটি লিডার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব কবে গৃহীত হয়েছে, তার কোনও তারিখ চিঠিতে লেখা ছিল না। শুধু তা-ই নয়, সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের স্বাক্ষরও ছিল না ওই নথিতে। সচিবের কথায়, 'চিঠিটি হাতে পেয়েই আমরা বিষয়টি স্পিকারকে জানাই। পরে স্পিকার নির্দেশ দেন, যে বিধায়কেরা দলনেতা নির্বাচন করেছেন, তাঁদের স্বাক্ষর করা প্রস্তাবপত্র সচিবালয়ে জমা দিতে হবে।' বিধানসভার সচিব আরও স্পষ্ট করেন, এই ধরনের সাংবিধানিক ও বিধানসভা-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য, স্পিকার চাইলে যে কোনও বিষয়ে অতিরিক্ত তথ্য বা নথি চাইতেই পারেন। কারণ, বিধানসভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাঁর হাতেই ন্যস্ত।

বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, 'অধিবেশনের দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দলনেতা হিসাবে আমিই স্পিকারকে হাত ধরে আসনে বসাই। তার পরেও কেন এমন আচরণ করা হচ্ছে?' যদিও সেই প্রশ্নের জবাবে সচিব জানান, নিয়ম মেনেই সব পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

পিংক কার্ড দেখালেই ফ্রি বাসযাত্রা

মহিলাদের জন্য নতুন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি— ১ জুন থেকে রাজ্যে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য শুরু হচ্ছে বিনামূল্যের যাতায়াত পরিষেবা। সেই পরিষেবা কার্যকর করতে বিশেষ ‘পিংক কার্ড’ কার্যকর করার পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। পরিবহন দপ্তর সূত্রে খবর, এই কার্ড দেখালেই সরকারি বাসে বিনামূল্যে টিকিট ইস্যু করবেন কন্ডাক্টররা। তবে এই কার্ড হাতে না পাওয়া পর্যন্ত ভোটার কার্ড, আধার কার্ড বা রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যে কোনও প্রমাণপত্র দেখিয়েই মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কীভাবে এই পরিষেবা বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরির কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই একাধিক প্রস্তাব জমা পড়েছে। পরিবহন দপ্তর সরকারি বাসে যাত্রী সমীক্ষাও চালিয়েছে। শহর ও জেলায় প্রতিদিন কত সংখ্যক মহিলা সরকারি বাস ব্যবহার করেন, সেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনী ইস্তেহারে মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। সরকার গঠনের পর প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকেই সেই ঘোষণা করা হয়। পরে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, ‘১ জুন থেকে মহিলারা বিনামূল্যে সরকারি বাসে যাতায়াত করতে পারবেন।‘ সরকারি এসি, নন-এসি এবং দূরপাল্লার সমস্ত বাসেই এই সুবিধা পাবেন মহিলারা।

পরিবহন দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, কলকাতায় প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার মহিলা সরকারি বাসে যাতায়াত করেন। গোটা রাজ্যে সেই সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। নতুন এই পরিষেবা চালু হলে মহিলা বাসযাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পিংক কার্ড কোথা থেকে দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। প্রাথমিকভাবে বিডিও অফিস, এসডিও অফিস বা পুরসভা থেকে কার্ড বিলি করার ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, যাতে পরিচয়পত্র নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি বা যাত্রীদের সঙ্গে কন্ডাক্টরদের কোনওরকম বচসা না হয়, তার জন্য বাসকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার।

কাঁচরাপাড়া ও হালিশহরে ইস্তফা ৩১ তৃণমূল কাউন্সিলরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁচরাপাড়া, ২০ মে— তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন এবার প্রকাশ্যে। মঙ্গলবার একযোগে পদত্যাগ করলেন দুই পুরসভার ৩১ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। তাঁদের ইস্তফাপত্র জমা পড়তেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরবোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই কার্যত নেতৃত্বহীন অবস্থায় ছিল কাঁচরাপাড়া পুরসভা। চেয়ারম্যান কমল অধিকারীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছিল কাউন্সিলরদের একাংশের মধ্যে। এরই মধ্যে এই পুরসভার ১৫ কাউন্সিলর একযোগে ইস্তফা দিলেন। অপরদিকে হালিশহর পৌরসভাতেও গণইস্তফা দিয়েছেন ১৬ জন কাউন্সিলর। এই ঘটনায় তীব্র রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কাঁচরাপাড়ার পর হালিশহর পৌরসভাতেও বড়সড় ভাঙনের ছবি সামনে আসতেই জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে এই গণইস্তফায় সামিল হননি হালিশহরের পৌরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষ।

সম্প্রতি কাঁচরাপাড়া পুরসভার অচলাবস্থা কাটাতে সেখানকার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন বীজপুরের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। সূত্রের খবর, রবিবার কল্যাণীতে তৃণমূল কাউন্সিলরদের একটি বৈঠকে ইস্তফার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। তার পরেই মঙ্গলবার ১৫ জন কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগ করেন। যদিও ইস্তফার সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি কেউই।

কাঁচরাপাড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্ত দাস জানিয়েছেন, ঘটনার সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, ইস্তফার বিষয়টি নিশ্চিত হলে বর্তমান বোর্ড টিকবে না। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। একইসঙ্গে নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সেই বিষয়েও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পদত্যাগী কাউন্সিলরদের একাংশ ভবিষ্যতে দল পরিবর্তন করতে পারেন বলেও আলোচনা চলছে। বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতে পুরসভাগুলির দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং নাগরিক পরিষেবা কীভাবে চলবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও গোটা ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি।

সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় অবশেষে ধৃত দুই তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ২০ মে— সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় বড় পদক্ষেপ করল পুলিশ। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর গ্রেপ্তার হলেন শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেত্রী। ধৃতরা হলেন বসিরহাট তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী তথা সন্দেশখালি ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী সবিতা রায় এবং সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভানেত্রী তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মিঠু সর্দার। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা পলাতক ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর এলাকায় অভিযান চালায় ন্যাজাট থানার পুলিশ। সেখান থেকেই দুই নেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের সন্দেশখালিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তদন্তকারীদের দাবি, শুধু ইডি আধিকারিকদের উপর হামলাই নয়, ভোট পরবর্তী হিংসা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। শেখ শাহজাহানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন সবিতা রায় ও মিঠু সর্দার। অভিযোগ, এলাকায় বিরোধীদের উপর অত্যাচার, ভোটের সময় হিংসায় নেতৃত্ব দেওয়া-সহ একাধিক ঘটনায় তাঁদের নাম জড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। সেই সময় তাঁদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি, আহত হন আধিকারিকরাও। সেই ঘটনা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছিল। পরে গ্রেপ্তার হন শেখ শাহজাহান। তদন্তে উঠে আসে, হামলার ঘটনায় আরও কয়েকজন তৃণমূল নেতার ভূমিকা ছিল। এছাড়াও মিঠু সর্দারের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগ, ফল প্রকাশের পর বিরোধীদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং মারধরের ঘটনায় তাঁর নাম উঠে আসে।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই প্রশাসন কঠোর অবস্থান নিয়েছে বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের। সেই আবহেই সন্দেশখালির এই বহুচর্চিত মামলায় দুই তৃণমূল নেত্রীর গ্রেপ্তারিকে ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উত্তরবঙ্গেই হবে রাজ্যের দ্বিতীয় এইমস: শমীক

অভিষেক আচার্য, নদিয়া, ২০ মে— বুধবার নদিয়ার কল্যাণী এইমস-এ লেজার ইউনিট উদ্বোধন করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকেই একাধিক বড় ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

রাজ্যে দ্বিতীয় এইমস হবে উত্তরবঙ্গে, কল্যাণী এইমসে এসে জানিয়ে দিলেন শমীক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও সরব হন তিনি। এছাড়া ফের দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ নিয়েও সতর্ক করলেন তিনি।

এদিন নদিয়ার কল্যাণী এইমস-এ লেজার ইউনিট উদ্বোধন করেন শমীক ভট্টাচার্য। মূলত, শরীরের যে কোনও ক্ষত সারাতে অত্যাধুনিক মেশিনের দ্বারা সরানো সম্ভব। কল্যাণী এইমসে এই ধরনের অত্যাধুনিক মেশিন এই প্রথমবার বসানো হল। উদ্বোধনের পর শমীক ভট্টাচার্য বলেন, শরীরের যে কোনও ক্ষত সারাতে এই অত্যাধুনিক মেশিন আবশ্যক। যা প্রথম এইমসে বসানো হল। এইমস উচ্চমানের আধুনিক পরিষেবা দিয়ে থাকে। এই লেজার ইউনিট চালু হওয়ায় রোগীরা আরও বেশি সুবিধা পাবেন।

অনুষ্ঠানের শেষে পঞ্চায়েত ভাঙার প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপির যারা এইসব করছেন তারা ৪ ঘণ্টার বিজেপি। ওগুলো যেটা দেখছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফসল মাত্র। বিজেপি নীতিগতভাবে কোনও নির্বাচিত সরকারকে বা নির্বাচিত বডিকে ফেলে দেওয়ার পক্ষে নয়। এই পথ আমাদের নয়। দল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। অতি উৎসাহী কিছু নেমে পড়েছেন ময়দানে। সে যত বড়ই পার্টি নেতা হোক বা বিধায়কও যদি হয় যে পঞ্চায়েত বদল করে দিচ্ছে তাকেও দলীয় শৃঙ্খলার সামনে পড়তে হবে। তার উপরেও শৃঙ্খলা ভঙ্গের খাড়া নেমে আসবে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের আগে আধুনিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সরকারকে একটু সময় দিন। সব জায়গায় একটা রাজনীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দল ও সরকার সেখান থেকে বের করে আনবে।

রাজ্যের হাসপাতালের খারাপ অবস্থা প্রসঙ্গে শমীক বলেন, উত্তরবঙ্গে নতুন এইমস তৈরী হবে।

এক বছর সময় দিন সব পাল্টে যাবে। ফলতায় পুনর্নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ফলতায় তো আগে নির্বাচন হত না। সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েছিল। তৃণমূলকে আহ্বান করা হয়েছিল প্রচার করার জন্য। তৃণমূলের পতাকা লাগানোর কোনো লোক নেই। বিজেপির পতাকা খোলার লোকও নেই।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার, কল্যাণী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অনুপম বিশ্বাস সহ এইমসের আধিকারিকরা।

বিধানসভায় তৃণমূলের বিক্ষোভে অনুপস্থিত ৫০ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি-- রাজ্যে সরকার বদলের পর প্রথমবার বিধানসভা চত্বরে বড় রাজনৈতিক কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে বুধবার আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম ও কুণাল ঘোষ-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু সেই কর্মসূচিতেই সামনে আসে দলের অন্দরমহলের অস্বস্তিকর ছবি।

ছাব্বিশের নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০। অথচ এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন না দলের ৫০ বিধায়ক। ফলে দলের ফাটল যে ক্রমশ চওড়া হচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রধান বিরোধী দলের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে অর্ধেকেরও বেশি বিধায়কের অনুপস্থিতি রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কর্মসূচিতে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' এবং 'তৃণমূল জিন্দাবাদ' স্লোগান উঠলেও একবারের জন্যও শোনা যায়নি 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ'। সাম্প্রতিক সময়ে দলে অভিষেকের ভূমিকা নিয়ে যে চাপানউতোর চলছে, এই ঘটনা তারই ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে মুখ খুলে কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের জেরে বহু নেতা নিজেদের এলাকায় ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁর কথায়, দলের কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো এবং তথ্য অনুসন্ধান কমিটির পরিদর্শনের কারণেই অনেক বিধায়ক কলকাতায় পৌঁছতে পারেননি।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, বিষয়টি শুধুই সাংগঠনিক ব্যস্ততার নয়। সরকার বদলের পর তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ, হুমকি ও ডাকাতির ছক তৈরির মতো অভিযোগে তৃণমূলের একাধিক প্রথম সারির নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত কয়েক দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে চাপে পড়েছে ঘাসফুল শিবির।

ইতিমধ্যেই বিধাননগরের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী আটক হয়েছেন। অন্যদিকে, সম্ভাব্য আইনি পদক্ষেপ এড়াতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ক্যানিং পশ্চিমের পরেশরাম দাস ও বালির কৈলাশ মিশ্র। ফলে দলের একাংশ প্রকাশ্যে সক্রিয়তা কমিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

‘আমার জানার কথা নয়’

অভিষেক প্রসঙ্গে ববি

নিজস্ব প্রতিনিধি— আরজি কর কাণ্ড থেকে শুরু করে একের পর এক দলীয় নেতার গ্রেপ্তারি-- নানা প্রশাসনিক চাপের আবহে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে নতুন করে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি নিয়ে কলকাতা পুরসভার ডিমোলিশন নোটিস। ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’ এবং অভিষেকের বাবা-মায়ের নামে থাকা কলকাতার মোট ১৭টি ঠিকানায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এই ইস্যুতে প্রথমে মুখ খোলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার তিনি দাবি করেছিলেন, নীতিনির্ধারক হিসেবে প্রশাসনিক রোজনামচা সম্পর্কে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। বুধবারও একই অবস্থান বজায় রেখে সাংবাদিক বৈঠকে ফিরহাদ স্পষ্ট বলেছেন, 'পুরসভা কাকে নোটিস দেবে বা কোন ধারায় দেবে, তার সঙ্গে মেয়রের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। এটা আমার এক্তিয়ারের মধ্যেও পড়ে না।'

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে ফিরহাদের মন্তব্য ছিল, 'ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কোনও কথা বলতে পারব না।' রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডকে ঘিরে এমন স্পর্শকাতর ইস্যুতে মেয়রের এই দূরত্ব বজায় রাখার কৌশল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যদিকে, এই বিতর্কে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল বিধায়ক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, নতুন বিজেপি সরকার পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল নেতাদের উপর প্রশাসনিক ও মানসিক চাপ তৈরি করছে। কুণালের ভাষায়, 'এটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নোংরা খেলা ছাড়া কিছু নয়।'

তবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে কুণাল ঘোষও সরাসরি অভিষেকের সম্পত্তি নিয়ে নির্দিষ্ট মন্তব্য এড়িয়ে যান। তিনি বলেছেন, 'কার বাড়িতে নোটিস গিয়েছে, কতগুলি নোটিস গিয়েছে বা কার কত সম্পত্তি রয়েছে, সে বিষয়ে একমাত্র তিনিই অথবা তাঁর আইনজীবী সঠিক তথ্য দিতে পারবেন।'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাইরে থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিলেও, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব কার্যত এই বিতর্কের দায় ব্যক্তিগত স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে এই ডিমোলিশন নোটিস এখন শুধু আইনি নয়, রাজনৈতিকভাবেও তৃণমূলের অন্দরমহলে বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে।

গরমে কাহিল পশুপাখিরাও পদক্ষেপ নিচ্ছে চিড়িয়াখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি— প্রবল গরমে কাহিল সবাই। বাদ যাচ্ছে না পশুপাখিও। তাই আলিপুর চিড়িয়াখানার পক্ষ থেকে পশুপাখিদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে এই গরমে তাদের সমস্যা না হয়। রসনাতৃপ্তির ক্ষেত্রে আনা হচ্ছে পরিবর্তন। আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা তৃপ্তি শাহ জানিয়েছেন, গরমের মধ্যে সব থেকে বেশি কষ্ট হয় জলের। তাই এবার স্প্রিংক্লার ব্যবহার করা হচ্ছে। যাতে করে তৃষ্ণা নিবারণে অনেক আগে থেকেই পদক্ষেপ নেওয়া যায় এবং পশুপাখিদের জন্য সারাদিন পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়াও পশুপাখিদের যাতে গরমে থাকতে না হয়, সেই জন্য ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাদ্যেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সকালে তরমুজ সহ অন্য ফল দেওয়া হবে যাতে শরীর ঠান্ডা থাকে। অন্যদিকে মাংশাসী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ফ্যাট ও প্রোটিন থাকবে এমন জিনিস দেওয়া হবে। এমনকি খাবারে চিকেন ও পর্ক দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে চিড়িয়াখানার পক্ষ থেকে বলে জানানো হয়েছে । এই বিষয়ে চিড়িয়াখানার অধিকর্তা জানান, ভবিষ্যতে পশু চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে খাবারের মানে কি পরিবর্তন আসে।

অস্ত্রসহ দুই বালি মাফিয়া গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২০ মে— কেশিয়াড়িতে অস্ত্রসহ দুই বালি মাফিয়াকে গ্রেফতার করলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। গত সোমবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ কেশিয়াড়ির নচিপুরে হানা দেয়। সুবর্ণরেখা নদীতে বেআইনি বালি খাদান চালানোর অভিযোগে অনীতেশ পরিয়া এবং কৃষ্ণেন্দু ঘোষকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, আমরা দুই বালি মাফিয়াকে গ্রেফতার করেছি। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও মামলা রুজু করা হয়েছে। অনিতেশ ওরফে টিটুকে পাঁচ দিনের এবং কৃষ্ণেন্দু ওরফে সিটুকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ধৃত দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এদের সঙ্গে কাদের যোগাযোগ ছিল সেটাও খুঁজে বার করা হবে। অনিতেশ ও কৃষ্ণেন্দুর বাড়ি কেশিয়াড়ি থানার ভসরাঘাটে।

দৈনিক স্টেটসম্যান

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৩২০

আলোচনার সম্ভাবনা

পশ্চিম এশিয়ার অস্থির ভূ-রাজনীতিতে সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের অবস্থান এক নতুন মোড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। দীর্ঘদিনের সংঘাত, পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার চাপ— এই সবকিছুর মধ্যে হঠাৎ আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হওয়া নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে, মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল করা এবং ইরানের হরমুজ প্রণালীর অবরোধ তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক বাস্তববাদী সমাধানের পথ খুলে দিতে পারে।

প্রথমেই বোঝা দরকার, এই সংঘাতের পেছনে শুধু আদর্শগত বা সামরিক কারণ নেই— এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অর্থনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, নির্বাচনের আগে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিকর হতে পারে। যুদ্ধ মানে শুধু সামরিক ব্যয় নয়, এর সঙ্গে যুক্ত থাকে জনমত, আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং অর্থনৈতিক প্রভাব। তাই ওয়াশিংটনের কাছে এই সংঘাত দ্রুত মেটানো একটি কৌশলগত প্রয়োজন।

অন্যদিকে, ইরানের অবস্থাও খুব শক্তিশালী নয়। দীর্ঘদিনের নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক সংঘাতের কারণে তাদের অর্থনীতি চাপে পড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশ বাড়ছে, সাধারণ মানুষের জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দেখা দিচ্ছে। ফলে, বাহ্যিকভাবে কঠোর অবস্থান দেখালেও, বাস্তবে তেহরানের জন্যও একটি সমঝোতায় পৌঁছনো জরুরি হয়ে পড়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব আলাদা করে উল্লেখ করা দরকার। বিশ্বের মোট তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি বড় অংশ এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে, এখানে যে কোনও ধরনের অবরোধ শুধু সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকেই নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। তেলের দাম বেড়ে যায়, পরিবহন ব্যয় বাড়ে, এবং তার প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। তাই হরমুজকে কেন্দ্র করে কোনও একক দেশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক নজির তৈরি করতে পারে।

ইরানের পক্ষ থেকে যে দাবি তোলা হয়েছে— যেমন ক্ষতিপূরণ, সব ক্ষেত্রেই শত্রুতা বন্ধ, মার্কিন সেনা প্রত্যাহার, নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ তুলে নেওয়া— তা অনেকাংশেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের দাবি। কূটনীতিতে এমন দাবি নতুন নয়; আলোচনার শুরুতেই পক্ষগুলো প্রায়শই নিজেদের অবস্থান শক্ত করে তুলে ধরে। কিন্তু বাস্তবতা হল, সব দাবি পূরণ করা সম্ভব নয় এবং সেটাই আলোচনার মূল চ্যালেঞ্জ।

এই পরিস্থিতিতে একটি মধ্যপন্থী সমাধানই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ধাপে ধাপে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে এবং ইরানের কিছু সম্পদ মুক্ত করে দেয়, তাহলে তার বিনিময়ে ইরানকে নিঃশর্তভাবে হরমুজ প্রণালীর অবরোধ তুলে নিতে হবে। এটি একটি আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে পারে। এরপর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, ধরা যাক ৩০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, দুই পক্ষ পারমাণবিক ইস্যু এবং অন্যান্য বিরোধপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাতে পারে।

এখানে 'স্ন্যাপব্যাক' বা পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনও পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। এতে করে চুক্তির প্রতি উভয় পক্ষের দায়বদ্ধতা বাড়বে।

তবে এই সমগ্র প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মুখরক্ষা বা রাজনৈতিক সম্মান বজায় রাখা। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনও দেশই এমন চুক্তিতে যেতে চায় না, যা তাদের দুর্বল বা পরাজিত বলে প্রমাণ করে। তাই সমঝোতার ভাষা, শর্ত এবং উপস্থাপন— সবকিছুই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তৈরি করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান— দুই পক্ষকেই এই বাস্তবতা মাথায় রাখতে হবে।

তবে বর্তমান পরিস্থিতি যেমন বিপজ্জনক, তেমনই সম্ভাবনাময়ও। সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে তার প্রভাব শুধু পশ্চিম এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; গোটা বিশ্ব অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ভারসাম্য নড়বড়ে হয়ে উঠবে। তাই যুদ্ধের পথ ছেড়ে আলোচনার পথে এগোনোই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত।

কূটনীতির মূল কথা হল, প্রতিপক্ষকে এমন একটি অবস্থানে নিয়ে আসা, যেখানে সমঝোতা তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে ঠিক সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে ওয়াশিংটন ও তেহরান। এখন দেখার, তারা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে কি না।

আদানি গোষ্ঠীর স্বস্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে গৌতম আদানি ও তাঁর ভাইপো সাগর আদানির বিরুদ্ধে আনা সব ফৌজদারি অভিযোগ স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার হওয়া নিঃসন্দেহে আদানি গোষ্ঠীর জন্য বড় স্বস্তির খবর। গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পরিসরে ভারতীয় কর্পোরেট জগতকে ঘিরে যত বিতর্ক ও নজরদারি তৈরি হয়েছিল, এই ঘটনাটি তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি নির্দেশ করে। তবে এই সমাপ্তি যেমন স্বস্তি নিয়ে আসে, তেমনই কিছু মৌলিক প্রশ্নও উত্থাপন করে— বিশেষ করে স্বচ্ছতা, কর্পোরেট শাসনব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর কার্যকারিতা নিয়ে।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ যে অভিযোগগুলি এনেছিল, তার মূল ছিল— ভারতে নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে সুবিধা পেতে ঘুষ দেওয়া এবং মার্কিন বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করা। আদানি গোষ্ঠী শুরু থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। শেষ পর্যন্ত মামলাটি নিষ্পত্তি হল এমন এক পথে, যেখানে না অভিযোগ স্বীকার করা হয়েছে, না তা সরাসরি খারিজ করা হয়েছে। এই ধরনের সমঝোতা যুক্তরাষ্ট্রে অস্বাভাবিক নয়; দীর্ঘ আইনি লড়াই এড়াতে অনেক সংস্থা এই পথ বেছে নেয়। কিন্তু সমস্যাটি অন্য জায়গায়— এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃত সত্যটি অন্ধকারেই থেকে যায়।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আদানি গোষ্ঠী আদৌ কোনো অনিয়ম করেছিল কি না, নাকি এই মামলা ছিল কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির একটি উপায়? এই প্রশ্নের উত্তর আজ আর জানা সম্ভব নয়। অথচ সুস্থ কর্পোরেট পরিবেশে স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগকারী, শেয়ারহোল্ডার এবং সাধারণ মানুষের কাছে একটি সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকাংশেই নির্ভর করে এই স্বচ্ছতার উপর। সেই দিক থেকে দেখলে, এই ধরনের 'সমঝোতা' দীর্ঘমেয়াদে একটি অস্বস্তিকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

তবে বাস্তবের আরেকটি দিকও আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করা বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির জন্য আইনি ঝুঁকি একটি বড় বিষয়। বিশেষ করে যখন মার্কিন বিনিয়োগ বা ডলারভিত্তিক লেনদেন জড়িত থাকে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর আওতায় পড়া প্রায় অনিবার্য। এই পরিস্থিতিতে অভিযোগ প্রত্যাহার হওয়া মানে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কিছুটা আস্থা ফিরে আসা। গত কয়েক বছরে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা কিছুটা হলেও কমবে বলে মনে করা যায়।

কিন্তু এখানেই আরেকটি বড় প্রশ্ন সামনে আসে— ভারতীয় সংস্থাগুলি কি আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপের মুখে পড়ছে? যদি কোনো সংস্থার সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের সুসম্পর্ক না থাকে, তবে কি তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ঝুঁকি বেড়ে যায়? এই আশঙ্কা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতি আজ গভীরভাবে জড়িত। ফলে আইনি প্রক্রিয়াও অনেক সময় বৃহত্তর কৌশলগত স্বার্থের অংশ হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারত সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে বিনিয়োগ করা বা আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করা ভারতীয় সংস্থাগুলিকে রক্ষা করার জন্য একটি সুস্পষ্ট কূটনৈতিক ও আইনি কৌশল থাকা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি কাঠামো তৈরি করা দরকার, যাতে অযৌক্তিক অভিযোগের কারণে সংস্থাগুলিকে অকারণে হয়রানির শিকার হতে না হয়। একই সঙ্গে, ভারতীয় সংস্থাগুলিরও উচিত নিজেদের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা, যাতে কোনো অভিযোগের সুযোগই না থাকে।

সুতরাং বলা যায়, আদানি মামলার নিষ্পত্তি যেমন একটি অধ্যায়ের শেষ, তেমনই এটি একটি সতর্কবার্তাও। আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করতে গেলে শুধু ব্যবসায়িক দক্ষতা নয়, আইনি ও নৈতিক দৃঢ়তাও সমানভাবে জরুরি। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং সুস্থ কর্পোরেট সংস্কৃতি— এই তিনটি স্তম্ভের উপরই ভবিষ্যতের সাফল্য নির্ভর করবে। অন্যথায়, সাময়িক স্বস্তি মিললেও দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট থেকেই যাবে।

ভারত-ইতালি সম্পর্ক: এক নতুন কৌশলগত অধ্যায়

সৈয়দ হাসমত জালাল

বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান সময়টিকে যদি একটি সন্ধিক্ষণ বলা হয়, তবে তা অত্যুক্তি হবে না। আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্য বদলাচ্ছে, অর্থনীতির কেন্দ্র স্থানান্তরিত হচ্ছে, প্রযুক্তি নতুন করে ক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করছে। এই পরিবর্তনের আবহে ভারত ও ইতালির সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে— শুধু কূটনৈতিক সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়ে তা এখন এক সুসংহত কৌশলগত অংশীদারিত্বে রূপ নিয়েছে। এই অংশীদারিত্বের ভিত গড়ে উঠেছে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

ভারত ও ইতালির সম্পর্কের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সংলাপ— সব মিলিয়ে এক নতুন আস্থা তৈরি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। এই আস্থা কেবল বর্তমানের স্বার্থে নয়, বরং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকেও সামনে রেখে গড়ে উঠছে।

এই অংশীদারিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, দুই দেশ শক্তির ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে। ইতালি তার উন্নত শিল্প কাঠামো, ডিজাইন দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাত। অন্যদিকে, ভারত দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, বিপুল জনসংখ্যার কর্মক্ষমতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এই দুই ভিন্ন শক্তির সংমিশ্রণ কেবল বাণিজ্যিক সহযোগিতায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এক ধরনের যৌথ সৃষ্টি, যেখানে পারস্পরিক শক্তি একে অপরকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

এই সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে। ইতিমধ্যেই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগামী কয়েক বছরে তা আরও বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, পরিষ্কার শক্তি, যন্ত্রাংশ উৎপাদন, ওষুধশিল্প, বস্ত্র, কৃষিপণ্য ও পর্যটন— এই সমস্ত ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা রয়েছে যৌথ উদ্যোগের।

'মেড ইন ইতালি' এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'— এই দুই ধারণার মধ্যে এক স্বাভাবিক সাযুজ্য তৈরি হয়েছে। ইতালির সূক্ষ্ম কারিগরি দক্ষতা ও নান্দনিকতা যখন ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা ও বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এক শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে। ইতিমধ্যেই দুই দেশের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি কোম্পানি একে অপরের দেশে কাজ করছে, যাকে ভবিষ্যতের গভীরতর অর্থনৈতিক একীকরণের ইঙ্গিত বলে মনে করা যেতে পারে।

আজকের বিশ্বে ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে প্রযুক্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ডিজিটাল পরিকাঠামো, সাইবার নিরাপত্তা— এই সমস্ত ক্ষেত্রে ভারত ও ইতালির সহযোগিতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার আজ বহু উন্নয়নশীল দেশের কাছে একটি মডেল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, ইতালি গুরুত্ব দেয় প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার এবং মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা উঠে আসে, তা হলো— প্রযুক্তি মানুষের জন্য, মানুষের বিকল্প নয়।

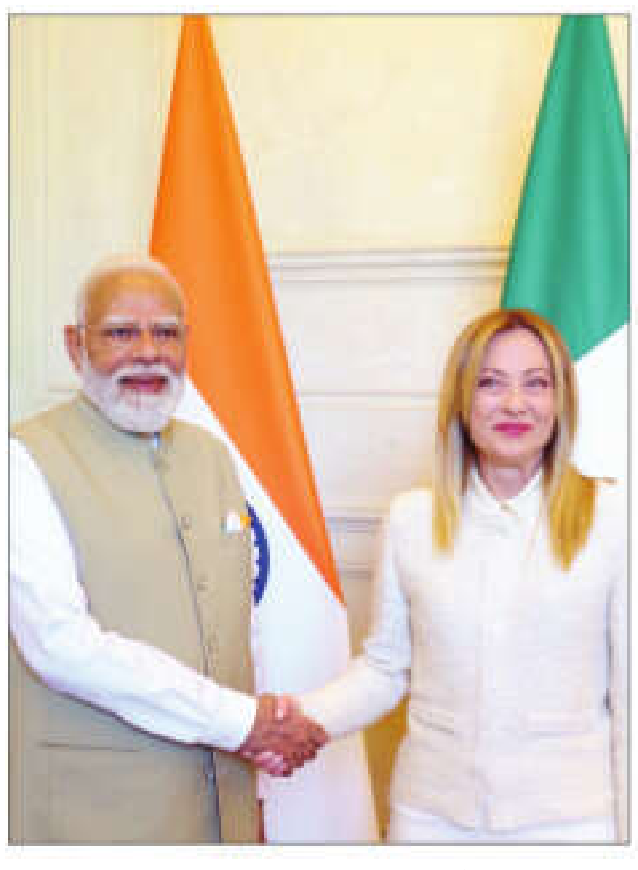

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে দুই দেশের যে যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এআই-কে কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে নয়, বরং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যম হিসেবে দেখা হচ্ছে। বহুভাষিক প্রযুক্তি, সহজলভ্য ডিজিটাল পরিষেবা এবং মানবিক মূল্যবোধের সুরক্ষা— এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে এআই ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে প্রযুক্তির ব্যবধান কমানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

মহাকাশ গবেষণাও দুই দেশের সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। ভারতের সাশ্রয়ী ও কার্যকর মহাকাশ কর্মসূচি এবং ইতালির উন্নত এয়ারোস্পেস প্রযুক্তি একসঙ্গে নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে পারে। উপগ্রহ প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা এবং ভবিষ্যতের মহাকাশ মিশনে যৌথ উদ্যোগ বিশ্ব রাজনীতিতেও একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতাও এই সম্পর্কের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ, মানব পাচার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করতে চায়। এছাড়া, সমুদ্রপথের নিরাপত্তা— বিশেষ করে ভারত মহাসাগর এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে— এই সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কারণ এই সমুদ্রপথগুলিই আজকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রাণরেখা।

শক্তি বা এনার্জি সহযোগিতা এই অংশীদারিত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বিশ্ব যখন ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে এগোচ্ছে, তখন ভারত ও ইতালি যৌথভাবে এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে চায়। সৌরশক্তি, সবুজ হাইড্রোজেন, স্মার্ট গ্রিড— এই সমস্ত ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা ভবিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে। ভারত যেখানে সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদনে একটি বড় কেন্দ্র হয়ে উঠতে চায়, ইতালি সেখানে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও ইউরোপীয় বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

এই সম্পর্কের একটি নতুন দিক হল 'ইন্দো-মেডিটেরানিয়ান' ধারণা। এতদিন ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরকে আলাদা ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চল হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে এই দুই অঞ্চল ক্রমশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উঠছে— বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি এবং তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যমে। এই নতুন সংযোগের কেন্দ্রেই রয়েছে ভারত ও ইতালির অংশীদারিত্ব।

ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (IMEC) এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি বাস্তব রূপ। এই করিডোরের মাধ্যমে পরিবহন, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, জ্বালানি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলা— সব ক্ষেত্রেই একটি নতুন সংযোগ তৈরি হতে পারে। এতে শুধু বাণিজ্যই বাড়বে না, বরং কৌশলগত দিক থেকেও এই অঞ্চলগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

তবে এই সম্পর্কের সবচেয়ে গভীর দিকটি হয়তো অর্থনীতি বা প্রযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি মূলত একটি সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক সংযুক্তি। ভারতের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অর্থাৎ বিশ্ব এক পরিবার, এই ধারণা এবং ইতালির রেনেসাঁস-উদ্ভূত মানবতাবাদী দর্শন একে অপরের সঙ্গে এক স্বাভাবিক মিল খুঁজে পায়। উভয় দেশই বিশ্বাস করে যে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে মানুষকে— তার মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং সৃজনশীলতাকে।

আজকের বিশ্বে যেখানে প্রযুক্তি প্রায়শই মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে, সেখানে এই মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি যেন মানুষের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ না করে, বরং তাকে শক্তিশালী করে— এই লক্ষ্যেই ভারত ও ইতালি একসঙ্গে কাজ করতে চায়।

সব মিলিয়ে, ভারত ও ইতালির এই নতুন কৌশলগত অংশীদারিত্ব কেবল দুই দেশের সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় নয়; এটি এক বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। ইন্দো-মেডিটেরানিয়ান অঞ্চলের উত্থান, প্রযুক্তির মানবিক ব্যবহার, অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন মডেল— এই সবকিছুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ।

এই অংশীদারিত্ব সফল হলে, তা শুধু ভারত ও ইতালির জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করবে যে— সহযোগিতা, পারস্পরিক সম্মান এবং মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্কই আগামী দিনের বিশ্বকে আরও স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ এবং ন্যায়সঙ্গত করে তুলতে পারে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় কে নেবে?

শোভনলাল চক্রবর্তী

ডাক্তারি পড়ার সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট-ইউজি ২০২৬)-র প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ঘিরে গোটা দেশে তোলপাড় হচ্ছে। গত ৩ মে নিট-ইউজি পরীক্ষা হয়। কিন্তু তার পরই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওই পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের নেপথ্যে একটি অত্যন্ত সংগঠিত চক্র রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই চক্র কীভাবে কাজ চালাত, কারা জড়িত সেই চক্রে— তা এখনও তদন্তসাপেক্ষ।মোদী জমানায় গত এক দশকে প্রায় ১০০ বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং ৫০ বার নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এ বারের ফাঁসের ঘটনায় ২০ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এ বারের নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের নেপথ্যেও যে একটি অত্যন্ত সংগঠিত চক্র রয়েছে, ইতিমধ্যে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, রাজস্থান, হরিয়ানা, কেরল, জম্মু-কাশ্মীর, তেলঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রশ্নপত্র। তবে তদন্তকারীদের সন্দেহ, দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যেও এই চক্র কাজ করেছে। প্রশ্নপত্র ওই রাজ্যগুলিতেও পৌঁছেছে।

কীভাবে এবং কোথা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, তার একটা হদিস মিলেছে বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই এই দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। তবে তদন্তকারী একটি সূত্রের দাবি, প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এই চক্রের সদস্যেরা মহারাষ্ট্রের নাসিকে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের একটি কপি পাঠানো হয় হরিয়ানায়। সেখানে পাঁচটি আলাদা আলাদা প্রশ্নের সেট তৈরি করা হয়। এক একটি সেটে ১০টি করে প্রশ্নপত্র ছিল। সেই সেট পৌঁছোয় রাজস্থানের জয়পুর, সেখান থেকে জমবারামগড় এবং তারপর ওই রাজ্যেরই সিকরে। এর পর সেই প্রশ্নপত্রের সেট আলাদা আলাদা ভাবে পৌঁছে গিয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, তেলঙ্গানা, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি এবং বিহারেও। তদন্তকারী সূত্রে খবর, রাজস্থান পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ইতিমধ্যেই ১৫ জনকে আটক করেছে। শুধু তা-ই নয়, এই দুর্নীতির শিকড় কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারী সূত্রে খবর, পরীক্ষার আগে থেকেই বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে প্রশ্নপত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করা হয়।ওই রাজ্যের সিকর জেলা থেকে এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে। অন্য দিকে, জয়পুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে মণীশ নামে এক ব্যক্তিকে। সন্দেহ করা হচ্ছে, তিনি এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের 'মূলচক্রী'। ২০২৪-এও নিট পিজি-র পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছিল নির্ধারিত সময়ের মাত্র একদিন আগে। কারণ, সে বারও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল। মিলেছিল কিছু প্রমাণও। সে বার অ্যাডমিট কার্ডও হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন পরীক্ষার্থীরা। সব স্থির থাকলেও শেষপর্যন্ত মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে পরীক্ষা স্থগিত করে দেন কর্তৃপক্ষ। তাঁরা মনে করেছিলেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। বার বার সর্বভারতীয় স্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষা এমন বিঘ্ন ঘটনায় কেন্দ্রকে বিঁধতে শুরু করেছে বিরোধী দলগুলিও। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি উদাসিনতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলছে তারা। একই সঙ্গে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজনে বার বার কেন 'ত্রুটি' হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন বিরোধীদের।

পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করেছেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ''প্রধানমন্ত্রীর তথাকথিত 'অমৃত কাল' দেশের জন্য 'বিষ কাল'-এ পরিণত হয়েছে।'' এই বিষয়টিকে শুধুমাত্র একটি ব্যর্থতা হিসাবে দেখতে নারাজ রাহুল। তাঁর অভিযোগ, এটি দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যতের প্রতি একটি অপরাধ। রাহুল লেখেন, 'বার বার 'প্রশ্নপত্র মাফিয়ারা' পার পেয়ে যান। আর ফল ভুগতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। এখনও লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াকে ফের সেই একই মানসিক চাপ, আর্থিক বোঝা এবং অনিশ্চয়তা সহ্য করতে হবে।'

কোনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের চক্রে ১০০ কোটি টাকারও বেশি লেনদেনের সম্ভাবনা থাকে। গোটা কাজটি হয় অত্যন্ত সংগঠিত উপায়ে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তরে বিক্রি হয় প্রশ্নপত্র। সরাসরি পড়ুয়াদের কাছে বিক্রি হয় না এগুলি। প্রশ্নপত্র বিক্রির জন্য থাকে পৃথক 'পাইকারি' এবং 'খুচরো' বাজার। বিভিন্ন সূত্রের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই জানাচ্ছে তদন্তকারীরা। প্রশ্নফাঁসের এই ধরনের চক্রগুলিতে বিভিন্ন স্তর থাকে। সেই স্তরের গঠন অনেকটা পিরামিডের মতো। চক্রগুলির মাথায় বসে থাকে 'সলভার গ্যাং'-এর মাথা। প্রশ্নপত্রের ছাপাখানা বা যে গাড়িতে করে প্রশ্নপত্র সরবরাহ হয়— বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই সব জায়গায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যোগ থাকে এই 'মাথা'র। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রটি এই চক্রের 'মাথা'দের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা সরাসরি এই প্রশ্নপত্র পড়ুয়াদের কাছে বিক্রি করেন না। প্রথমে তা বিক্রি হয় 'পাইকারি' বাজারে। প্রশ্নফাঁস চক্রের পিরামিডে 'মাথা'র নীচেই থাকেন এলাকাভিত্তিক কয়েকজন 'কিংপিন'। চক্রের মাথা প্রশ্নপত্রটি প্রথমে বিক্রি করেন ওই এলাকাভিত্তিক 'কিংপিনদের' কাছে।

তদন্তকারীদের মতে, এ বারের নিট পরীক্ষার ক্ষেত্রে চক্রের 'মাথা' ১৮০টি প্রশ্নের সেট বিক্রি করেছিলেন বলে অনুমান। তার বিনিময়ে তিনি ৫-১০ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। গা ঢাকা দেওয়ার সুযোগও সবচেয়ে বেশি থাকে এই 'মাথা'দের। অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম ওএমআর শিট পূরণ হওয়ার আগেই বিভিন্ন ভুয়ো অ্যাকাউন্ট এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির আড়ালে লুকিয়ে যান মাথারা। এদের মূল লক্ষ্য থাকে 'পাইকারি' বাজার থেকে টাকা কামিয়ে নেওয়া। এর পরে সেগুলি এলাকাভিত্তিক দালালদের কাছ থেকে কী ভাবে বিক্রি হচ্ছে, তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা থাকে না এই মাথাদের।

এর পরে পিরামিডের দ্বিতীয় স্তরে থাকেন এলাকাভিত্তিক কিছু 'কিংপিন' বা দালালেরা। এই দালালেরা মূলত কোটা, সিকার বা পাটনার (যে শহরগুলিতে প্রচুর কোচিং সেন্টার রয়েছে) মতো শহরগুলিতে লুকিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কোনও ছোট কোচিং সেন্টার বা হোস্টেলের মালিকেরা এই ধরনের চক্রে দালালের ভূমিকায় থাকেন। পরীক্ষার ৪৮-৭২ ঘণ্টা আগে এই দালালেরা নিজেদের 'প্রিমিয়াম গ্রাহকদের' সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তদন্তকারীরা জানাচ্ছে, পরীক্ষার্থীপিছু ১৫-৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চাওয়া হয় এর জন্য। কোনও দালাল মূল মাথার কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকায় প্রশ্নপত্র কিনলে, তিনি এই পর্যায়ে এসে প্রচুর লাভ করে ফেলেন। মাত্র ১০টি ধনী পরিবারের কাছে এই প্রশ্নপত্র বিক্রি করতে পারলেই তাঁর ৫০০ শতাংশ লাভ হয়ে যায়।

প্রশ্নফাঁস চক্রের তৃতীয় স্তরে থাকে স্থানীয় কিছু সহযোগী এবং 'সলভার' (যাঁরা প্রশ্নপত্রের প্রেক্ষিতে উত্তরপত্র তৈরি করে দেন)। সাধারণত কোনও ডাক্তারি পড়ুয়া বা কোনও মেধাবী পড়ুয়াদের দেখা যায় এই স্তরে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রটি দ্রুত সমাধান করার জন্য তাঁদের ২-৫ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তার পরে সেই উত্তরপত্র বিলি করা হয়। এরপরে একেবারে নিচুতলায় থাকে আরও এক ধরনের দালালেরা। এই দালালেরা মূলত 'ডেলিভারি এজেন্ট' হিসাবে কাজ করে।

পরীক্ষার সময় যত এগিয়ে আসে প্রশ্নপত্রের দামও কমতে থাকে। পরীক্ষার আগের রাতে টেলিগ্রাম বা অন্য কোনও অনলাইন মাধ্যমে মাত্র ২৫-৫০ হাজার টাকাতেও বিক্রি হতে পারে এই ধরনের ফাঁস হওয়া প্রশ্ন। এই গোটা প্রক্রিয়ায় প্রশ্নফাঁসের চক্রের মাথা থেকে নিচুতলা পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকা লেনদেন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস যেন এখন দস্তুরে পরিণত হয়েছে। এসএসসি, গেট, পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সাম্প্রতিক অতীতে ফাঁস হয়েছে। এর ফলে ছাত্র ছাত্রীদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। এই প্রয়াস উদ্দেশ্য প্রণোদিত কিনা তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।গোটা পরীক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে,পেছনের দরজা দিয়ে শিক্ষার ব্যাপক বেসরকারিকরণ এর উদ্দেশ্য নয় তো? প্রশ্নটা উঠছে।

সবিনয় নিবেদন

অপচয় রোধ

সঞ্চয়ী হও, এই বিষয়টা জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুনে-শুনে তা ঢুকে গেছে মগজে। কিন্তু এরপর ভাবতে হবে আগামীর কথা। যেহেতু সঞ্চয় শব্দটা জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তাই বোধহয় বলতে শোনা যায় 'আজকের সঞ্চয় আগামীর ভবিষ্যৎ'। পাশাপাশি অপচয় বা অপ্রয়োজনীয় শব্দের সঙ্গেও আমরা সকলেই পরিচিত, আর সেটাই আমাদের ভাবায়। অজান্তে কখনও কখনও জেনে বুঝেও অপচয় হতে দেখা যায়, বা হতে দেখেও চুপ থাকা। দেখা যায় খোলা কল থেকে পড়ে যাচ্ছে জল, তেমনই খোলা কলে বালতি বসানো আছে ঠিকই কিন্তু তা বহুক্ষণ আগেই ভর্তি হয়ে উপচে পড়ে চলেছে জল। রাস্তার পাশে লাইট পোস্টে আলো জ্বলতে দেখা যায় দিনের আলোতেও। সিলিং ফ্যানের তলায় কেউ নেই অথচ ফ্যানটা তার গতিতে ঘুরে চলেছে।

এ ছবি প্রায় সকলের কাছেই পরিচিত। তেমনি খাদ্যের অপচয়, প্রায় প্রতিটা বাড়িতেই প্রতিদিন অল্পস্বল্প কিছু খাবার নষ্ট হয়। হোটেল-রেস্টুরেন্টেও দেখা যায় কেউ খাবার অর্ডার করেছেন কিন্তু যেকোনোও কারণেই হোক, হতে পারে রান্না ভালো লাগেনি, বা ওই পরিমাণ খাবার খেতে না পারা। কারণ যাই হোক, প্লেটের অবশিষ্ট এঁটো খাবার কিন্তু যায় ডাস্টবিনে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান যেখানে হরেক খাবারের বিপুল আয়োজন হয়, খাওয়া দাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া খাবার তো নষ্টই হয়। ক'জন আছেন যাঁরা ওইসমস্ত বেঁচে যাওয়া খাবার ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

এছাড়া অপচয়ের নানা দিক লক্ষনীয়— অনেকেই আছেন কারণ ছাড়াই বাইক বা গাড়ির জ্বালানি পুড়িয়ে বেরিয়ে পড়েন। এছাড়া বাজারে অবিক্রিত ফল সব্জিও ফেলা যায়। কাজেই অপচয়টা চলেই। বহু ক্ষেত্রেই সচেতনতার অভাব, ভাবনায় গভীরতা না থাকার কারণে। পাশাপাশি বলা হচ্ছে সরকারি ব্যায় নিয়ন্ত্রণের কথা, অপ্রয়োজনীয় খরচ রোধ করার কথা।

লক্ষ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। বাড়িতে যেভাবে মেপে-বুঝে খরচ করা হয়, সেভাবে যদি বাইরের পরিধিটাকেও ভাবা হয় তাহলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সেই পরিধিটা ও বাড়ি হয়ে উঠতে পারে ।

সনৎ ঘোষ
বাগনান-৭১১৩০৩

পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন - ১৯৫০

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ 'পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৫০' প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। এতে রাজ্য রাজনীতিতে যেমন বিতর্ক তৈরি হয়েছে তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বিশেষ করে ধর্মীয় বলি, খোলা জায়গায় পশু জবাই এবং প্রশাসনিক অনুমতির বিষয়টি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। পূর্বোক্ত আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল— কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পশুকে রক্ষা করা, দুধ উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা এবং অপ্রয়োজনে পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ করা। কারণ কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে গরু-মোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং তাকে রক্ষা করতেই এই আইন আনা হয়েছিল।

আইনে বলা হয়েছে, পশু জবাই করতে হলে প্রশাসনের কাছ থেকে এবং উদ্দিষ্ট পশুটি— কৃষিকাজে, প্রজননে এবং দুধ উৎপাদনে অনুপযুক্ত— এই মর্মে সরকারি পশু চিকিৎসকের কাছ থেকেও সার্টিফিকেট নিতে হবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও প্রশাসনিক নিয়ম মানতে হবে। খোলা রাস্তায় বা জনবহুল স্থানে নয়, কসাইখানা বা নির্দিষ্ট স্থানে পশু বলি করা যাবে।

তবে এই নির্দেশিকাকে ঘিরে একদল মনে করছেন প্রকাশ্যে পশু জবাই— পরিবেশ দূষণ, দুর্গন্ধ, শিশু মনে আতঙ্ক এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির প্রশ্নে প্রশাসনের কড়াকড়ি যুক্তিযুক্ত। অন্যদিকে বিরোধীদের একাংশ এবং কিছু ধর্মীয় সংগঠনের মতে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক রীতিনীতির বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। বিশেষ করে ধর্মীয় বলির ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা নমনীয় হওয়া দরকার।

এ প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট অতীতে বলেছে, জনস্বার্থ, স্বাস্থ্য এবং কৃষি অর্থনীতির স্বার্থে পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের আইন করার অধিকার আছে এবং আদালত এও জানিয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অবাধ নয়। জনশৃঙ্খলা ও আইনের সীমার মধ্যেই তা পালন করতে হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, এই আইন নতুন কোনও আইন নয়, তবে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে অর্থাৎ একদিকে পশু সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধির প্রশ্ন, অন্যদিকে ধর্মীয় রীতি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়— এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।

দুর্গাপদ মাসান্ত
মেচেদা, পূর্ব মেদিনীপুর

ইতিবাচক প্রত্যাশা

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর যে কর্মমুখী প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বর্তমানে তাঁকে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে এগোতে দেখা যাচ্ছে। তিনি সমাজে কোনওরকম বৈষম্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে বাংলার সর্বস্তরে এক ধরনের সমতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বলেই মনে হচ্ছে। সমাজে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান নানা অসঙ্গতি ও অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

নতুন সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও নারীদের উপর অত্যাচারের ঘটনাগুলি তদন্তের জন্য দুটি বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে সেই সব কর্তৃপক্ষের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা পৌঁছবে, যাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র আর্থিক মুনাফা অর্জনের ব্যবসায়িক ক্ষেত্র হিসেবে পরিচালনা করছেন।

মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসযাত্রার ঘোষণা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর ফলে অসংখ্য মহিলা যাত্রী আর্থিক স্বস্তি পাবেন এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে ওবিসি জাতিগত শংসাপত্র পুনর্বিবেচনার সরকারি উদ্যোগও জনমনে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষ আশা করছেন, এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে এবং প্রকৃত প্রাপকেরাই সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন।

সব মিলিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি যথাযথ ও সময়োপযোগী বলেই মনে হচ্ছে। পরিবর্তন হয়তো সময়ের দাবি ছিল, আর বাংলার মানুষ এখন অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে আরও সুস্থ ও ইতিবাচক পরিবেশের প্রত্যাশায় দিন গুনছেন।

মানস মুখোপাধ্যায়
চুঁচুড়া, হুগলি

সম্পাদকীয় পাতায় নিবন্ধ ও 'সবিনয় নিবেদন'-এ চিঠি পাঠানোর
ইমেল: dainikstatesman1890@gmail.com।
নিবন্ধ ৮০০ থেকে ৯০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।
নিবন্ধ ও পত্রলেখকের ঠিকানা ও ফোন নম্বর থাকা বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

রেড রোডে ইদের নমাজ বন্ধ করতে পারে নবান্ন

বিকল্প হিসেবে ভাবনায় ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি— রেড রোড চত্বরে ইদের নমাজ বহু বছর ধরেই কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে পরিচিত। যদিও এই প্রথার সূচনা কবে হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে গত তৃণমূল আমলে এই অনুষ্ঠান বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি বছর ইদের সকালে রেড রোডের নমাজের মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

তবে ২০২৬ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে বলেই জল্পনা। সূত্রের খবর, এবার রেড রোডে ইদের নমাজের অনুমতি নাও দিতে পারে সেনাবাহিনী। কারণ, ওই এলাকার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ফোর্ট উইলিয়ামের হাতে এবং বড় কোনও অনুষ্ঠানের জন্য তাদের অনুমতি বাধ্যতামূলক।

সেনা সূত্রে দাবি, এই সিদ্ধান্ত নতুন নয়। গত বছরই আয়োজক খিলাফত কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে নিরাপত্তাজনিত কারণে ভবিষ্যতে রেড রোডে নমাজ আয়োজন সম্ভব নাও হতে পারে। তবে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে শেষবারের মতো অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

এবার রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশু বলি-সহ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই আবহেই রেড রোডে নমাজ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ঘিরে জোর রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের কথা। ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসন এবং সেনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। আয়োজকদেরও সম্ভাব্য বিকল্প নিয়ে আগাম বার্তা দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের একাংশের মতে, ব্রিগেডে এর আগেও একাধিক বৃহৎ ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সফলভাবে হয়েছে। ফলে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করলে ব্রিগেডই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত বিকল্প হতে পারে। এখন নজর সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে। কারণ রেড রোডে ইদের নমাজ শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, দীর্ঘদিন ধরেই তা কলকাতার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন রাজদীপ

একের পৃষ্ঠার পর

রাজদীপ মজুমদার এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের ডেপুটি সলিসিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও, তিনি ইডি ও সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হয়ে আদালতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সওয়াল করেছেন। দীর্ঘ আইনি অভিজ্ঞতা ও উচ্চ আদালতে কাজের দক্ষতার জন্য আইনমহলে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। এবার তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষে আদালতে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সাধারণত সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক নীতির পাশাপাশি আইনি অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন আসে। আদালতে বিচারাধীন বিভিন্ন মামলায় নতুন সরকারের নিজস্ব অবস্থান ও নীতি প্রতিফলিত হতে পারে। সেই কারণেই অলিখিত প্রথা অনুযায়ী সরকার পরিবর্তনের পর অনেক সময় অ্যাডভোকেট জেনারেলরা পদত্যাগ করেন। সেই নিয়ম মেনেই আগেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কিশোর দত্ত।

মোদী-মেলোনির

একের পৃষ্ঠার পর

ইতালিতে যোগব্যায়াম, আয়ুর্বেদ ও ভারতীয় খাবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'মেলোডি' টফি উপহার দেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে। অন্যদিকে তিনি মোদীকে বারাণসীর ঘাটের চিত্রকর্ম উপহার দেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘোষণা করেন, আগামী বছর ভারত-ইতালি সম্পর্কের ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'ইয়ার অফ কালচার' উদযাপন করা হবে। একই সঙ্গে জর্জিয়া মেলোনিকে ভারতে আসার আমন্ত্রণও জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

টেন্ডার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
Asansol
Notice Inviting Tender
Tender Notice No. NIT No. 01 of 2026-2027 Memo No. PSBZP / NIT / 1681 / 1(49) / PSBZP dated 19-05-2026 Please visit to the website: www.wbtenders.gov.in for details. Intending contractors may also contact Engineering Dept. of this office and office notice board.
Sd/-
District Engineer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad

খড়গপুর ডিভিশনে বিবিধ স্থায়ী সেবা ও পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগার চুক্তির জন্য ই-নিলাম নোটিশ
ই-নিলাম নোটিশ নম্বর: কেজিপি/পিএনইউ-এমএসএস/২০২৬/৬ তারিখ: ১৯.০৫.২০২৬
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, সিনিয়র বিভাগীয় বাণিজ্যিক ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিতের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করছেন: ● দিঘায় এসি পেইড লাউঞ্জ ও ক্লোক রুম ব্যবস্থাপনা এবং শালিমার রেলওয়ে স্টেশনের এস অ্যান্ড টি সার্ভার রুম ও বিদ্যমান এসি ওয়েটিং হলের মধ্যবর্তী গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসি ওয়েটিং হলের ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: পিএনইউ-কেজিপি-এসিডব্লিউআরএল-২, নিলামের তারিখ:** ০৪.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে সকাল ১১:০০ ও ১১:৪০ টায়। ● খড়গপুর ও বালেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে দুই চাকার যানবাহন ও অন্যান্য পার্সেল/প্যাকেজ প্যাকিং চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: এমএসএস-কেজিপি-টিডব্লিউএনওপি-৫, নিলামের তারিখ:** ০৫.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে সকাল ১১:০০ ও ১১:৪০ টায়। ● খড়গপুরের পিএফ নম্বর ১ ও ২-এ, বারিপদায় নতুন স্টেশন ভবনে, সাঁতরাগাছিতে উত্তর দিকের পুরনো বুকিং অফিসের নিকটে ও উত্তর দিকের পার্কিংয়ের নিকটে, সাঁতরাগাছিতে নতুন স্টেশন ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (হাওড়া প্রান্তের দিকে) এফওবি ল্যান্ডিং ও সাবওয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, সাঁতরাগাছিতে প্ল্যাটফর্ম ৬/৭-এ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগার ব্লক-১ (ওএইচই মাস্ট নম্বর ৭/৩৮এ-এর নিকটে) ও ব্লক-১১ (ওএইচই মাস্ট নম্বর ৭/৩৪বি-এর নিকটে), খড়গপুরে দক্ষিণ দিকের বুকিং অফিসের নিকটে এবং শালিমার রেলওয়ে স্টেশনের গঙ্গা প্রান্তের দিকে পিএফ নম্বর ০১-এ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ শৌচাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: পিএনইউটিওআই-কেজিপি২৬-৪, নিলামের তারিখ:** ০৫.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১২:৩০ ও ১৪:০০ টায়। ●সাঁতরাগাছি নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের ১ম তলায়, শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এবং খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ নম্বর ৩/৪-এ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে সেলুন সেবা স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: এমএসএস-কেজিপি-সেলুন-৭, নিলামের তারিখ:** ০৮.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১১:০০ ও ১১:৫০ টায়। ● পাঁশকুড়ার পিএফ-৩/৪-এ ও মেচেদা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-৩/৪-এ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে রিল্যাক্সেশন চেয়ার স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: এমএসএস-কেজিপি-আরএক্সসিএইচএ-৬, নিলামের তারিখ:** ০৯.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১১:০০ ও ১১:৪০ টায়। ● মেচেদার পিএফ-১/২-এ, জলেশ্বরের পিএফ-১/৩-এ, দিঘা রেলওয়ে স্টেশন বিল্ডিংয়ের পাশে, সাঁতরাগাছিতে নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, পাঁশকুড়ার পিএফ-৫/৬-এ ও শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে মোবাইল ও আনুষঙ্গিক পণ্যের কিওস্ক স্থাপন ও পরিচালনা চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: এমএসএস-কেজিপি-এমওবিএল-৬, নিলামের তারিখ:** ১০.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১১:০০ ও ১২:২০ টায়। ● পাঁশকুড়ার পিএফ-৫/৬-এ ও মেচেদা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-৩/৪-এ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে পূজা সামগ্রী কিওস্ক স্থাপন ও পরিচালনা চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: এমএসএস-কেজিপি-পূজা-৬, নিলামের তারিখ:** ১১.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে সকাল ১১:০০ ও ১১:৪০ ঘটিকায়। ● সাঁতরাগাছি নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, পাঁশকুড়া রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-৩/৪-এ ও শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে প্রমোশনাল কিওস্ক স্থাপন ও পরিচালনা চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: এমএসএস-কেজিপি-পিআরওএম -৬, নিলামের তারিখ:** ১২.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১১:০০ ও ১১:৫০ টায়। ● শালিমার ও সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল রুম (ইএমআর) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: এমএসএস-কেজিপি-ইএমআর-১, নিলামের তারিখ:** ১৫.০৬.২০২৬, **নিলাম শুরু/বন্ধের সময়:** যথাক্রমে ১১:০০ ও ১১:৪০ টায়। এগুলি **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ ও ঠিকাদারদের এটি নোট করতে এবং ই-নিলাম নোটিশ সম্পর্কিত বিস্তারিত ও সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। যেকোনো জিজ্ঞাসা/স্পষ্টীকরণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
(PR-199) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কেজিপি
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় বিচার শুরুর পথে নতুন জট

ফের হাইকোর্টে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি— এসএসসি গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছলেও বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হয়েছে। নিম্ন আদালতের অনুমতি না মেলায় মামলার যৌথ শুনানি শুরু করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে মোট চারটি পৃথক এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, মামলাগুলির অভিযোগ ও অপরাধের যোগসূত্র একই হওয়ায় সবকটি মামলাকে একত্রিত বা 'ক্লাব' করে যৌথভাবে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

কিন্তু অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ সিবিআই আদালত এখনও যৌথ শুনানির অনুমতি দিচ্ছে না। এর ফলে বিচার প্রক্রিয়া কার্যত আটকে রয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। সিবিআইয়ের বক্তব্য, এই বিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বহু যোগ্য চাকরিপ্রার্থী।

এর মধ্যেই সম্প্রতি একাধিক মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন শিক্ষা আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অনুমোদনের পর স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে 'স্যাঙ্কশান ফর প্রসিকিউশন'-এর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়।

আইন অনুযায়ী, সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে বা বিচার শুরু করতে সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিন সেই অনুমোদন আটকে থাকায় তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হচ্ছিল। এবার চারটি পৃথক মামলায় সেই প্রশাসনিক বাধা কাটলেও নিম্ন আদালতের অনুমতি না মেলায় নতুন করে আইনি জট তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন জানিয়েই হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছে সিবিআই।

পুলিশ কর্মীদের হাতে গরম থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ সরঞ্জাম তুলে দিচ্ছেন সিপি অজয় নন্দা।

বালিখাদানে বুলডোজার অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া, ২০ মে— বাঁকুড়ার ছাতনা এলাকায় অবৈধ বালিখাদানের বিরুদ্ধে বড় অভিযান চালাল প্রশাসন। বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বালি কারবারিদের অস্থায়ী অফিসঘর। পাশাপাশি খাদান থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একাধিক পে-লোডার, ট্র্যাক্টর, বাইক, ল্যাপটপ এবং নগদ টাকা। ছাতনা থানার অন্তর্গত কাঁকি গ্রাম সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর ও ডাংরা নদীর মিলনস্থলে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন ও পাচারের অভিযোগ উঠছিল। স্থানীয়দের দাবি, পে-লোডার ও ট্র্যাক্টরের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ টাকার বালির কারবার চলত সেখানে। অভিযোগ, নদীর ধারে থাকা স্থানীয়দের জমি দখল করে তৈরি করা হয়েছিল অফিসঘর ও বালি পরিবহণের রাস্তা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হলেও তাঁদের ভয় দেখানো এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ উঠেছিল। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অবৈধ বালি ব্যবসা বন্ধে কঠোর অবস্থানের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই আবহেই এলাকায় তৎপরতা বাড়ে প্রশাসনের। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অবৈধ বালিঘাটের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর উপস্থিতিতেই ছাতনা থানার পুলিশ, ব্লক প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের ডাকা হয়। পরে প্রশাসনের উপস্থিতিতে বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে ফেলা হয় খাদানের অস্থায়ী অফিসঘর।

অভিযানে খাদান থেকে তিনটি পে-লোডার, একটি ট্র্যাক্টর, একটি মোটরবাইক, একটি ল্যাপটপ এবং নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বুধবার ফের ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপ খতিয়ে দেখেন বিধায়ক। সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, একাংশ আধিকারিকের মদতে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধ বালি ব্যবসা চলছিল। তাঁর দাবি, এই কারবারের সঙ্গে যুক্তদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে হবে।

গড়িয়ায় নগ্ন মূর্তি ভাঙল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি— গড়িয়া শ্মশান সংলগ্ন শৌচালয়ের পাশে থাকা একাধিক নগ্ন ও কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি ভেঙে ফেলল কলকাতা পুরসভা। অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে তৈরি ওই শৌচালয় ও সংলগ্ন মূর্তিগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছিল। পুরসভার 'বুলডোজার অ্যাকশনে' সোমবার মূর্তিগুলি ভাঙা হয়।

উন্নয়নে অগ্রাধিকার পাবে উত্তরবঙ্গ

একের পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতেই তাঁর এই সফর। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি ও তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা প্রতি মাসে অন্তত একবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসবেন। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে উত্তরকন্যায় বসবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী, যেখানে সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনা হবে।

আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গেও কড়া অবস্থান স্পষ্ট করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, রাজ্যে কোনওভাবেই তোলাবাজি, গুন্ডাগিরি বা সন্ত্রাস বরদাস্ত করা হবে না। যারা পুরনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির সুযোগ নিতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ দিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প, পর্যটন এবং দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টির মধ্যে ৪০টি আসনে জয় পেয়েছে বিজেপি, যা এই অঞ্চলে দলের শক্ত ভিতকেই আরও স্পষ্ট করেছে।

শিলিগুড়িতে পৌঁছেই এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ-র বিভিন্ন প্রকল্প ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত ফাইল খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর বক্তব্য, অতীতে জিটিএ-তে কীভাবে কাজ হয়েছে, কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কোথায় অনিয়ম হয়েছে—সব কিছুই তদন্তের আওতায় আনা হবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূল সরকারের আমলে জিটিএ-তে দুর্নীতির অভিযোগ বহুবার উঠলেও তা নিয়ে কার্যকর তদন্ত হয়নি। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছিল যে, উন্নয়নের নামে পাহাড়ে কোটি কোটি টাকার অনিয়ম হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন উপেক্ষিত থেকেছে। এবার বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই অভিযোগগুলির তদন্ত শুরু হতে চলেছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

এর আগেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক উত্তরকন্যায় গিয়ে একাধিক প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা করেন। সেখানে বহু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কাগজে-কলমে কাজ সম্পূর্ণ দেখানো হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে তাদের ব্ল্যাকলিস্ট করার নির্দেশও দেন তিনি। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে একদিন তিনি উত্তরকন্যায় বসে প্রশাসনিক কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর জিটিএ-র ফাইল খোলার মন্তব্যে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিজেপির দাবি, তাদের সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে এবং পাহাড়ের উন্নয়নের নামে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না।

এদিন বৈঠকের পর সাংসদ রাজু বিস্তা ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সাংবাদিকদের জানান, জিটিএ-তে দুর্নীতির বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুংও সম্প্রতি জিটিএ-তে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। সব মিলিয়ে পাহাড়ের প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

মানা হবে না অবৈধ নির্মাণ: অগ্নিমিত্রা

একের পৃষ্ঠার পর

বুধবার কলকাতার মেয়র এবং তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তিনি এই নোটিস সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

কলকাতা পুরসভার বরো ৯-এর চেয়ারপার্সন দেবলীনা বিশ্বাস মঙ্গলবার পদত্যাগপত্র দেন এবং জানান, নিজের দল থেকেই নোটিস পাঠানোর পর তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, মেয়রের নোটিস সম্পর্কে না জানা "স্বাভাবিক"।

তিনি বলেন, "এটা কি স্বাভাবিক নয় যে তিনি কিছু জানবেন না? তিনি সর্বত্র অবৈধ নির্মাণের দিকে চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু এই সরকার ব্যক্তি বা ধর্ম নির্বিশেষে কাজ করবে। বাংলায় ভালো কাজ করার জন্য আমাদের ফিরহাদ হাকিমের মতো লোকের প্রয়োজন নেই। আমরা বোকাদের স্বর্গে থাকতে চাই না। তিনি (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) ততটা বিশেষ কেউ নন। অন্যদের মতো তাঁকেও নোটিস দেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার বুলডোজার ব্যবহার করে বিরোধীদের দমন করছে— এই ধারণা ভুল। নোটিস পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো যাতে অবৈধ নির্মাণের মালিকরা বা যাঁরা অনুমোদিত নকশা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁরা তা সংশোধন করতে পারেন।

অগ্নিমিত্রা বলেন, "আমরা কাউকে নিজে থেকে বাড়ি ভাঙতে বলব না। কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত কেউ কোনো বৈধ কাগজ দেখাতে না পারেন, তাহলে সেটি ভাঙতেই হবে। এই ধরনের ভবন যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে এবং মানুষের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এমন ভবনে আগুন লাগলে আশপাশের মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।"

পঞ্চায়েত সদস্যার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ মে— মেমারিতে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে মেমারি-১ ব্লকের নিমো-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সদস্যাকে নিজের বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

ভাঙা বাড়ি থেকে প্রাসাদ, শান্তনুর অট্টালিকা ঘিরে চাঞ্চল্য কান্দিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ২০ মে— মুর্শিদাবাদের কান্দিতে কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। স্থানীয়দের দাবি, বছর তিনেক আগেও সেখানে ছিল ভাঙাচোরা ছোট্ট ইটের বাড়ি। আর এখন সেই জায়গাতেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবধবে সাদা প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বাড়ির প্রবেশপথে সিংহমূর্তি, বিশাল কাঠের দরজা এবং বিলাসবহুল সাজসজ্জা নজর কেড়েছে এলাকার মানুষের। সম্প্রতি জমি দখল, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগের তদন্তে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি গ্রেপ্তার করেছে শান্তনু সিংহ বিশ্বাসকে। বর্তমানে তিনি ইডি হেফাজতে রয়েছেন। এরই মধ্যে কান্দির জেমো এলাকার এই বাড়িকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয়দের দাবি, বাড়ির অন্দরসজ্জা অত্যন্ত বিলাসবহুল। গোটা বাড়ির মেঝেতে নাকি ব্যবহার করা হয়েছে ইতালীয় মার্বেল। সিলিং থেকে ঝুলছে বড় বড় ঝাড়বাতি। ঘরে ঘরে দামি আসবাবপত্র, মখমলের চেস্টারফিল্ড সোফা সেট এবং সেগুন-মেহগনি কাঠের কারুকার্য করা আসবাব নজর কেড়েছে সকলের। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, গত তিন-চার বছরে ধীরে ধীরে এই প্রাসাদ তৈরি হতে দেখেছেন তাঁরা। মাঝেমধ্যে শান্তনুকে ওই বাড়িতে আসতে দেখা গেলেও বর্তমানে সেখানে থাকেন তাঁর বোন তথা কান্দি পুরসভার তৃণমূল ভাইস চেয়ারম্যান গৌরী সিংহ বিশ্বাস। তবে বর্তমানে বাড়ির গেটে তালা ঝুলতে দেখা গিয়েছে। ফোন করেও পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি বলে জানা গিয়েছে।

কান্দির প্রবীণ গৃহশিক্ষক রূপায়ণ মণ্ডলের দাবি, অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরি হওয়ায় এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠছে। কোথা থেকে এত অর্থ এল, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রোমোটারদের ভয় দেখানো এবং তোলাবাজির টাকাতেই এই বিপুল সম্পত্তি গড়ে উঠেছে। কান্দির বিজেপি নেত্রী বিনীতা রায় পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল খতিয়ে দেখতে বিশেষ উদ্যোগ সংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি— উচ্চ মাধ্যমিকে সিমেস্টার পদ্ধতি চালুর পর প্রত্যাশিত ফল না মেলায় এবার নড়েচড়ে বসেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পাশের হার এবং ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ নম্বর পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়াতে ফলাফল বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোথায় ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে, তা চিহ্নিত করে একাধিক পদক্ষেপের পরিকল্পনাও শুরু করেছে সংসদ। সিমেস্টার পদ্ধতি চালুর সময় সংসদের আশা ছিল, পাশের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এবং 'হাইস্কোর' পাওয়া পড়ুয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, পাশের হার সামান্য বৃদ্ধি পেলেও 'এ++' গ্রেড প্রাপকদের সংখ্যা এবং শতাংশের হারে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

সংসদ সভাপতি পার্থ কর্মকার জানিয়েছেন, সিমেস্টার পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বহু শিক্ষকও এখনও পুরোপুরি মানিয়ে উঠতে পারেননি। পাশাপাশি বই দেরিতে পৌঁছনোর মতো সমস্যাও ফলাফলে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এবার পিছিয়ে থাকা স্কুলগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করবে সংসদ। সেই সব স্কুলের শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কোথাও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ফল খারাপ হলে তারও আলাদা রেকর্ড রাখা হবে। পাশাপাশি শিক্ষক ও পড়ুয়াদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করার দিকেও নজর দেবে সংসদ। এই বছর প্রথমবার স্কুলগুলির নিজস্ব 'রিপোর্ট কার্ড' বক্স প্লট পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন সংসদ সভাপতি। তাঁর কথায়, নতুন সরকার স্কুলশিক্ষার সার্বিক উন্নতির উপর জোর দিচ্ছে। তাই ফলাফল পর্যালোচনার রিপোর্ট শিক্ষাদপ্তরে পাঠানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সুপারিশও করা হবে। দপ্তরের অনুমোদন মিললে কার্যকর করা হবে। সংসদের মতে, শুধু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পরিবর্তন আনলেই হবে না। নিচু ক্লাস থেকেই পড়ুয়াদের গড়ে তুলতে হবে। সেই কারণে শিক্ষা মিশন, ডিআই এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করা হবে।

তৃণমূল সাংসদ কাকলির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি— তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে 'ওয়াই' ক্যাটেগরির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সূত্রের খবর, গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সিআইএসএফ জওয়ানরা তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, কয়েক দিন আগেই লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বারাসতের সাংসদ কাকলিকে। তাঁর জায়গায় ফের দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপরই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে নিজের হতাশার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কাকলি।

নিজের পোস্টে তিনি লেখেন, ১৯৭৬ সাল থেকে পরিচয় এবং ১৯৮৪ সাল থেকে একসঙ্গে পথচলার পর এভাবেই তিনি পুরস্কৃত হলেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ও আনুগত্যের প্রসঙ্গ টেনে ওই পোস্টের মাধ্যমে নিজের ক্ষোভই প্রকাশ করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, কাকলি ঘোষ দস্তিদার দীর্ঘদিন লোকসভায় তৃণমূলের উপদলনেতার দায়িত্বে ছিলেন। পরে তাঁকে মুখ্যসচেতকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে সম্প্রতি সেই পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। এরপর থেকেই দলের অন্দরে নানা জল্পনা শুরু হয়।

সূত্রের খবর, কাকলির নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো একটি রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে। তার ভিত্তিতেই তাঁকে 'ওয়াই' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাধারণত এই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা সর্বক্ষণ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন।

এই ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তৃণমূলের অন্দরেও বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। যদিও কাকলি ঘোষ দস্তিদার বা বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

এসএফআই শাখা

নিজস্ব প্রতিনিধি— ছাত্র ফেডারেশনের ঠাকুরপুকুর-জোকা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ঠাকুরপুকুরের বিবেকানন্দ কলেজে বুধবার একটি শাখা কমিটি তৈরির জন্য নাম জমা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এমডি হাসিব হোসেন। বর্তমানে এই সংক্রান্ত কোনো সরকারি নির্দেশিকা না থাকায় মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোনও ছাত্রসংগঠনের শাখা কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীদের কোনো ধরনের সমস্যা হলে তারা সরাসরি অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

নাম-পদবী পরিবর্তন
আমি, ASHIS KUMAR MONDAL, পিতা- HARISH CH. MONDAL, সাং+থাঃ চন্দ্রমোহনতলা, পোঃ লক্ষ্মীপুর, বৈষ্ণবনগর, মালদা। আমার মেয়ে ANNESHA MANDAL-এর পঃ বঃ বোর্ড অফ সেকেন্ডারীর শংসাপত্রে পিতা হিসেবে আমার নাম ASHIS KUMAR MANDAL লেখা হয়েছে। গত 19.05.26 তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর এফিডেভিট বলে ASHIS KUMAR MANDAL সংশোধন করে ASHIS KUMAR MONDAL করা হলো।

নিয়ন্ত্রণ/ম্যানেজমেন্টে পরিবর্তন সম্পর্কে জনবিজ্ঞপ্তি
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিস–অ্যাকুইজিশন অফ শেয়ারহোল্ডিং অর কন্ট্রোল) ডিরেকশনস, ২০২৫-এর চ্যাপ্টার II A অনুচ্ছেদ ৬(২), সময়ে সময়ে সংশোধিতমতো অনুসারে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানিস–রেজিস্ট্রেশন, এগজেম্পশনস অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কেল বেসড রেগুলেশন) ডিরেকশনস, ২০২৫ যার তারিখ নভেম্বর ২৮, ২০২৫-এর প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলী অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত নিম্নলিখিত বিষয় অবগত করানো হচ্ছে, যা নিম্নরূপ :
মালিকানা হস্তান্তর এবং নিয়ন্ত্রণ :
বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণ (মি. গিরীশ ভাখারিয়া, মি. অনুজ ভাখারিয়া, গিরীশ ভাখারিয়া-এইচইউএফ) সকলেই "ট্রান্সফারার"), পুনরায় পেইড-আপ ইকুইটি শেয়ার মূলধনের (৩,৯০,০০০ ইকুইটি শেয়ার) ৭৫% অর্জনের জন্য আগত/বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণের (প্রদ্যুৎ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ এবং মি. প্রদ্যুৎ পুরকাইত, উভয়েই "ট্রান্সফারি") সঙ্গে একটি শেয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্টে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। কোম্পানির মোট পেইড আপ ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ১০০%-এর নিয়ন্ত্রণ/শেয়ারহোল্ডিংয়ে উক্ত অধিগ্রহণ ট্রান্সফারি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, যার দরুন নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন ঘটেছে। কোম্পানি নিয়ন্ত্রণে উক্ত পরিবর্তনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার থেকে পূর্ব অনুমোদন লাভ করেছেন যার লেটার নং কেওএল.ডিওআর.না.এস২৫৯/০১-০১-০০১/২০২৬-২৭ তারিখ ১৮.০৫.২০২৬।
ম্যানেজমেন্টে পরিবর্তন :
কোম্পানিতে প্রস্তাবিত ডিরেক্টরগণ, মি. প্রদ্যুৎ পুরকাইত, মি. অমিত রাঠী এবং মি. নরেন্দ্র পাত্র-র অন্তর্ভুক্তি এবং বর্তমান ডিরেক্টরগণ, মি. গিরীশ ভাখারিয়া এবং মিসেস সঞ্জনা ভাখারিয়া-এর পদত্যাগের ফলে কোম্পানির ডিরেক্টরদের ৩০% (ত্রিশ শতাংশ)-এর বেশি পরিবর্তন হবে।
কোম্পানির বোর্ডে যে নতুন ডিরেক্টরগণের নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাঁরা হলেন :
- মি. প্রদ্যুৎ পুরকাইত, যেখানে থাকেন দৌলতপুর, মীরপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৬১০।
- মি. অমিত রাঠী যেখানে থাকেন আস্থিত একরস, টাওয়ার ২, ফ্ল্যাট ১৮এফ, ৫৫/১০, ডি. সি. দে রোড, ট্যাংরা, কলকাতা-৭০০০১৫।
- মি. নরেন্দ্র পাত্র যেখানে থাকেন ফ্ল্যাট নং টি৩/১০০৩, বিপুল গার্ডেন, খাটিকলা, মালিপাড়া, [illegible], খোর্দা, ওড়িশা-৭৫১০২১।

এরূপ নিয়োগের ফলে, পুনর্গঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এ যাঁরা থাকবেন : মি. প্রদ্যুৎ পুরকাইত, মি. অমিত রাঠী, এবং মি. নরেন্দ্র পাত্র।
এছাড়াও কোম্পানি ম্যানেজমেন্টে উপরোক্ত পরিবর্তনের বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার থেকে পূর্ব অনুমোদন লাভ করেছেন যার লেটার নং কেওএল.ডিওআর.না.এস২৬০/০১-০১-০০৫/২০২৬-২৭ তাং ১৮.০৫.২০২৬।
বিক্রি/হস্তান্তরের কারণসমূহ :
কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কার্যকর্মকে আরও শক্তিশালী এবং বিস্তৃত বা প্রসার করার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়তা ও আর্থিক মূলশক্তি নিশ্চিত করতে এই প্রস্তাবিত মালিকানা হস্তান্তর এবং পরিচালন ব্যবস্থায় পরিবর্তন।
এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের ৩০ (ত্রিশ) দিন পর থেকে নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানেজমেন্টে প্রস্তাবিত বদল কার্যকর হবে।
এ-বিষয়ে কোনও প্রাসঙ্গিক আপত্তি বা উপস্থাপনা, যদি থাকে, সেক্ষেত্রে আগ্রহের ধরন ও আপত্তির কারণ উল্লেখ করে, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোম্পানি, ট্রান্সফারার, ট্রান্সফারি, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এ আগত নতুন সদস্যদের এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর বর্তমান সদস্যদের উদ্দেশ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে, যেটি ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, ৩য় তল, রুম নং ২০৮, কলকাতা-৭০০০৬৯, এবং এছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডিপার্টমেন্ট অফ রেগুলেশন, ১৫, এন.এস. রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১-এর কাছে তাঁদের আগ্রহের ধরন এবং আপত্তির কারণ জানাতে হবে।
ট্রান্সফারার, ট্রান্সফারি, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এ আগত সদস্যগণ এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর বর্তমান/আউটগোয়িং সদস্যগণ এবং উপরোক্ত কোম্পানির তরফে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।
মেসার্স ম্যাগপাই বাটার প্রাঃ লিঃ-এর তরফে
স্বাঃ
গিরীশ ভাখারিয়া
ডিরেক্টর
তারিখ : ২০.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
DIN: 00554826

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানিস (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুসারে]
কেন্দ্রীয় সরকারের সমীপে
পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানিস (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০-এর সাব-রুল (৫)-এর ক্লজ (ক) বিষয়ক
– এবং –
যে বিষয়ক :
মেসার্স ইপসা ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN: U65921WB1992PTC055357)
যার রেজিস্টার্ড অফিস যেখানে স্থিত : ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট, সিকিম হাউস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০৭১
........পিটিশনার
বিজ্ঞপ্তি মারফত এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "ওড়িশা রাজ্য"তে রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের বিষয়ে কোম্পানির সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে ৪ঠা মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় পাশ করা স্পেশাল রেজোলিউশন অনুসারে কোম্পানির মেমোরান্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনে পরিবর্তন নিশ্চিত করার অনুমতি প্রার্থনা করে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩-এর অধীনে কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছেন।
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা স্বার্থ প্রভাবিত হতে পারে এরূপ কোনও ব্যক্তি ইনভেস্টর কমপ্লেইন্ট ফর্ম পূরণের দ্বারা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-এ বা ডেলিভারি করার যুক্তিসঙ্গত কারণে সহযোগে বা তাঁর স্বার্থ বিঘ্নিত হবার ধরন এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে এফিডেভিট দ্বারা সমর্থিত তাঁর আপত্তি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে আঞ্চলিক অধিকর্তা (পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র), অফিসের ঠিকানা কর্পোরেট ভবন, ৩য় তল, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫-এর কাছে পাঠাতে পারেন ও একটি কপি আবেদক কোম্পানির নিম্নলিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাবেন :
৪/১, মিডলটন স্ট্রিট, সিকিম হাউস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০৭১
আবেদকের জন্য ও তরফে
ইপসা ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড
স্বাঃ
মনোজ গুপ্তা
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.০৫.২০২৬
(DIN: 00333122)

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩(১)(ক) দেখুন]
ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭১
কেস নং : ওএ/১৫/২০২৬
আইনের ধারা ১৯-এর উপ-ধারা (৪), তৎসহ পঠিত ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ)-র অধীনে জারি করা সমন
এক্সি. নং : ৭১৯৫
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
মেসার্স ডোমিনাস কর্পোরেশন সরকার
প্রতি,
(১) মেসার্স ডোমিনাস কর্পোরেশন সরকার, ডি/ডব্লু/এস/ও দেবলীনা, ৩য় তল, রুম নং ৬, ব্লক জি, মেহতা বিল্ডিং, বড়বাজার, ৫৫, ক্যানিং স্ট্রিট, থানা বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
(২) দেবলীনা সরকার, ৩/১০১, চিত্তরঞ্জন কলোনি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, থানা যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩২
(৩) দেবযানী সরকার, ৩/১০১, চিত্তরঞ্জন কলোনি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, থানা যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩২
সমন জারি
যেহেতু, মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার এর সমীপে ০৬.০৫.২০২৬ তারিখে ওএ/১৫/২০২৬ তালিকাভুক্ত হয়েছিল।
যেহেতু এই মহামান্য ট্রাইব্যুনাল ২৮,০০,৪৪৩.৮৬ **টাকার** ঋণ আদায়ের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৯(৪)-এর অধীনে উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে (ওএ) সানন্দে সমন/বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন (নথিপত্র ইত্যাদির কপিসহ আবেদন সংলগ্ন করা হল)।
আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে :–
(১) প্রার্থিত অব্যাহতি কেন মঞ্জুর করা হবে না তার জন্য সমন পরিষেবার তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে;
(২) মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ-র অন্তর্গত আবেদনকারীর দ্বারা নির্দেশিত সম্পত্তিসমূহ ও সম্পদসমূহ ব্যতিরেকে অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ বা সম্পদসমূহের বিবরণ প্রকাশ করতে;
(৩) মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ-র অন্তর্গত প্রকাশিত সিকিওরড অ্যাসেটসমূহ বা এরূপ অন্য সম্পদ বা সম্পত্তিসমূহ নিয়ে লেনদেন করা অথবা অপসারণ করা থেকে আপনারা বিরত থাকবেন, যে সম্পত্তিসমূহ ক্রোক করার জন্য আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি বকেয়া রয়েছে;
(৪) ট্রাইব্যুনালের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে মূল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-র অধীনে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট সৃষ্ট হয়েছে এরূপ কোনও সম্পদসমূহ এবং/বা নির্দেশিত বা প্রকাশিত অন্য সম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ, যা সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যাবলী ছাড়া বিক্রি, লিজ অথবা অন্য কোনওভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না;
(৫) সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যাবলীতে সিকিওরড অ্যাসেটসমূহ বা অন্য সম্পদসমূহ এবং সম্পত্তি সমূহ বিক্রির দ্বারা আদায় করা বিক্রয়মূল্য এবং এরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে জমা করতে বাধ্য থাকবেন, যেখানে এরূপ অ্যাসেটসমূহের ওপরে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট কার্যকর হয়েছে।
আপনাকে লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ও আবেদনকারীকে একটি কপি প্রদান সহ ২৫.০৬.২০২৬ **তারিখে সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রার**-এর সমীপে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় আবেদনের শুনানি হবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতে নির্ধারিত হবে।
অদ্য তারিখ : ১৩.০৫.২০২৬এ নিম্নে আমার স্বাক্ষর এবং এই ট্রাইব্যুনালের সীল প্রদত্ত হল।
সমন জারি করা অনুমোদিত অফিসারের স্বাক্ষর
স্বাঃ
রেজিস্ট্রার-ইন-চার্জ
ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রক
কলকাতা ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩

হামলার পরিকল্পনায় চেহারাই বদলে ফেলতে দেড় লাখ খরচ লস্কর জঙ্গির

জম্মু, ২০ মে— ভারতে নাশকতার ছক কষতে ব্যস্ত থাকলেও নিজের চেহারা নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিল লস্কর জঙ্গি শাবির আহমেদ লোন। তদন্তে উঠে এসেছে, নিরাপত্তা বাহিনীর নজর এড়িয়ে আত্মগোপনে থাকার উদ্দেশ্যে নিজের চেহারাই বদলে ফেলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। দিল্লি সীমান্তেই ধরা পড়ে যায় তার গোপন পরিকল্পনা।

দক্ষিণ কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাঙ্গন এলাকার বাসিন্দা শাবির, 'রাজা' ও 'কাশ্মীরি' নামেও পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলির নজরে ছিল সে। অভিযোগ, বাংলাদেশে বসে ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গি কার্যকলাপ পরিচালনা করছিল শাবির। সম্প্রতি দিল্লি ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় এক জঙ্গি ঘাঁটির হদিস পেয়ে তা ভেঙে দেয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। সেই ঘটনার পরেই সামনে আসে শাবিরের গ্রেফতারের খবর।

তদন্তে জানা গিয়েছে, নিজের পরিচয় গোপন রাখতে গুরুগ্রামে গিয়ে মাথায় চুল বসানোর চিকিৎসা করিয়েছিল শাবির। এর জন্য খরচ হয়েছিল প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, দাঁতের চেহারা আরও আকর্ষণীয় করতে এক চিকিৎসকের কাছেও গিয়েছিল সে। তদন্তকারীদের ধারণা, নতুন রূপ নিয়ে সহজে অন্যত্র মিশে যেতে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর চোখ এড়াতেই এই পরিকল্পনা করেছিল জঙ্গি।

দিল্লি পুলিশের বিশেষ শাখার দাবি, শাবির নিজের সামাজিক চেহারা নিয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিল। সে চাইছিল বদলে যাওয়া চেহারার আড়ালে দেশের ভিতরে জঙ্গি নেটওয়ার্ককে সক্রিয় রাখতে। এখন তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, চেহারা বদলের এই কৌশল তাকে কারা শিখিয়েছিল এবং বাংলাদেশে বসে কারা তাকে সাহায্য করছিল।

একই সঙ্গে ভারতবিরোধী প্রচার চালানো বিভিন্ন চক্রের সঙ্গে শাবিরের যোগাযোগ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, বাহ্যিক রূপ বদলালেও শেষ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পেল না লস্কর জঙ্গি শাবির আহমেদ লোন।

মেলোনিকে মেলোডি উপহার মোদীর, চড়ল পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার

মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, দিল্লি, ২০ মে— ইতালি সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির জন্য 'মেলোডি' টফির প্যাকেট দেখা যাওয়ার পর থেকেই সমাজমাধ্যমে শুরু হয়েছে তুমুল চর্চা। মেলোডি হ্যাশট্যাগে নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে দুই প্রধানমন্ত্রীর সেই মুহূর্ত। আর তার জেরেই আচমকা উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠল পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার।

বুধবার ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ে পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ার প্রায় ৫ শতাংশ বেড়ে ৫.২৫ টাকায় পৌঁছে যায়। গত এক সপ্তাহে শেয়ারটির দাম প্রায় ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই উত্থানের পিছনে রয়েছে এক বড় বিভ্রান্তি। জনপ্রিয় 'মেলোডি' টফি তৈরি করে পার্লে প্রোডাক্টস, যারা পার্লে-জি, মোনাকো, ক্র্যাকজ্যাক, ম্যাঙ্গো বাইট ও পপিন্সের মতো জনপ্রিয় পণ্যের নির্মাতা। কিন্তু শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে ওই ক্যান্ডির কোনও সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই।

বিশ্লেষকদের মতে, 'পার্লে' নামটি দেখেই বহু খুচরো বিনিয়োগকারী ভাইরাল হওয়া 'মেলোডি মোমেন্ট'-এর সঙ্গে সংস্থাটিকে যুক্ত করেছেন। সেই কারণেই হঠাৎ করে শেয়ার কেনাবেচা বেড়ে যায়। সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে 'মেলোডি' ক্যান্ডির একটি প্যাকেট উপহার দিচ্ছেন। পরে মেলোনি নিজের এক্স হ্যান্ডলে সেই ভিডিও শেয়ার করে লেখেন, 'উপহারের জন্য ধন্যবাদ'। ভিডিওতে দুই রাষ্ট্রনেতার হাসিমুখের মুহূর্ত দ্রুত নেটদুনিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

নেটিজেনদের একাংশ অনেকদিন ধরেই মোদী ও মেলোনির সম্পর্ককে মজার ছলে 'মেলোডি' নামে ডাকছিলেন। সেই আবহেই এই উপহার ঘিরে নতুন করে ট্রেন্ড শুরু হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে শেয়ার বাজারে এমন প্রবণতা বারবার দেখা যাচ্ছে, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল ট্রেন্ড বা নামের মিলের কারণে কোনও সংস্থার শেয়ারে অস্বাভাবিক ওঠানামা হচ্ছে। বিশেষ করে কমদামি বা ছোট শেয়ারগুলিতে খুচরো বিনিয়োগকারীদের আবেগঘন কেনাবেচা বাজারে বড় প্রভাব ফেলছে।

তবে স্বল্পমেয়াদি এই উত্থান সত্ত্বেও পার্লে ইন্ডাস্ট্রিজের দীর্ঘমেয়াদি পারফরম্যান্স এখনও দুর্বল। গত তিন মাসে সংস্থার শেয়ার প্রায় ৪১ শতাংশ কমেছে, ছয় মাসে পতন ৪৬ শতাংশ এবং এক বছরে শেয়ারদর ৬৮ শতাংশেরও বেশি নেমেছে। তবুও এ দিনের ঘটনা দেখিয়ে দিল, সমাজমাধ্যমের ট্রেন্ড এখন শেয়ার বাজারের গতিপ্রকৃতিও বদলে দিতে সক্ষম।

নরওয়ে ও সুইডেনের পতাকা বিভ্রাট, রাহুলকে কটাক্ষ বিজেপির

দিল্লি, ২০ মে — প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফর নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে নতুন বিতর্কের মুখে কংগ্রেস সাংসদ ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর একটি সমাজমাধ্যম পোস্টকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছে বিজেপি। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য অভিযোগ করেছেন, নরওয়ের পতাকার বদলে ভুল করে সুইডেনের পতাকা ব্যবহার করেছে রাহুলের টিম, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

বিতর্কের সূত্রপাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক নরওয়ে সফর ঘিরে। এই সফরকে কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'মোদীজি, আপনি কি আদানির হয়ে অনুরোধ করতে নরওয়ে সফরে গিয়েছিলেন?' তবে সেই পোস্টে ব্যবহৃত পতাকা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

অমিত মালব্য সমাজমাধ্যমে দাবি করেন, রাহুল গান্ধীর টিম নরওয়ের বদলে সুইডেনের পতাকা ব্যবহার করেছে। তাঁর কটাক্ষ, 'এটাই বিরোধী দলনেতার দপ্তরের গবেষণার মান।' তিনি আরও বলেন, এই ধরনের ভুল রাহুল গান্ধীর ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। রাহুলের সমাজমাধ্যম টিমের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগও তোলেন অমিত মালব্য।

যদিও কংগ্রেস শিবির বিজেপির এই সমালোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের উদ্দেশ্য ও ফলাফল নিয়ে, পতাকা বিভ্রাট নিয়ে নয়। তবে বিষয়টি দ্রুত সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক তরজা তীব্র আকার নেয়।

প্রসঙ্গত, নরওয়ে সফর ঘিরে সম্প্রতি একাধিক বিতর্ক সামনে এসেছে। সফর চলাকালীন এক সাংবাদিক ভারতের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললেও প্রধানমন্ত্রী মোদী তার সরাসরি উত্তর দেননি বলে সমালোচনা শুরু হয়। এর পাশাপাশি নরওয়ের একটি সংবাদপত্রে মোদিকে 'সাপুড়ে' রূপে দেখিয়ে প্রকাশিত কার্টুন নিয়েও বিতর্ক দানা বেঁধেছে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরগরম জাতীয় রাজনীতি ও সমাজমাধ্যম।

ফরাক্কায় বাংলাদেশের প্রযুক্তি দল, জলবণ্টন নিয়ে আলোচনা

জয়ন্ত রায়চৌধুরী

বুধবার বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। তারা যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে অংশ নেবে এবং ফারাক্কা ব্যারাজ পরিদর্শন করবে, যেখানে গঙ্গার জলপ্রবাহ মাপা হয়— এখান থেকেই নদী ভাগ হয়ে ভগীরথী-হুগলি হয়ে কলকাতার দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

এই বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চলতি বছরের ডিসেম্বরেই ৩০ বছরের গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। এর মধ্যে ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ জলবণ্টন নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

এর আগে এই মাসের শুরুতেই বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সতর্ক করে বলেন, গঙ্গার জল নিয়ে আলোচনার ফলাফলের ওপরই ভবিষ্যতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক অনেকটাই নির্ভর করবে। এতে তাঁর দলের 'প্রত্যাশা ও প্রয়োজন'-এর প্রতিফলন রয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশ সাধারণত শুষ্ক মরসুমের শুরুতেই যৌথভাবে জলপ্রবাহ পরিমাপ করে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো, আলোচনার আগেই বাংলাদেশের নেতারা কঠোর ও পূর্বনির্ধারিত অবস্থান নিচ্ছেন। আলোচনার শুরুতেই যদি এমন অনড় অবস্থান নেওয়া হয়, তাহলে আলোচনার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়— এমনটাই মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন ভারতীয় হাইকমিশনার বীণা সিক্রি।

বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ আনোয়ার কাদির। এই দলে বাংলাদেশের জলসম্পদ মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক এবং জলবিদ্যা সংক্রান্ত সংস্থার উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। এতে বোঝা যায়, আসন্ন আলোচনাকে ঢাকা কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে।

সরকারিভাবে এই বৈঠকগুলোকে নিয়মিত প্রযুক্তিগত আলোচনা বলা হলেও, এগুলো একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হচ্ছে। দুই দেশই ইতিমধ্যে চুক্তি নবীকরণ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কঠিন হতে পারে। তাই স্বল্পমেয়াদে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোই বেশি সম্ভাব্য।

বীণা সিক্রি আরও বলেন, গঙ্গার জল-বণ্টন চুক্তিকে আলাদা করে দেখা যাবে না। এর সঙ্গে যোগাযোগ, বাণিজ্যসহ অন্যান্য সম্পর্কও যুক্ত। ভারতীয় আধিকারিকদের মতে, ফারাক্কায় গঙ্গার জল ৫০:৫০ অনুপাতে ভাগ করার বর্তমান চুক্তিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কারণ হিমবাহের গলন কমে যাওয়ায় গঙ্গার জলপ্রবাহ কমছে, অথচ দুই দেশেই জনসংখ্যা বাড়ার ফলে জলের চাহিদা বেড়েছে।

জলবণ্টন নিয়ে আলোচনাকে আরও জটিল করে তুলছে বাংলাদেশের সঙ্গে চিন ও পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক। মির্জা ফখরুলের সতর্কবার্তার আগেই বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খালিলুর রহমান বেজিংয়ে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্পে চিনের অংশগ্রহণ চান। এটি ভারতের কাছে সংবেদনশীল, কারণ প্রকল্পটি ভারতের শিলিগুড়ি করিডরের খুব কাছেই— এই সরু ভূখণ্ডটি ভারতকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে।

প্রায় এক সপ্তাহ আগে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একটি উচ্চপর্যায়ের দল ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশি পাইলটদের ইসলামাবাদে প্রশিক্ষণের বিষয়টি চূড়ান্ত করে। এর পাশাপাশি খবর রয়েছে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের তৈরি জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কিনতে আগ্রহী, যা পাকিস্তানের পাঞ্জাবের কামরায় চিনের লাইসেন্সে তৈরি হয়।

সূত্রের খবর, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ঢাকায় তাদের কার্যকলাপ বাড়িয়েছে। অতীতে এই সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের অস্ত্র সরবরাহ এবং বাংলাদেশে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ও অর্থ জোগানোর অভিযোগ রয়েছে, যাদের পরে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে পাঠানো হতো।

গত দুই দশকে গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা গেছে, ২০০২ সালে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে হামলার সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তইবা এবং বাংলাদেশভিত্তিক হরকত-উল-জিহাদ-আল-ইসলামি (হুজি-বি)-র যোগ ছিল। এছাড়া ২০১৮ সালে দালাই লামার বোধগয়া সফরের আগে সেখানে আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনাতেও এই গোষ্ঠীগুলির নাম উঠে এসেছিল।

ফের ইরানের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২০ মে— ফের যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনাচ্ছে। নতুন করে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র উদ্বেগ ছড়িয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সাময়িক সংঘর্ষবিরতির পর ফের ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে এগোতে পারে পশ্চিম এশিয়া।

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প জানান, ইরানের বিরুদ্ধে আরও বড় আঘাত হানতে প্রস্তুত রয়েছে আমেরিকা। তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে খুব স্বল্প সময়ের জন্য আলোচনা চালানো হতে পারে। তবে তেহরান যদি আমেরিকার শর্ত না মানে, তাহলে চলতি সপ্তাহের শেষ কিংবা আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সামরিক অভিযান শুরু হতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথায়, "আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। খুব শীঘ্রই সবাই জানতে পারবেন কী হতে চলেছে।" তাঁর এই মন্তব্যের পর থেকেই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এটি শুধু সতর্কবার্তা নয়, বরং ইরানের উপর প্রবল চাপ তৈরির কৌশল।

যদিও আপাতত ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চলছে, তবু পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, সম্প্রতি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। সেই আলোচনায় ইরানের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সামরিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেই খবর।

সূত্রের দাবি, আমেরিকা ইরানের সামনে একাধিক শর্ত রেখেছে। তার মধ্যে অন্যতম, ইরানকে বিপুল পরিমাণ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করতে হবে। পাশাপাশি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ইরানের দাবি মানতে নারাজ ওয়াশিংটন। আরও জানা গিয়েছে, ইরানের বিদেশে আটকে থাকা সম্পদের একটি অংশ ফেরানোর বিষয়েও কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

তবে তেহরান এখনও পর্যন্ত সেই শর্তে রাজি হয়নি বলেই খবর। এর পরেই ট্রাম্প কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, বর্তমান সংঘর্ষবিরতি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। তাঁর ভাষায়, "এই যুদ্ধবিরতি এখন জীবনরক্ষাকারী ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে।"

সব মিলিয়ে, পশ্চিম এশিয়ায় ফের বড় সংঘাতের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক দিনই ঠিক করে দেবে পরিস্থিতি আলোচনার পথে এগোবে, নাকি আবার যুদ্ধের আগুনে জ্বলবে গোটা অঞ্চল।

নিয়োগই বৈধ নয়, প্রার্থীর যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে না : সুপ্রিমকোর্ট

দিল্লি, ২০ মে— পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা নিয়োগ মামলায় ফের কড়া পর্যবেক্ষণ দেশের শীর্ষ আদালতের। বুধবার রাজ্যের মাদ্রাসা নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা প্রধান বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর ডিভিশন বেঞ্চে উঠলে শুনানির সময় বিচারপতি দত্ত নিয়োগ নিয়ে স্পষ্ট প্রশ্ন তুলে বলেন, "নিয়োগ প্রক্রিয়াই যদি বৈধ না হয়, তাহলে শুধু প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই করে কী হবে?" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগ নিয়ে অত্যন্ত খারাপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে রাজ্য। বুধবারও সেই একই প্রশ্ন উঠে আসে আদালতে।

শুনানির সময় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বলেন, কোনও নিয়োগ বৈধ কি না, তা বিচার করার জন্য তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, নিয়োগ প্রক্রিয়া সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদিত ছিল কি না তা দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা খতিয়ে দেখতে হবে। তৃতীয়ত, প্রার্থী বৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন কি না, সেটাও বিচার করতে হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা নিয়োগে একাধিক ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের অভিযোগ রয়েছে। বিচারপতি দত্ত বলেন, যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের তুলনায় অনেক বেশি যোগ্য প্রার্থীরা সুযোগ পাননি। সেই পরিস্থিতিতে নিয়োগের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

বর্তমানে প্রায় হাজারের কাছাকাছি বিতর্কিত নিয়োগের মধ্যে ১০ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর নিয়োগকে নমুনা হিসেবে ধরে শুনানি চালাচ্ছে শীর্ষ আদালত। প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মাদ্রাসায় মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশনকে পাশ কাটিয়ে পরিচালন সমিতিগুলি সরাসরি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করেছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে আদালত প্রশ্ন তোলে, যেখানে নিয়োগে রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই, সেখানে সরকারি অর্থে কেন বেতন দেওয়া হবে?

এই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেই বহু চাকরিপ্রার্থী শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের দাবি, বৈধ ও যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

পিছিয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা জানা জরুরি, বলল সুপ্রিম কোর্ট

দিল্লি, ২০ মে— জাতিগত জনগণনা নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল Supreme Court of India। দেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রকৃত সংখ্যা জানা কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য জরুরি বলে মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালত। সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই তথ্য প্রয়োজন বলেও আদালত স্পষ্ট করেছে। একই সঙ্গে জাতিগত গণনার বিরোধিতায় দায়ের হওয়া আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

বুধবার প্রধান বিচারপতি Surya Kant-এর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। আবেদনকারীর দাবি ছিল, জনগণনার সঙ্গে জাতিগত গণনা করা হলে তার তথ্যের অপব্যবহার হতে পারে। এর ফলে সমাজ ও রাজনীতিতে ভবিষ্যতে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয় আবেদনে।

তবে আদালত জানিয়ে দেয়, জাতিগত জনগণনা হবে কি না, তা সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

প্রধান বিচারপতি বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সঠিক তথ্য থাকা প্রয়োজন। সেই কারণেই এ ধরনের তথ্য সংগ্রহকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আদালত আরও জানায়, ২০২৭ সালের জনশুমারিতে জাতিগত গণনা অন্তর্ভুক্ত হবে কি না, তা নির্ধারণ করার এক্তিয়ার সরকারের। এটি সাংবিধানিক পর্যালোচনার বিষয় নয় বলেও মন্তব্য করা হয়েছে।

জাতিগত জনগণনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের রাজনীতিতে বিতর্ক চলছে। বিরোধী শিবিরের দাবি, বিভিন্ন জাতির আর্থসামাজিক অবস্থার সঠিক চিত্র জানতে এই গণনা প্রয়োজন। পাশাপাশি বহু পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠী এখনও সংরক্ষণের সুবিধার বাইরে রয়েছে বলেও তাদের বক্তব্য। জনগণনার মাধ্যমে সেই সব গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে সংরক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে মত বিরোধীদের।

প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহা থাকলেও পরে Amit Shah-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানায়, আগামী জনশুমারির সঙ্গে জাতিগত গণনাও করা হবে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে এবার মহিলা বাহিনীকে অস্ত্র শিক্ষা ইরানের

তেহরান, ২০ মে— আমেরিকার সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যেই এবার আলাদা ধরনের প্রস্তুতি শুরু করেছে ইরান। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের হাতেও অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। শুধু পুরুষ নয়, মহিলা ও তরুণীদেরও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে খবর। এর জেরে পশ্চিম এশিয়ায় পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে।

যদিও বর্তমানে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চলছে, তবু পরিস্থিতি যে কোনও মুহূর্তে ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে বলে একাধিক সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে। সেই বৈঠকে ইরানের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সামরিক কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও খবর।

অন্যদিকে, ইরানও সম্ভাব্য সংঘাতের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করেছে। সূত্রের দাবি, বয়স বা লিঙ্গ নির্বিশেষে বহু সাধারণ নাগরিককে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তরুণ-তরুণী থেকে শুরু করে প্রবীণদেরও এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে।

সম্প্রতি ইরানের এক সংবাদমাধ্যমে একটি দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে এক যুবককে একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল হাতে গুলি চালাতে দেখা যায়। যদিও সেই দৃশ্যের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, রাজধানী তেহরান-সহ একাধিক শহরে রাতের সমাবেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নিচ্ছেন। সেখানে আমেরিকা বিরোধী স্লোগানও উঠছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংঘর্ষবিরতির পর থেকেই ইরান যুদ্ধ প্রস্তুতি আরও জোরদার করেছে। তেহরানের ভানাক চত্বরে নাবালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদক্ষেপ স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ইরান দীর্ঘমেয়াদি ও বৃহৎ সংঘাতের আশঙ্কা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সব মিলিয়ে, পশ্চিম এশিয়ায় ফের বড় যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। আন্তর্জাতিক মহলের একাংশের মতে, কূটনৈতিক সমাধান দ্রুত না এলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

এআই নজরদারি আর চাকরি হারানোর ভয়ে কাঁপছে টেক দুনিয়া, উঠে এল ভয়াবহ তথ্য

দিল্লি, ২০ মে— একসময় বহুজাতিক প্রযুক্তি সংস্থায় চাকরি পাওয়া মানেই জীবনের বড় সাফল্য বলে মনে করা হতো। মোটা বেতন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র, নানা সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের আশ্বাস— সব মিলিয়ে এই চাকরিগুলিকে স্বপ্নের পেশা বলা হতো। কিন্তু এখন সেই স্বপ্নই ধীরে ধীরে আতঙ্কে বদলে যাচ্ছে। কর্মী ছাঁটাই, অনিশ্চয়তা এবং কৃত্রিম মেধার বাড়বাড়ন্তে প্রযুক্তি জগতের বহু কর্মী গভীর মানসিক চাপে ভুগছেন।

বুধবার একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাই করেছে দুই বড় প্রযুক্তি সংস্থা। বহু কর্মীর অভিযোগ, এখন প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের বার্তা পরীক্ষা করা। কারণ, যে কোনও মুহূর্তে চাকরি চলে যেতে পারে— এই ভয় ক্রমশ গ্রাস করছে তাঁদের।

এক কর্মীর কথায়, "প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার আগে মনে হতো, আজও কি কাজটা আছে?" সংস্থার ভিতরে এখন ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেকে রসিক ছবি বা বিদ্রূপাত্মক বার্তার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করছেন।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে কর্মীদের উপর নজরদারি নিয়ে। কর্মীদের দাবি, অফিসের যন্ত্রে তাঁদের কাজের প্রতিটি তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেই তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে কৃত্রিম মেধাকে আরও উন্নত করতে। অনেকের কথায়, "আমরাই এমন ব্যবস্থা তৈরি করছি, যা একদিন আমাদের জায়গা নেবে।"

মনোবিদদের মতে, চাকরি হারানোর ভয় দীর্ঘমেয়াদে মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। উদ্বেগ, হতাশা, আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া এবং নিজের পরিচয় নিয়ে সংকট তৈরি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। চিকিৎসকদের দাবি, দীর্ঘদিন এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে শরীরে চাপজনিত হরমোন বেড়ে যায়, ঘুমের সমস্যা দেখা দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও কমে যায়।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বড় সংস্থাগুলি এখন দ্রুত কৃত্রিম মেধা নির্ভর ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে। গ্রাহক পরিষেবা থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা— সর্বত্র মানুষের বদলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে কম কর্মী নিয়েই কাজ চালানোর প্রবণতা বাড়ছে সংস্থাগুলির মধ্যে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে মানুষের মানসিকতায়। একসময় যে চাকরিগুলি নিরাপদ ভবিষ্যতের প্রতীক ছিল, এখন সেখানেই জন্ম নিচ্ছে ভয় ও অনিশ্চয়তা। চাকরির বাহ্যিক চাকচিক্য এখনও রয়েছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত জীবনের অনুভূতি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তি দুনিয়ার অসংখ্য কর্মীর জীবন থেকে।

উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরলেন সাংসদ রাজু বিস্তা ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২০ মে— উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা প্রশাসনিক বৈঠকের পর, সরকারি কাজের অগ্রগতির বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। উক্ত বৈঠকের পর সাংসদ রাজু বিস্তার সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি মূলত সরকারি প্রশাসনিক পরিকল্পনার দিকগুলোই তুলে ধরেন। এদিন শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করেন যে, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হল প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করা এবং উত্তরবঙ্গের মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রতিটি দপ্তরের কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ আরও উল্লেখ করেন যে, প্রশাসনিক বৈঠকে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সেগুলো সমাধানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকারি পরিকাঠামো উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা সঠিকভাবে কার্যকর করাই এখন প্রশাসনের প্রধান কাজ। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করার বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান।

শঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘বিগত সরকার প্রশাসনিক বৈঠকের নামে উত্তরকন্যায় নাট্য চর্চা করতো। এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এরকম দশটি প্রাথমিক প্রশাসনিক বৈঠক করবে। প্রাথমিকভাবে এদিনের বৈঠকে রাজ্যের কোষাগার বাড়াতে কর আদায় বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। খরচ কমাতেও পদক্ষেপ করার কথা বলে হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি বর্ষার আগে সমস্ত চলমান প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।আজকের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, উন্নয়ন কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এটি একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। আমাদের প্রতিটি দপ্তরের মধ্যে যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে আজ বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করা।’ তিনি আরও বলেন, ‘সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি আমাদের মাথায় আছে, তা হল সরকারি প্রকল্পের সুফল যেন প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়। মধ্যস্বত্বভোগীদের কোনও জায়গা সরকারে নেই। প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছতা প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা ব্লক ও জেলা স্তরে মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করছি। শিলিগুড়ি যেহেতু উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার, তাই এখানকার পরিকাঠামো উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নিকাশি ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো— প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের সরকার সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় সেই কাজগুলোই এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি।’

উত্তরকন্যায় প্রায় আড়াই ঘন্টা প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার এই পাঁচ জেলার জেলাশাসক পুলিশ প্রশাসন এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করেন তিনি। তবে বৈঠক শেষে সরাসরি বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরবঙ্গের পরিষেবাকে চাঙ্গা করাই ছিল এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য। এমনটাই মন্তব্য সাংসদ ও বিধায়কদের। তাঁদের কথায়, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে কোন রেয়াত করা হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ২০২৩ ও ২০২৫ সালের হড়পা বান ও ধসের কথা স্মরণ করিয়ে সাধারণ মানুষের যাতে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে পাহাড় ও ডুয়ার্সের ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বৈঠকে আলোচনা হয় চা বাগানের একাধিক সমস্যা নিয়ে। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি থেকে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের সূত্র কী ভাবে বের করা যায় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একাধিক দুর্নীতি নিয়েও এই প্রশাসনিক বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। অবৈধ নদী খননের উপর বিশেষভাবে নজরদারি বাড়ানো হবে। পাশাপাশি মাদকদ্রব্য নিয়ে আরও কড়া হতে বলা হয়েছে পুলিশকে। এই প্রশাসনিক বৈঠকে উঠে এসেছে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের দুর্নীতির কথাও। সংসদ বা বিধায়ক এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত দেননি। তবে কর্পোরেশনের দুর্নীতি নিয়ে ফাইল খোলা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে।

আর্থিক সঙ্কটে দাঁইহাট পুরসভা, বেতনহীন ২০০ জন কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান, ২০ মে— পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট পুরসভায় তীব্র আর্থিক সঙ্কটের জেরে চরম বিপাকে পড়েছেন প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী, দিনমজুর, ফিল্ড স্টাফ এবং পেনশনভোগীরা। এপ্রিল মাসের বেতন ও পেনশন এখনও না মেলায় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। যদিও পুরসভার ২৯ জন স্থায়ী কর্মীর বেতন ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পুরসভার হেডক্লার্ক ইনচার্জ রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বেতন ও পেনশন বাবদ মাসিক প্রায় ২১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা পেনশনের জন্য ব্যয় হয়। অভিযোগ, কর্মসংস্থান প্রকল্প থেকে প্রাপ্য অর্থ এখনও না আসায় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার ঘাটতি তৈরি হয়েছে।

অভিষেকের সঙ্গে যৌথ সম্পত্তি নিয়ে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি সায়নীর

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভোট পর্ব শেষ হলেও রাজনৈতিক উত্তাপ কমেনি এখনও। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষের নামে একটি কথিত যৌথ সম্পত্তি ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। সমাজমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছিল, কলকাতার দমদম সংলগ্ন ১৯ ডি সেভেন ট্যাঙ্কস রোডের একটি ফ্ল্যাট নাকি অভিষেক ও সায়নীর যৌথ মালিকানাধীন। কলকাতা পুরসভার একটি মিউটেশন নোটিসের ছবি সামনে এনে এই দাবি ছড়ানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

এই বিতর্কের মাঝেই সরাসরি মুখ খুলেছেন সায়নী ঘোষ। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, উল্লিখিত সম্পত্তির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। একইসঙ্গে যাঁরা তাঁর নামে 'ভুয়ো তথ্য' ছড়াচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তৃণমূল সাংসদ।

সায়নী লেখেন, তিনি বেশ কিছু ফরওয়ার্ড মেসেজ দেখেছেন যেখানে দাবি করা হচ্ছে, ওই ঠিকানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সায়নী ঘোষের যৌথ সম্পত্তি রয়েছে। তবে তাঁর সাফ বক্তব্য, 'ওই সায়নী ঘোষ আমি নই।' নিজের রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত অবস্থান ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে রাজনীতি করে কখনও কোনও অপ্রত্যাশিত সুবিধা নেননি তিনি। এরপর বিরোধীদের উদ্দেশে পাল্টা খোঁচা দিয়ে সায়নী মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তির বিবরণ নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামাতেই রয়েছে। সাধারণ মানুষ চাইলে সেই নথি যাচাই করেও দেখতে পারেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হলে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন সায়নী। তাঁর কথায়, 'এই ঘোষকে ভয় দেখিয়ে চুপ করানো যাবে না।' পোস্টের শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য’ কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়েছেন, এই ধরনের আক্রমণের সামনে তিনি মাথা নত করবেন না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নাম বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে সমাজমাধ্যমে তৃণমূলকে চাপে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। তবে বিতর্ক বাড়ার আগেই পাল্টা জবাব দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কৌশল নিয়েছেন সায়নী ঘোষ।

HDFC BANK

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শাখা ঃ ৪, ম্যাঙ্গো লেন, ৬ষ্ঠ তল, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ঃ (০৩৩)-৬৬০৮-৬২৩৪ CIN L65920MH1994PLC080618 ওয়েবসাইট ঃ www.hdfcbank.com

অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (''উক্ত অ্যাক্ট'')-এর অধীনে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২) তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড** (পূর্বতন এইচডিএফসি লিমিটেড যেটি ১৭ই মার্চ ২০২৩ তারিখে মহামান্য এনসিএলটি–মুম্বইয়ের জারি করা আদেশবলে অনুমোদিত স্কিম অফ অ্যামালগামেশন-এর কারণে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সঙ্গে অ্যামালগামেটেড হয়েছে) (**এইচডিএফসি**)-এর অনুমোদিত অফিসার, উক্ত বিজ্ঞপ্তির/বিজ্ঞপ্তিসমূহের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো প্রযোজ্য হারে উক্ত পরিমাণে ধার্য সুদ সমেত সংশ্লিষ্ট নামের বিপক্ষে, পেমেন্টের এবং/বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্সেস, কস্টস, চার্জেস ইত্যাদি সহ উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধের আহ্বান জানিয়ে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম	বকেয়া পরিমাণ	ডিমান্ড নোটিসের তারিখ	অধিগ্রহণের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)/সিকিওরড অ্যাসেট(সমূহ)-এর বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা ঃ** মি. প্রিয়রঞ্জন ভেহি	৩১.০৭.২০২৫ তারিখে ২৫,২২,৮৮২ টাকা	১৮.১০.২০২৫	১৮.০৫.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের **সমগ্র অংশ**, যার নম্বর জি-বি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪৫ বর্গফুট (৭৮.৫০৩ বর্গমিটার আনুমানিক) (১৭ বছরের পুরনো) একতলার উত্তর-পশ্চিম দিকে তৎসহ একত্রে সকল কমন সুবিধাদি তৎসহ সামান্য কমবেশি ০৭ কাঠা, ০৩ ছটাক এবং ০৫ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশে তৎসহ একত্রে জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং যেখানে স্থিত প্রেমিসেস নং ১০০, এস. এন. রায় রোড (পূর্বে প্রেমিসেস নং ৭১/৩, এস. এন. রায় রোড নামে পরিচিত), যেখানে উক্ত পরিসরে কোনও লিফ্টের সুবিধা নেই, কলকাতা পৌরসংস্থার ১১৮ নং ওয়ার্ডের অধীনে, রোড জোন–(জে. এল. সরণী - বুড়োশিবতলা মেইন রোড/পরিসরটি রাস্তার উপর অবস্থিত নয়), নিউ আলিপুর থানার অধিক্ষেত্রে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০৩৮, যার চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ ঃ উত্তরে ঃ এখন বা বিলম্বে ইলা মিত্রর আওতাধীন জমি, পূর্বে ঃ চ্যাটার্জি কলোনির মনীন্দ্রলাল সাহার বাড়ি, দক্ষিণে ঃ ১২ ফুট এস. এন. রায় রোড, পশ্চিমে ঃ এখন বা বিলম্বে ইলা মিত্রর আওতাধীন জমি।
২.	**ঋণগ্রহীতা ঃ** মি. অতনু অধিকারী **সহ-ঋণগ্রহীতা ঃ** মিসেস দেবযানী অধিকারী	৩০.০৬.২০২২ তারিখে ৫৫,৭৫,৪৫১ টাকা	১৬.০৮.২০২২	১৮.০৫.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	সমগ্র দ্বিতীয় তল নামিত সম্পত্তি পরিমাপ ১৪০০ বর্গফুট (১৩০.১১ বর্গমিটার) (এস.বি.ইউ) আনুমানিক তৎসহ একত্রে বিল্ডিংয়ের একতলায় আনুমানিক ১৩০ বর্গফুট (১২.০৮ বর্গমিটার) পরিমাপের একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস, কমবেশি ০২ কাঠা ১১ ছটাক পরিমাপের জমিতে বিল্ডিংটি নির্মিত, যেখানে স্থিত মৌজা ঃ মণ্ডলপাড়া, জেএল নং ঃ ৬, তৌজি নং ঃ ৮০, দাগ নং ঃ ৫১৭, ৫২৩, খতিয়ান নং ঃ ২৪, কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ঃ ১২১-এর সীমার অন্তর্গত, অ্যাসেসি নং ঃ ৪১-১২১-১৪-০৬৬৪-৫, প্রেমিসেস নং ৪৩৫, রাজা রাম মোহন রায় রোড (জেমস লং সরণী থেকে নেতাজী সড়ক ক্রসিংয়ের অভ্যন্তরে) ডাকঠিকানা ঃ ২৭/৩৯, রাজা রাম মোহন রায় রোড, থানা ঃ হরিদেবপুর, কলকাতা ঃ ৭০০০০৮, জেলা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৎসমেত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতের নির্মাণ (আলোচ্য সম্পত্তি)। পরিসরের চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ ঃ উত্তরে ঃ প্লট নং ৩২, দক্ষিণে ঃ ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে ঃ প্লট নং ঃ ৩০, পশ্চিমে ঃ ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড।
৩.	**ঋণগ্রহীতা ঃ** মি. মিলন কুমার ধর **সহ-ঋণগ্রহীতা ঃ** মিসেস সঙ্গীতা দত্ত	৩১.০৫.২০২৫ তারিখে ১৫,১৫,৯৮২ টাকা	৩১.১০.২০২৫	১৮.০৫.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	ত্রিতল বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ-৫ এর সমগ্র অংশ, উত্তর দিকে যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৪৩০ বর্গফুট (৩৯.৯৪ বর্গমিটার আনুমানিক) তৎসমেত সামান্য কমবেশি প্রায় ০২ কাঠা ০২ ছটাক ০০ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে প্রেমিসেস নং ১৭২, পারুই কাঁচা রোড, সংলগ্ন মেইলিং নং ৩৪/৯, পারুই কাঁচা রোড, রামনারায়ণ তালুক মৌজার অধীনে, জে.এল. নং ৪, পরগনা-বালিয়া, আর.এস. নং ৮৫, তৌজি নং ৩৪৫ সংলগ্ন আংশিক দাগ নং ৯১, হাল দাগ নং ৯১/৫০০, যা সম্বলিত খতিয়ান নং ৯, হাল খতিয়ান নং ২৪৬, বেহালা এখন পর্ণশ্রী থানার অধীনে, কলকাতা পৌরসংস্থার (এস.এস. ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১২৯, অ্যাসেসি নং ৪১-১২৯-০৮-০১৭২-৬, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব বেহালার অধিক্ষেত্রে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিস-২, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৬১, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। জমির দ্বারা উক্ত সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো ঃ উত্তরে ঃ আংশিক দাগ নং ৯১, হাল দাগ নং ৯১/৫০০, দক্ষিণে ঃ ১২ ফুট চওড়া কে.এম.সি. রোড, পূর্বে ঃ ১২ ফুট চওড়া কে.এম.সি. রোড, পশ্চিমে ঃ রঞ্জিত কুমার নাগের জমি ও বিল্ডিং।
৪.	**ঋণগ্রহীতা ঃ** মি. রোহিত খাণ্ডেলওয়াল **সহ-ঋণগ্রহীতা ঃ** মিসেস সোনাল খাণ্ডেলওয়াল	৩০.১১.২০২৫ তারিখে ৭২,৪০,৫৬৯ টাকা	২২.১২.২০২৫	১৯.০৫.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	একাদশ তলে আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১০এ-র সমগ্র অংশ, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ১৩০৯ বর্গফুট (১২১.৬৫ বর্গমিটার আনুমানিক) তৎসমেত একতলায় একটি মাঝারি মাপের কার পার্কিং স্পেসে পার্ক করার অধিকার তৎসহ একত্রে সামান্য কমবেশি প্রায় ৪৩ কাঠা ১২ ছটাক ২৪ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশে যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩০/২এ চন্দ্রনাথ রায় রোড যেটি পূর্বে ৩০/২ চন্দ্রনাথ রায় রোড নামে পরিচিত, কুষ্টিয়া মৌজার অধীনে, তৌজি নং ১২৯৮ (পুরনো), ২৮৩৩ এবং ৩৪০, ৩৪১ ও ৩৪২, গ্রাম–ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, যার সন্নিহিত সি.এস. দাগ নং ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ১১৯, যার সংলগ্ন খতিয়ান নং ৩৫৩ ও ১০, কলকাতা পৌরসংস্থার স্থানীয় সীমার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ৬৬, তিলজলা থানার অধিক্ষেত্রে (পূর্বে ইয়াদবপুর), দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, কলকাতা-৭০০০৩৯, পশ্চিমবঙ্গ। জমির দ্বারা উক্ত সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো ঃ উত্তরে ঃ প্রেমিসেস নং ২৬ সি. এন. রায় রোড, দক্ষিণে ঃ প্রেমিসেস নং ৩০/১, ৩০/১এ, ৩০/১বি, চন্দ্রনাথ রায় রোড, পূর্বে ঃ সি. এন. রায় রোড এবং প্রেমিসেস নং ৩০, ৩০/১এফ। চন্দ্রনাথ রায় রোড, পশ্চিমে ঃ সি. এন. রায় রোড গভর্নমেন্ট হাউজিং এস্টেট।
৫.	**ঋণগ্রহীতা ঃ** মি. সমর বিশ্বাস **সহ-ঋণগ্রহীতা ঃ** মিসেস সাধনা বিশ্বাস	৩১.০৮.২০২৫ তারিখে ১৯,৫৩,৭৬৮ টাকা	১০.১১.২০২৫	১৯.০৫.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৭-এর **সমগ্র অংশ**, সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ৫৮৫ (৫৪.৩৪৮ বর্গমিটার আনুমানিক), দ্বিতীয় তলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, ''ইন্দ্রো-২ অ্যাপার্টমেন্ট'' নামক আবাসিক বিল্ডিংয়ে, তৎসহ একত্রে কমন ফেসিলিটিস সহ অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, সামান্য কমবেশি প্রায় ০৪ কাঠা ১০ ছটাক ১২ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমিতে অবস্থিত, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা ব্রহ্মপুর, জে.এল. নং ৪৮, সি.এস. দাগ/প্লট নং ১২০৭, সি.এস. খতিয়ান নং ৯২, আর.এস. খতিয়ান নং ৮৪৪ থেকে ৮৪৬, তৌজি নং ১৪, কলকাতা পৌরসংস্থার সীমার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ১১১, প্রেমিসেস নং ১৩৮৮, ব্রহ্মপুর, অ্যাসেসি নং ৩১-১১১-০৬-২০৫৯-০, আলিপুরে এ.ডি.এস.আর. অফিসের অন্তর্গত, বাঁশদ্রোণী থানার অধিক্ষেত্রে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৯৬, যার চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো ঃ উত্তরে ঃ শিবপদ মুখার্জির জমি এবং ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্বে ঃ ১৪ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে ঃ ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে ঃ সুজিত চৌধুরীর জমি।
৬.	**ঋণগ্রহীতা ঃ** মি. আমন কুমার সাউ **সহ-ঋণগ্রহীতা ঃ** মিসেস অনিতাদেবী সাউ	৩১.১০.২০২৫ তারিখে ৩০,৩৭,৭২৮ টাকা	২৩.০২.২০২৬	১৯.০৫.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	দ্বিতল আবাসিক বাংলোর সমগ্র অংশ, যার মোট আচ্ছাদিত এরিয়া ১৫০০ বর্গফুট (১৩৯.৪০ বর্গমিটার) আনুমানিক, যে জমির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশে নির্মিত তার পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা (১৩৩.৮২ বর্গমিটার), যেখানে স্থিত এবং রয়েছে আর.এস. দাগ নং ৬০১, এল.আর. দাগ নং ৮১৮, বিহিং হাউস নং ১৫২৩, চুঙ্গরপাড়া রোড, খতিয়ান নং ৩৪৩, (আরএস), ২৫৭, ২৮২০ (এলআর), জেএল নং ১, থানা, পোঃ; মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এ.ডি.এস.আর. অফিস এবং মৌজা চন্দননগর, শিট ২৪, ওয়ার্ড নং ২১, হুগলি-৭১২১০৩, তৎসমেত কার পার্কিং স্পেস, যদি থাকে, এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং সেখানে স্থিত বর্তমানের ও ভবিষ্যতে নির্মাণ (আলোচ্য সম্পত্তি)। পরিসরর চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো ঃ উত্তরে ঃ মি. পশুপতি নাথের সম্পত্তি, দক্ষিণে ঃ মি. সুধীর চালি নাগের সম্পত্তি, পূর্বে ঃ ৮ ফুট চওড়া চুঙ্গরপাড়া রোড, পশ্চিমে ঃ মি. মহাবীর চৌধুরীর সম্পত্তি।

* পেমেন্টের এবং/বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্যমতো পুনরায় ধার্য সুদ, অর্জিত ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্সেস, কস্টস, চার্জেস ইত্যাদি সমেত।

অবশ্য, যেহেতু উপরিল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/গণ / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ) উপরোক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তার প্রেক্ষিতে বিশেষ করে উপরিল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/গণ / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, **এইচডিএফসি**-এর অনুমোদিত অফিসার/গণ উপরোক্ত তারিখে উক্ত রুলের রুল ৮ সহ পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর/তাঁদের ওপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে উপরিবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)/সিকিওরড্ অ্যাসেট(সমূহ)-এর প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে উপরিল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে এবং জনসাধারণকে উপরিল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) / সিকিওরড্ অ্যাসেট(সমূহ) নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)/সিকিওরড্ অ্যাসেট(সমূহ) নিয়ে এরূপ কোনও লেনদেন করা হলে তা **এইচডিএফসি**-এর বন্ধকসাপেক্ষে গণ্য করা হবে।

সিকিওরড্ অ্যাসেট/সমূহ রিডিম করতে প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর সংস্থানের প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

পঞ্চনামার এবং ইনভেন্ট্রির কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং যে কোনও কাজের দিন সাধারণ কাজের সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে সংশ্লিষ্ট কপি সংগ্রহ করতে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর তরফে
স্বাঃ সন্দীপন ভট্টাচার্য / প্রসূন ব্যানার্জি
অনুমোদিত অফিসার

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২১.০৫.২০২৬

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল (ওয়েস্ট), মুম্বাই-৪০০০১৩

পুরুলিয়ায় ব্লক অফিসে আচমকা পরিদর্শনে বিজেপি বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ২০ মে— পুরুলিয়া ২ নম্বর ব্লক কার্যালয়ে আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে একাধিক অনিয়ম দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পুরুলিয়ার বিজেপি বিধায়ক সুদীপ মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে ব্লক অফিসে পৌঁছে বিভিন্ন দপ্তরে ফাইলের স্তূপ দেখে তিনি কর্মসংস্কৃতি ফেরানোর উপর জোর দেন। বিশেষ করে জাতিগত শংসাপত্র সংক্রান্ত দপ্তরে বিপুল সংখ্যক আবেদনপত্র জমে থাকতে দেখে দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন তিনি। বিধায়কের দাবি, বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের নামে এখনও আইপ্যাকের লোকজন কাজ করছে। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একসময় এই নিয়োগকে বেআইনি বলেছিলেন। বিষয়টি প্রশাসনকে গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখার আবেদন জানান তিনি।

পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট এক কর্মী জানান, প্রায় ৫০০টি আবেদন-পত্র জমে রয়েছে এবং প্রতিদিন প্রায় ১০০টি করে যাচাই করা সম্ভব। এরপরই সুদীপ মুখোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, আগামী ২৭ তারিখের মধ্যে সমস্ত আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে। ব্লকের প্রধান করণিক সুশোভন দাস জানান, বিধায়ক অফিসে নির্ধারিত সময় সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত সঠিকভাবে কাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

> বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে আইপ্যাক কর্মী থাকার অভিযোগ

এর আগে সোমবার দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেও পরিদর্শনে যান বিজেপি বিধায়ক। সেখানে হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রোগী পরিষেবা এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সাধারণ মানুষের পরিষেবার মান উন্নত করার বার্তাও দেন সুদীপ মুখোপাধ্যায়। বিধানসভায় শপথ নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসনিক কাজকর্মে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে পুরুলিয়ার এই বিজেপি বিধায়ককে। জেলা প্রশাসনিক ভবনেও তিনি সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি না করার বার্তা দিয়েছিলেন। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ব্লক অফিসে তাঁর এই আচমকা পরিদর্শন রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কলকাতার খিদিরপুর বাবুবাজারে একটি পেট্রল পাম্পে আগুন নেভাচ্ছেন দমকলকর্মীরা।

প্রোমোটারকে হুমকি এবং মারধরের অভিযোগে পুলিশের জালে দেবরাজ চক্রবর্তীর ছায়াসঙ্গী

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই প্রশাসনিক তৎপরতা বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। রাজারহাট-গোপালপুর ও বিধাননগর পুর এলাকার তৃণমূলের অন্যতম মুখ তথা গায়িকা অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীকে মঙ্গলবার গভীর রাতে আটক করে পুলিশ। যদিও তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও ঘনিষ্ঠ বৃত্তের নেতা হিসেবে পরিচিত দেবরাজকে আটক করার কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী অমিত চক্রবর্তীকে। এক প্রোমোটারের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি এবং মারধরের অভিযোগে এই গ্রেপ্তার বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

তদন্তকারীদের দাবি, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বাগুইআটির রঘুনাথপুর এলাকার প্রোমোটার কিশোর হালদারের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে প্রথমে ৩ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। পরে বাকি টাকা দিতে অস্বীকার করায় ওই ব্যবসায়ীর উপর হামলা চালানো হয়। আগ্নেয়াস্ত্রের বাট ও লোহার রড দিয়ে তাঁকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। এরপরই বাগুইআটি থানায় মামলা দায়ের করেন আক্রান্ত প্রোমোটার। সেই মামলার সূত্র ধরেই অমিত চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযান চালায় পুলিশ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, দেবরাজ চক্রবর্তী শুধু কাউন্সিলর বা মেয়র পারিষদ ছিলেন না, তিনি উত্তর ২৪ পরগনায় যুব তৃণমূলের অন্যতম প্রভাবশালী সংগঠক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বিশেষ করে কামারহাটি, দমদম ও বিধাননগর অঞ্চলে তাঁর সংগঠনগত দাপট ছিল উল্লেখযোগ্য। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা চলত।

এদিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-সহ একাধিক আর্থিক অনিয়মের তদন্তে আগেও কেন্দ্রীয় সংস্থার নজরে এসেছিলেন দেবরাজ। সাম্প্রতিক সময়ে বিধাননগর এলাকায় বেআইনি নিয়োগ ও টেন্ডার সংক্রান্ত অভিযোগ ঘিরে তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে নজরদারি শুরু হয়। পুলিশি তৎপরতার খবর পেয়ে কয়েক দিন আত্মগোপন করেছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মহলে জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়ামে ঘুষ কেলেঙ্কারি, সিবিআইয়ের জালে কর্নেল

নিজস্ব প্রতিনিধি— ফোর্ট উইলিয়ামে ঘুষের বিনিময়ে সেনাবাহিনীর দরপত্র পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে ভারতীয় সেনার এক কর্নেলকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। ধৃত কর্নেল হিমাংশু বালি ইস্টার্ন কমান্ডের আর্মি অর্ডন্যান্স কোরে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ, প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ঘুষ কেলেঙ্কারিতে তিনি যুক্ত ছিলেন। সিবিআই সূত্রে খবর, গত ১৮ মে এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে উঠে এসেছে, নির্দিষ্ট কিছু সংস্থাকে বেআইনি সুবিধা পাইয়ে দিতে কর্নেল বালি নিম্নমানের সামগ্রী অনুমোদন, অতিরিক্ত বিল পাশ এবং বকেয়া বিল মঞ্জুর করার মতো কাজে যুক্ত ছিলেন। এই মামলায় কানপুরের ব্যবসায়ী অক্ষত আগরওয়াল এবং তাঁর সংস্থা ‘ইস্টার্ন গ্লোবাল লিমিটেড’-এর বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, অক্ষত ও তাঁর বাবা নিয়মিত কর্নেল বালির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিজেদের সংস্থার জন্য সেনাবাহিনীর একাধিক দরপত্রে সুবিধা আদায় করতেন। সিবিআইয়ের এফআইআর অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার জন্য কর্নেল বালির সঙ্গে যোগাযোগ করেন অক্ষত আগরওয়াল। গত ২২ এপ্রিল কলকাতার পার্ক স্ট্রিট এলাকায় এই বিষয়ে তাঁদের বৈঠকও হয় বলে অভিযোগ। তদন্তকারীদের দাবি, বৈঠকের দু’দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট কাজের বরাত পেয়ে যায় ‘ইস্টার্ন গ্লোবাল লিমিটেড’। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে সিবিআই। ফোর্ট উইলিয়াম ও সেনাবাহিনীর সরঞ্জাম ক্রয় সংক্রান্ত একাধিক নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় সেনার তরফে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জামালপুরে পুণ্যার্থী বোঝাই বাস দুর্ঘটনা, আহত ৮

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান, ২০ মে— পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বুধবার ভোররাতে পুণ্যার্থী বোঝাই একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইলামবাজার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি প্রথমে একটি বিদ্যুতের খুঁটি এবং পরে একটি বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা মারে। ঘটনায় বাসের চালক ও খালাসি-সহ অন্তত আটজন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে জামালপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, চালকের ঘুম চলে আসার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

গোথেনবার্গ : আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জরণ শোনা যায় যেখানে

প্রবীর সরকার

> ৪০০ বছরের অতীত আছে গোথেনবার্গের আর আছে সমৃদ্ধ বর্তমান। এমন দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ বান্ধব শহর ইউরোপেও বেশি নেই। পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। সবচেয়ে বেশি চলে ট্রাম, তবে কলকাতার ট্রামের মতো ধীরগতি নয়।

সুইডিসে নদীকে বলে 'এলভ'। গোথেনবার্গের বুক চিড়ে যে নদীটি বয়ে গেছে, শহরের নামেই তার নাম 'গোটা এলভ'। সেই নদীর সবচেয়ে ব্যস্ত বন্দর 'Kungsportsplatsen', আমাদের বাঙালি জিভে উচ্চারণ করা কঠিন। 'গোটা এলভ'-এ সাগরমুখী ক্রুজ ভ্রমণ শুরু হয় এখান থেকে। বেশ জমজমাট জায়গা। নদীর তীর ঘেঁসে উঁচু মিনার, তার উপরে এক বিষণ্ন রমণীর ভাস্কর্য। সে দাঁড়িয়ে আছে দূরের দিকে দৃষ্টি মেলে, যেদিকে বয়ে চলেছে সাগরমুখী নদী। সুইডেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ শহর অন্যতম বাণিজ্য নগরীও বটে। ওখানকার ধনপতি-শ্রীমন্ত সওদাগরের দল বা সাধারণ মৎস্যজীবীরা একদা নৌবহর সাজিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিত। আর ঘরের লোক দিন গুণতো কবে ফিরবে। সেই সব অন্তঃপুরিকারের উদ্বেগ আর প্রতীক্ষার প্রতীক হয়ে আছে মূর্তিটি।

বাল্টিক সাগরের পশ্চিমে উত্তর ইউরোপের দেশ সুইডেন, যার ঠাঁই একই সঙ্গে স্ক্যাণ্ডিনেভিয় এবং নর্ডিক— উভয় গোত্রে। স্টকহোম এ দেশের রাজধানী, দুনিয়া তাকে চেনে নোবেলের শহর বলে। তুলনায় গোথেনবার্গ অনেকটাই অপরিচিত। শীত খানিক বেশিই, তবে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ঘুরে যখন গোথেনবার্গে এলাম তখন আবহাওয়া মনোরম। পুত্র ও পুত্রবধূ দু'জনেরই কর্মস্থল এ শহর, তাই থাকবার এবং ঘুরে দেখবার অবকাশ বেশি।

পরিকল্পিত এবং দৃষ্টিনন্দন শহর গোথেনবার্গ। প্রকৃতির ঔদার্যকে মানুষ এখানে বরণ করে নিয়েছে নান্দনিক বোধ দিয়ে। ১৬২১ সালে সুইডেনের রাজা গুস্তাভ দ্বিতীয় অ্যাডলফ এ শহরের প্রতিষ্ঠাতা। নগর পরিকল্পনায় ডাচ সংস্কৃতির প্রভাব এতটাই যে একে 'লিটল আমস্টারডাম'ও বলেন অনেকে। ভ্যানার্ন হ্রদ থেকে বেরিয়ে শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে 'গোটা এলভ'। তার গন্তব্য উত্তর সাগরের ক্যাটেগাট প্রণালী। নদীতে ছুটছে ছোট জাহাজ, নানা আকারের ক্রুজ, স্পিডবোট, যন্ত্রচালিত নৌকা, পালতোলা ইয়ট। দুই দিকে উঁচু তীরভূমি, পাথুরে দ্বীপ, কোথাও অরণ্যের আভাস দেওয়া গাছ-গাছালির ফাঁকে বাঁধানো রাস্তা। কোনও রাস্তা এসে মিলে গেছে নদীতে। শীতল মনোরম বাতাস, হঠাৎ দেখি বাঁ দিকের ঢালু রাস্তা থেকে একটা ওশিয়ান বাস (Ocean bus) সোজা নেমে এল নদীর বুকে, তারপর চলতে শুরু করল দুলে দুলে। বেশ কয়েকটা খাল শিরা-উপশিরার মতো জড়িয়ে রেখেছে গোথেনবার্গ শহরকে। তার পাথরে বাঁধানো তীর দিয়ে মনোরম পায়ে চলা পথ, উপরে সুদৃশ্য সেতু, সুসজ্জিত রাস্তা, ফুলের বাগান, সবুজের ঢেউ খেলানো মাঠ, আকাশচুম্বী পাইনের বন।

নেদারল্যান্ডের বণিক ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় রাজা গুস্তাভ অ্যাডলফ নাকি বাণিজ্যিক আর সামরিক শহর হিসাবে গড়তে চেয়েছিলেন গোথেনবার্গকে। প্রমানও ছড়িয়ে আছে এলভ নদীর তীরে পাথুরে দ্বীপে সারি দিয়ে সাজানো পরিত্যক্ত কামানগুলির মধ্যে। কিন্তু এ শহর এখন শিল্প আর বাণিজ্যের শহর। আবার শিক্ষা আর সংস্কৃতির শহরও বটে। University of Gothenburg, Chalmers University of Technology— এদের খ্যাতি গোটা ইউরোপ জুড়ে। প্রতি বছর আগস্ট মাসে গোথেনবার্গে অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীত উৎসব 'ওয়ে আউট ওয়েস্ট' (Way Out West)। চলচ্চিত্র উৎসবও নাকি নিয়ম করে হয়। প্রবাদ আছে, কয়েকজন বাঙালি একত্র হলে একটা দুর্গাপূজা হবেই। গোথেনবার্গেও রয়েছে 'বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ গোথেনবার্গ', তবে কেবল দুর্গাপূজা নয় এরা দোল, নববর্ষ, রবীন্দ্র জয়ন্তীর মতো উৎসবও উদযাপন করে এবং সেই সঙ্গে চেষ্টা করে সুইডেন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন বজায় রাখার।

নদীর তীরে জাহাজ নির্মান শিল্পের এলাহি পরিকাঠামো চোখে পড়ল ক্রুজ ভ্রমণে। অষ্টাদশ শতকে সুইডিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করতো এই শহর থেকে। চিন এবং ভারত থেকেও চা, রেশম, মশলা আর চিনামাটির সামগ্রী এনে বিক্রি করতো ইউরোপে। এভাবেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে গোথেনবার্গ। ১৯২৭ সালে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় ভুবন বিখ্যাত গাড়ি নির্মাতা Volvo-র কারখানা। ক্রমশ বস্ত্রশিল্প, প্রকৌশল তথা প্রযুক্তি শিল্প আন্তর্জাতিক শিল্পনগরীর মর্যাদা নিয়ে আসে সমুদ্র-ঘেঁসা এই শহরে।

৪০০ বছরের অতীত আছে গোথেনবার্গের আর আছে সমৃদ্ধ বর্তমান। এমন দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ বান্ধব শহর ইউরোপেও বেশি নেই। পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। সবচেয়ে বেশি চলে ট্রাম, তবে কলকাতার ট্রামের মতো ধীরগতি নয়। গোথেনবার্গকে অনেকে ট্রামের শহরও বলে। আবার সুইডেনের 'সিফুড রাজধানী' হিসেবেও এ শহরের পরিচিতি যথেষ্ট। তাজা মাছ এবং উপভোগ্য সামুদ্রিক খাবার সহজলভ্য। প্রাচীন মাছের বাজার ('FeskekÖrka' বা মাছ গির্জা) এখনও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ঐতিহাসিক কাঠের বাড়ি এবং কফি শপও (fika) ট্যুরিস্টদের কাছে আকর্ষণীয়। গোথেনবার্গ আর্ট মিউজিয়াম উত্তর-ইউরোপের অন্যতম সেরা যাদুঘর, আর ভলভো মিউজিয়াম (World of Volvo) গাড়ি প্রেমীদের স্বর্গরাজ্য। 'গোটা এলভ'-এ ক্রুজ ভ্রমণের সেরা অভিজ্ঞতা গোথেনবার্গ আর্কিটেপেল্যাগো দর্শন। শহর ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই দেখা দিতে থাকে পাথুরে দ্বীপভূমি। সমুদ্রমুখী নদী ক্রমশ চওড়া হয়, বাড়তে থাকে দ্বীপের সংখ্যা। দূর থেকে দেখি, পাথর ভেদ করে সবুজের রেখা, ছোট ছোট সুদৃশ্য বাংলো। বাঁধানো পথ এসে নেমেছে নদীর মধ্যে। সব মিলিয়ে অনুপম এক একটি ছোট্ট শহর। গাড়িও চলছে, তবে মানুষের দেখা পাওয়া ভার।

'গোটা' নদীতে ক্রুজ ভ্রমণের পর একদিনের বিশ্রাম। পরদিন দেখতে গেলাম স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বৃহত্তম বিনোদন পার্ক লিজেবার্গ (Liseberg)। শহর, পার্ক আর খাল মিলেমিশে আছে পরস্পরের সঙ্গে। জুলাইয়ের শেষ দিকে এখন গোথেনবার্গের আকাশ প্রায়শই রৌদ্রালোকিত। ঘাসের সবুজ গালিচায় স্বল্পবাস স্থানীয় নারী-পুরুষ সূর্যের সঙ্গে মিতালি করছেন। তাঁদের অতিক্রম করে চড়াই পথে হেঁটে যাই পাহাড়ি অরণ্যের পাশে পাশে। বেশ কিছুটা উপরে দু'টি কৃত্রিম লেক, একটি সীলমাছের, অন্যটি পেঙ্গুইনদের। সাঁতার কাটার ফাঁকে ফাঁকে পেঙ্গুইন সুন্দরীদের মাঝে-মধ্যে পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলেও সীলমাছের টিকি পাওয়া ভার। তাদের ডুব-সাঁতারের মধ্যে অনেক চেষ্টা করে দেখতে পেলাম কেবল গোঁফের রেখাটুকু। আরও খানিক উপরে উন্মুক্ত বিনোদন পার্ক (Slottsskogen)। হরিণ, খরগোস, ভালুক – এসব তো চেনা, জীবনে এই প্রথম 'মুজ' দেখার অভিজ্ঞতা হলো। ঘোড়া আর হরিণের সঙ্গে খানিক সাদৃশ্য থাকলেও অমন লম্বা মুখ আর মোটা নাক কারও নেই।

শহর থেকে গোথেনবার্গ বিমানবন্দরের দূরত্ব ২২/২৩ কিমি। ছবির মতো সাজানো সমস্ত পথটি। চলতে চলতেই দূর থেকে দেখা গেল সুইডেন তথা সমস্ত নর্ডিক অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি কার্লাটিরনেট (কার্লা টাওয়ার)।

এটাই নাকি এখন গোথেনবার্গের নতুন ল্যান্ডমার্ক। গাড়ির ড্রাইভার করাচির লোক, হিন্দি বোঝে একটু একটু। এখানে আম-জনতার মুখের ভাষা সুইডিস, তাই ইংরেজি দিয়ে সব কাজ চলে না। তবু স্ত্রী আর পুত্রবধূর ভারতীয় পোশাকে (শাড়ি) তাদের বিস্ময় এবং কৌতূহল অনুভব করতে ভাষা জানার দরকার হয়নি।

আমার প্রথম পাহাড় ভ্রমণ

আবু তাহের

কিছু মানুষ থাকে যাদের পায়ের তলায় সর্ষে আর চোখের কোণায় অজানাকে দেখার তুমুল আগ্রহ। অনেক সময় সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে না। ছাত্রাবস্থায় কয়েক মাসের হাত

খরচের টাকা বাঁচিয়ে একসময় ছয়জন অসমবয়সী বন্ধু মিলে ঠিক করলাম পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা কোনও অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াব। যেহেতু হঠাৎ করে তৈরি করা কোনও পরিকল্পনা নয়। সময় নিয়ে হাতে পয়সা জমিয়ে প্রকৃতির কোলে, পাহাড়ের বুকে ক'দিন নির্জনে কাটানোর ইচ্ছে যেহেতু প্রবল তাই বেশ কিছুদিন আগেই রেলের যাওয়া আসার টিকিট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। পুরনো যারা সিকিমের পাহাড়ে ঘুরে এসেছে তারা আগাম জানিয়ে দিয়েছিল বর্ষাকালে পাহাড়ি রাস্তায় ধ্বস পড়ার সম্ভাবনা বেশি। তবুও যেন মন বাঁধ সাধতে চায়নি। পদাতিক এক্সপ্রেসে যাওয়ার ট্রেনের টিকিট বুকিং করে রাতের ট্রেনে চেপে বসে রাতের বেশি অর্ধেক সময়টা বন্ধুরা সবাই মিলে গল্প করে আড্ডা মেরে পার করে দিলাম। পূর্ণিমার একফালি বড় চাঁদটা যেন আমাদের সাথে সাথে ট্রেনের সমান্তরালে আকাশপথে চলেছিল। জলপাইগুড়ি স্টেশনে যখন পৌঁছলাম বেলা প্রায় এগারোটা। ওখান থেকে গাড়ি করে সোজা শিলিগুড়ি শহরে। কিন্তু আমাদের থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থায় আমরা আগে থেকে করে আসিনি। আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে সবই অনলাইনে বসে বুকিং করে নেওয়া যায় জানা সত্ত্বেও একপ্রকার জেদ করেই আমরা কোনো হোটেল বুক করিনি আগে থেকে। ভাগ্য যে এমন সহায় হবে ভাবতেই পারিনি। শিলিগুড়ি পৌঁছে সাধ্যের মধ্যে গাড়ি ভাড়া সহ থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা সহ ভ্রমণ গাইড পেয়ে গেলাম অত্যন্ত কম খরচে। অথচ থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা নেহাত মন্দ ছিল না। বরং দার্জিলিংয়ের বুকে ডিলাক্স রুমে থাকার জন্য আমরা তিনটে ঘর পেলাম বুকিংয়ের সময়। গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়ি যত এগিয়ে চলেছে উত্তরের দিকে আস্তে আস্তে সারা গায়ের লোম যেন দাঁড়াতে শুরু করেছে। পরিচিত এক বন্ধুর ফোন পেয়ে প্রথমে উত্তেজনার বশে চেঁচিয়ে ফেলেছিলাম। প্রথম যখন দূর থেকে পাহাড়ের চূড়া চোখে পড়ল যেন মনে হল চোখের সামনে স্বপ্ন দেখছি। সমতলের মানুষ হওয়ার কখনো কাছ থেকে পাহাড়ের গায়ে স্পর্শ করার সুযোগ আসেনি। কিন্তু মনে হল এক মুহূর্তের জন্য যেন মনের কোণে লালিত এতদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।। গাড়ি তখনো সমতলের মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পথের দু'পাশে সবুজের গালিচা পাতা চা বাগান, বন জঙ্গল পেরিয়ে আমরাও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি কারো সাদর অভ্যর্থনা গ্রহণের।। যতদূর চোখ যায় শুধু চা বাগানের বিস্তার আর চায়ের জমিতে চা পাতা তুলতে ব্যস্ত মহিলারা।মন যখন নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য ছুটে এসেছে ছশো কিলোমিটারের দূরে এই পাহাড়ি পরিবেশে তখন আর এক মুহূর্তের জন্যও বাইরের দৃশ্যপটকে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছি না আমরা কেউ। কিছুক্ষণ পরে বুকে হালকা একটু চাপ অনুভব করলাম। বুঝতে বাকি রইলনা আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ অনেক উপরে উঠে যাচ্ছি আর আমাদের শরীরে রক্তচাপ কমতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। সাথে অক্সিজেনের সামান্য ঘাটতি তাই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সামান্য চাপ অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু ভূগোল বইতে এই ঘটনার সঙ্গে অতি সহজেই মানিয়ে নিতে সক্ষম হলাম আমরা। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল এক নদী কে সরু একফালি রাস্তার মতো মনে হচ্ছে। সাপের মত এঁকেবেঁকে পথরেখা ক্ষীণ হয়ে এসেছে ক্রমাগত। শাল সেগুন আর ইউক্যালিপটাস গাছের গভীর জঙ্গলের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। কোথাও কিছুটা সোজা রাস্তা তো কোথাও বিপজ্জনকভাবে বাঁক। এবং বাঁক গুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এমন তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হচ্ছে যেন কিছুটা অসাবধান হলেই দুর্ঘটনায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু গাড়ির চালকের হাত যে ভীষণ পাকা তা তাঁর চালানোর ধরন দেখেই আন্দাজ করা যায়। কালিম্পং হয়ে আমরা দার্জিলিং শহরের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝর্ণা ধারার বিবরণ তো সাহিত্য আর ভূগোল বইয়ের দৌলতে বারবার জেনে এসেছি। কিন্তু পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে এমন সোসো আওয়াজ কোথা থেকে আসছে প্রথম টা কেউই ঠিক ঠাহর করতে পারি না।

পরে যখন সাক্ষাৎ ঝর্ণা দেবী চোখের সামনে দেখা দিল তখন তার শুভ্র জলের আছড়ে পড়া আর পাহাড়ের কোল বেয়ে আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে যাওয়া দেখে মন মুগ্ধতার রেশে স্নান করলো যেন। রাস্তার দু'পাশে এগিয়ে যেতে যেতে কিছু হনুমান চোখে পড়ল যারা পথচারীদের দিয়ে যাওয়া খাবার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে খাচ্ছে আর আমাদের গাড়ি যাওয়ার সময় ভীত চোখে করুণভাবে তাকিয়ে রয়েছে। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার ছিল না তাই ছুঁড়ে দিয়ে যেতে পারলাম না।

বেলা দুটো বাজতে যাচ্ছে তখন দেখলাম যে জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের গাড়ি তা যেন আর সবার থেকে আলাদা। ঠান্ডা যেন চাদরের মতো গায়ের উপর চেপে বসলো। আর দিনের আলোতেও যেন দূরে কুয়াশার মেঘ আকাশ ছেয়ে রয়েছে। পাহাড়ের পরিবেশ নাকি প্রতিমুহূর্তে বদলে বদলে যেতে থাকে। এতদিনের স্বপ্ন কে হাতের নাগালে পেয়ে কি করে আনন্দ উত্তেজনা প্রকাশ করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। ভূগোল বইতে পড়েছিলাম সেই ক্লাস সেভেনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেলস্টেশনের নাম ঘুম। ঘুম স্টেশনকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। অনেকের কাছেই এই বিষয়গুলো তুচ্ছ মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের চোখে তা যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো। দার্জিলিংয়ের টয়ট্রেনে চেপে শহরটা কে ঘুরে দেখার শখ মনে হয় আপামর ভারতবাসীর। গাড়ির চালক আমাদের যে হোটেলের নীচে নামিয়ে দিল সেখান থেকে হোটেলের একজন বয় আমাদের কে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। তার সঙ্গে পাহাড়ি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতেই যেন হাঁফিয়ে গেলাম। রুমে পৌঁছে দেখলাম অসম্ভব সুন্দর ঘর। বেশ গোছানো ও পরিষ্কার। হোটেলের নাম আলপাইন শুনেই পাহাড়ি একটা সুগন্ধি নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দেয়। হোটেলে স্নান করবার জন্য রয়েছে গিজার। হোটেলের ভেতরে যে তাপমাত্রা রয়েছে তাতে দিব্যি গায়ে একটা হালকা চাদর চাপিয়ে কফির সাথে আড্ডা মারতে মারতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার অবস্থান অবলোকন করা যায়। সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের ছাদে পৌঁছে সকলের সে কী উত্তেজনা।এক লাফে সবার বয়স যেন দশ কমে গিয়ে কিশোরবেলায় ফিরে গেলাম। যেখানে কোন কিছু করতে গেলে অত ভেবে করা যায় না।যেন হাতের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা অথচ তাকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পাচ্ছি না।এমন অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সাক্ষী আগে কখনো হইনি।একটু আগেই দার্জিলিংয়ে পৌঁছনোর আগের মুহূর্তে যে কুয়াশা ঘেরা মেঘের দলের কথা বলছিলাম আমাদের ছাদে আসতে দেখে তারা কোথায় উধাও হয়ে গেছে।বেনিয়াসহকলার সাতটি রং কাঞ্চনজঙ্ঘার শরীরে পড়ে আবার ঠিকরে বেরিয়ে এসে চরাচর ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। চারিদিকে আলোর রোশনাই। কোথাও কোথাও মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলা। আকাশের বুকে নীল সাদা রঙের বিশাল ক্যানভাসে ঈশ্বর যেন রংতুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছেন পাহাড় পর্বত নদীনালা সমুদ্রের অতলান্ত জলরাশি। সেই পটে আঁকা ছবির দিকে যেন বিস্মিত নয়নে মিনিটের পর মিনিট অপার বিস্ময়ে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকা যায়। বন্ধুদের ডাকাডাকিতে সম্বিত ফিরে এলো। দুপুরের খাবারের জন্য হোটেলের নীচের তলায় যেতে হবে। সারারাতের ট্রেনের ধকল আর পাহাড়ি রাস্তা পার হয়ে আসার সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর করে দিল কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই রঙিন আভা। দুপুরের খাবারের মেনুতে ছিল চিকেন, ভাজা, ডাল আর সবজি দিয়ে দুধসাদা গরম ভাত। পেটপুরে খেয়ে রুমে গিয়ে একটু খানি বসে গল্প করার পরই তৈরি হয়ে নিতে হলো। কারণ গাড়ির চালক আমাদের বলে দিয়েছে তিনটের মধ্যে খেয়ে দেয়ে বেরোতে হবে দার্জিলিংয়ে আরো কিছু বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার জন্য। প্রথমেই আমরা যেখানে গেলাম সেখানে রয়েছে একটি মিউজিয়াম। বোটানিক্যাল এবং জুলজিক্যাল দু#ধরনের সংরক্ষণ শালাই এখানে রয়েছে। চিতাবাঘ ভল্লুক পাহাড়ি শেয়াল খরগোশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ও পাখি সংরক্ষণ করে রাখা আছে। ফরমালিনে চোবানো রয়েছে অতীতের বিভিন্ন সময়ে শিকার করা পাখি ও তাদের পালক। তাছাড়াও অর্কিড জাতীয় গাছও রয়েছে।

আমারা সকলেই একটা বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হলাম কারণ যেখানে বন্যপ্রাণীদের বিচরণক্ষেত্র সেই বেড়া দেওয়া জঙ্গলের ভেতরে দশ হাত দূরের থেকে একটি বিশালাকার বাঘিনী কে দেখলাম সমানে গর্জন করে যাচ্ছে। ওখান থেকে ফেরার সময় কিছু দেশওয়ালি জেলার মানুষের সাথে মোলাকাত হলো। কিছু বৌদ্ধ লামাদের সাথে দেখা হলে তাদের সাথে ছবিও তোলা হলো। এরপরে কিছু সরকারি ও বেসরকারি চা বাগানের ভেতরে গিয়ে ঘুরে আসলাম। লক্ষ্য করলাম কেবলমাত্র মহিলাদেরকে কেন চা পাতা তোলার কাজে লাগানো হয়। কিন্তু মন কিছুটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল চাবাগান গুলো নিজের চোখে দেখে। এখানে চাবাগানের পরিচর্যায় নিয়োজিত শ্রমিকরা বছরের পর বছর নিজেদের জন্য একটু রুচি সম্মত আয়ের এবং নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু সরকার এঁদের জন্য স্থায়ী কোনো সুরাহা বা নিরাপত্তা দিতে পারে নি রোজকারের। অথচ চা বাগানের মালিক ও মধ্যস্বত্বভোগীরা মুনাফা অর্জন করে চলেছে লাখে লাখে চাবাগানের শ্রমিকদের ঘাড়ে পা দিয়ে।কাছেই একটা শুকনো চা পাতার দোকান রয়েছে। সেখান থেকে সকলেই বাড়ির জন্য, নিজেদের প্রিয়জনদের জন্য চা পাতা কিনলাম। সাথে বসে অপূর্ব সুস্বাদু দার্জিলিংয়ের বিশুদ্ধ চা খেলাম। কাছেই একটা ফুটবল স্টেডিয়ামে নিয়ে গেল আমাদের গাড়ির চালক যার অমায়িক ব্যবহার আমাদেরকে মোহিত করেছিল। স্টেডিয়ামটা উপর থেকে ছোটদের একটা খেলার মাঠের মতো মনে হলেও আসলে নীচে গিয়ে দেখলাম গ্যালারি-সহ বেশ জাঁকজমকপূর্ণ একটি স্টেডিয়াম। শহরের মধ্যেই যেহেতু আমাদের গাড়ি ঘোরাঘুরি করছিল তাই রাত হয়ে গেলেও আমাদের ফেরার ভয় ছিল না। শেষে গাড়ি করে ফেরার পথে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালক যখন জানালো এটি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ তখন বুঝলাম ইয়ারিয়া সিনেমার স্যুটিং এর একটি দৃশ্য এই কলেজেই হয়েছিল। হোটেলে ফিরে যে জায়গাটার জন্য মন আঁকুপাঁকু করছিল, পোশাক-আশাক পাল্টে এক দৌড়ে সেই ছাদে গিয়ে পড়লাম সবাই একসঙ্গে।চ আর তারপরেই একে একে অবাক হওয়ার পালা। সমতলের রাতের আকাশে যে তারা দের দেখার জন্য মাথা তুলে তাকাতে হয় এখানে তো ঠিক তার উল্টো। মাথা নীচু করে এখানে আকাশ দেখতে হয়।আর হাজার হাজার তারা বলে যাদের মনে হচ্ছে সেগুলো দূরবর্তী পাহাড়ের গায়ে গায়ে অবস্থিত বাড়ির লাইটের ঝলকানি। অথচ সেই কৃত্রিম আলো গুলোই কী রকম অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ তৈরি করেছে নিজস্ব আকাশে। একনাগাড়ে তাকিয়ে থেকেও সেই মুগ্ধতার রেশ যেন শেষ হতে চায় না। বিভিন্ন কোণ থেকে শহরের যেদিকে চোখ যায় তাকিয়ে দেখলো এমন আলোর রোশনাই ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ার মতো নয়। অন্ধকার আকাশে তারাদের ঝিকিমিকি দেখে যেন মনে হয় রূপকথার কোনও গল্পের দেশে হাজির হয়েছি।

সেই রূপকথার দেশের কথা ভাবতে ভাবতে খুব তাড়াতাড়ি রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম কারণ সকালে এমন এক বিরল ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছি যার জন্য ছোটবেলা থেকেই অপেক্ষা করে ছিলাম।

ভোর তখন চারটে। দিনের আলোর ক্ষীণও রূপও তখন দার্জিলিংয়ের আকাশে বাতাসে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু আমরা সবাই তৈরি হয়ে গাড়ির কাছে উপস্থিত হয়ে গেছি। বাইরে বেশ ঠান্ডা পড়েছে তাই গায়ে শোয়েটার আর গলায় মাফলার চাপিয়ে নেওয়া দস্তুর মনে হলো। পাহাড়ি রাস্তার গা বেয়ে ভোররাতের স্নিগ্ধ আলোয় বাইরে বেরিয়ে পড়ার আমেজই আলাদা। বাতাসের মিষ্টি অভ্যর্থনা যেন জানান দিচ্ছে টাইগার হিল আর বেশি দূরে নয়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গাড়ি যখন এগিয়ে চলেছে বাতাসে শাল সেগুন ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা গুলো শিরশির করে দুলছে।

টাইগার হিলে যখন পৌঁছলাম তখনো রাতের অন্ধকারের গায়ে আলোর কোনও হানাদারি মনোভাব নেই। যেহেতু জায়গাটি তখনো ভীড়ের মধ্যে তখনো পড়েনি তাই আমরা একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। একজন চা বিক্রেতার কাছে চা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে গল্পে মশগুল হয়ে গেলাম।আর শরীর টাকে একটু শীতের কনকনে ঠান্ডা থেকে সেঁকে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। ততক্ষণে আস্তে আস্তে ভীড় জমতে শুরু করেছে। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বড় বড় কামানের মত সব ক্যামেরা নিয়ে সব তাকে করিয়ে রয়েছে পূব আকাশের দিকে। কখন সূর্যদেব তার দর্শন দেবে। অধীর আগ্রহে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি। যা এখানে প্রতিদিনকার ঘটনা, কেউ দেখুক বা না দেখুক যুগ যুগ ধরে এই অকৃত্রিম নৈসর্গিক সৌন্দর্য এখানে বিরাজ করে চলেছে। তাই আমাদের মত ভ্রমণকারীদের কাছে এই সময়টুকুর মূল্য অনেক।এক মুহূর্ত চোখের পাতা নড়েনা কখন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড় ভেদ করে চরাচরকে আলোকোজ্জ্বল করে সূর্যোদয় হবে। অবশেষে সব প্রতিক্ষার অবসান হতে শুরু করল। যে দৃশ্য দেখলাম তা ভাষায় প্রকাশ করার মত শব্দচয়ন করতে আমি পারবো না। তবুও সূর্যের প্রথম আলো ঠিকরে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার উপর পড়লো তখন মনে হলো যেন সমস্ত রাতের জমিয়ে রাখা ভালোবাসা আর আবেগে সূর্যদেব চুমু করলেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায়। আস্তে আস্তে যখন চূড়ার উপর দিয়ে সূর্যের প্রথম দর্শন পেলাম ততক্ষণে সাত রঙা আলোয় উদ্ভাসিত কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়। দার্জিলিং শহরের ঘুম ভাঙিয়ে সূর্যদেব তার আপন কাজে মন দিলেন। আর পাহাড়ের চূড়া থেকে ঠিকরে পড়া আলোয় মনে হচ্ছে সোনা গলা রোদ বেরিয়ে আসছে পর্বতের শরীর থেকে। হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত। সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত হয়ে যায় মন।। কিন্তু এত বাঁধা পেরিয়ে তার কাছে পৌঁছানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফেরার পথে গাড়ির সামনের কাচ দিয়ে বারবার দেখে নিচ্ছিলাম পাহাড়ের গায়ে সোনা গল রোদকে।

কীভাবে যাবেন- শিয়ালদহ থেকে পদাতিক এক্সপ্রেসে জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি থেকে চারচাকা গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় একক বা শেয়ারে।

কোথায় থাকবেন- থাকার জন্য অনেক ভালো ভালো হোটেল রয়েছে। খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা হোটেলে থাকে।

কখন যাবেন- জুন জুলাইয়ের দুমাস একটু বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।তাই এই সময়টা বাদ দিয়ে বছরের যেকোনো সময় ঘুরে আসা যায়।

ভ্রমণকাহিনি পাঠান এই মেইলে—
dainikstatesman1890@gmail.com

উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৪

লখনউ, ২০ মে— উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মালদহের চার বাসিন্দার। মঙ্গলবার গভীর রাতে জাতীয় সড়কে দুটি চারচাকা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আরও দুই জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ও আহতরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার বাসিন্দা। তাঁরা বারাণসীতে হাফেজি পড়াশোনা করতেন। কয়েক দিন আগে তাঁরা বেরেলিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মঙ্গলবার রাতে ভাড়া করা একটি গাড়িতে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। সেখান থেকে ট্রেনে বারাণসী ফেরার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের।

মান্ডি ধনৌরা পুলিশ সার্কেল অফিসার অঞ্জলি কাটারিয়া জানান, গাজরৌলা থানার অন্তর্গত জাতীয় সড়কে নাইরা পেট্রল পাম্পের কাছে দ্রুতগতির একটি গাড়ির সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মালদহের বাসিন্দা মাসুদ, নাসিমুল ও হাশিম। এছাড়া গাড়ির চালক রামপুর জেলার সলমনও প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন মালদহের আরও দুই বাসিন্দা হাসনাইন ও চুনান। হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য জেলা মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়রা পৌঁছনোর পর তাঁদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

লিফটের ফাঁকে আটকে দেড় ঘণ্টা, পুনেতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ৭ বছরের শিশুর

পুনে, ২০ মে— খেলার ছলে আবাসনের লিফটে ঢুকে পড়েছিল ৭ বছরের এক শিশু। কিন্তু সেই খেলার মুহূর্তটিই যে তার জীবনের শেষ অধ্যায় হয়ে উঠবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের সিনহগড় রোড সংলগ্ন নিম্বাজনগর এলাকার একটি আবাসনে লিফট দুর্ঘটনায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। সিনহগড় রোড থানার সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর বিনয় পাটঙ্কর দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

মৃত শিশুর নাম শিবাংশ শৈলে ধুত। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ‘রিদ্ধি সিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট’ নামে ওই আবাসন চত্বরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন সন্ধ্যায় আবাসনের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল শিবাংশ। খেলতে খেলতে সে লিফটের দিকে চলে যায় এবং কৌতূহলবশত একাই লিফটের ভিতরে ঢুকে পড়ে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, লিফটের ভিতরে ঢুকে সে অনেকগুলি বোতাম টিপে দেয়। এর ফলে লিফটটি অনিয়ন্ত্রিতভাবে ওপর-নিচ করতে শুরু করে বলে অনুমান। সেই সময়ই দুর্ঘটনাক্রমে লিফটের দুই দরজার মাঝখানের সরু ফাঁকা অংশে সে আটকে যায়।

দীর্ঘ সময় ধরে শিশুটিকে খুঁজে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তার পরিবারের সদস্যরা। আবাসনের বাসিন্দারাও খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর লিফটের কাছে গিয়ে তাঁরা হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি দেখতে পান—লিফটের বাইরের দরজা ও ভেতরের কোলাপসিবল গেটের মাঝখানের সরু ফাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় আটকে রয়েছে শিশুটি।

সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন

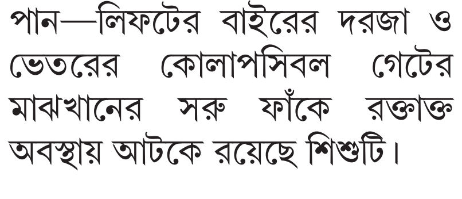

দিল্লি, ২০ মে— মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে বুধবার সোনা ও রুপোর দামে বড় পতন দেখা গেল। গত পাঁচ দিনে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ৩৩ হাজার টাকার বেশি কমেছে। সোনার দামও নিম্নমুখী। তবে এমসিএক্সে দর কমলেও দেশীয় বাজারে সোনা ও রুপোর খুচরো দাম কিছুটা বেড়েছে।

ফ্রান্সে মোদী ও ট্রাম্পের বৈঠকের সম্ভাবনা

দিল্লি, ২০ মে— আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যেই আগামী মাসে ফ্রান্সে মুখোমুখি হতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১৫ থেকে ১৭ জুন ফ্রান্সের ইভিয়ান-লে-ব্যাঁ শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জি-৭ সম্মেলন। সেই সম্মেলনের ফাঁকে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ভারত জি-৭ গোষ্ঠীর স্থায়ী সদস্য নয়। তবে বিশেষ আমন্ত্রিত দেশ হিসেবে প্রতি বছরই এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে থাকে ভারত। এবছর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই সম্মেলনে ট্রাম্পেরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এই দুই রাষ্ট্রনেতার সম্ভাব্য বৈঠক ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

কূটনৈতিক মহলের মতে, যদি এই বৈঠক হয় তবে গত প্রায় দেড় বছরের মধ্যে প্রথমবার মুখোমুখি বসবেন মোদী ও ট্রাম্প। এর আগে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে তাঁদের শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ইরান ও পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই প্রণালী দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক পঞ্চমাংশ অপরিশোধিত তেল পরিবাহিত হয়। সাম্প্রতিক সংঘাতের কারণে এই রুটে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহে চাপ পড়েছে এবং তার প্রভাব ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশেও পড়ছে।

নজর জি-৭ সম্মেলনে

এই পরিস্থিতিতে জি-৭ সম্মেলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মঞ্চ হিসেবে দেখছে আন্তর্জাতিক মহল। বিশেষ করে মোদী ও ট্রাম্পের সম্ভাব্য বৈঠক বাণিজ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার মতো ইস্যুতে নতুন দিশা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা নিয়েও আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলোচনা চলছে। এই প্রেক্ষাপটে দুই নেতার সম্ভাব্য বৈঠক নতুন করে কূটনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। যদি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় তবে বাণিজ্য চুক্তি, শুল্কনীতি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ইস্যুতে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাদক খাইয়ে ধর্ষণ, ভিডিও ফাঁসের হুমকি

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর লাগাতার নির্যাতন, তরুণীর রহস্যমৃত্যু

গোয়ালিয়র, ২০ মে— হোটেলে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাদক খাইয়ে অচেতন করে ধর্ষণ, সেই ঘটনার ভিডিও ও নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে ফের ধর্ষণ। এরপর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার পর লাগাতার অপমান ও হুমকি। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে এক ২৫ বছরের তরুণীর মৃত্যু ঘিরে এমনই ভয়াবহ ও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে এসেছে। তদন্তে নেমে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণী গোয়ালিয়রে পিএইচডি করছিলেন। সেই সময় এক বান্ধবীর দাদা যোগেশ রাওয়াতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতার রূপ নেয়। অভিযোগ, সেই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে যোগেশ তাঁকে একটি হোটেলে ডেকে নিয়ে যায় এবং পানীয়তে মাদক মিশিয়ে অচেতন করে তাঁকে ধর্ষণ করে এবং আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও তুলে রাখে।

তদন্তকারীদের দাবি, জ্ঞান ফেরার পর অত্যন্ত ভয় পেয়ে যান ওই তরুণী। তখন তাঁকে ‘বিয়ে করব’ বলে আশ্বাস দেয় অভিযুক্ত। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই একই হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ফের ধর্ষণ করা হয়। সেই সময় ভিডিও ফাঁস করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ১৩ ও ১৫ মার্চ পরপর এই ঘটনা ঘটে। এরপর মাসখানেকের মধ্যেই তরুণীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরীক্ষা করে জানা যায় তিনি অন্তঃসত্ত্বা। বিষয়টি জানার পর তরুণী বাড়িতে ফিরে আসেন।

অভিযোগ আরও গুরুতর হয় যখন অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পরও অভিযুক্ত ও তার পরিবারের সদস্যরা তরুণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এমনকি অভিযুক্তের দুই বোন—যাঁদের একজন তরুণীর বান্ধবী বলেও জানা গিয়েছে—তাঁরা বাড়িতে এসে তাঁকে অপমান করেন ও হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে ওঠে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ মে ওই তরুণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু এরপরই নিজের ভাইয়ের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যা বলে মনে করছে পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা, লাগাতার মানসিক নির্যাতন, হুমকি ও সামাজিক অপমান সহ্য করতে না পেরেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ দ্রুত তদন্তে নেমে প্রধান অভিযুক্ত যোগেশ রাওয়াতকে গ্রেপ্তার করেছে। পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে আরও কেউ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

একের পর এক ট্রেনে আগুন

নাশকতার আশঙ্কা প্রকাশ রেল মন্ত্রকের

—ফাইল চিত্র

দিল্লি, ২০ মে— দেশের রেলপথে আতঙ্কের ছায়া। একের পর এক ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কপালে ভাঁজ পড়েছে রেল কর্তৃপক্ষের। রাজস্থান থেকে পশ্চিমবঙ্গ, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সম্প্রতি একের পর এক আগুন লাগার ঘটনাগুলিকে আর নিছক দুর্ঘটনা বলে মানতে নারাজ কেন্দ্র। গত এক সপ্তাহে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর এবার নাশকতার আশঙ্কা প্রকাশ করল রেল মন্ত্রক। কেন্দ্রের দাবি, প্রাথমিক তদন্তে একাধিক ঘটনায় সমাজবিরোধী শক্তির জড়িত থাকার ইঙ্গিত মিলেছে। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করতেই পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটানো হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি রাজস্থানের অমরপুরা ও কোটা, বিহারের সাসারাম এবং পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনা সামনে এসেছে। এরপরই তদন্তে নামে রেল কর্তৃপক্ষ ও রেল সুরক্ষা বাহিনী বা আরপিএফ। প্রতিটি ঘটনাকেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে রেল মন্ত্রক।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা হাওড়া-রক্সৌল মিথিলা এক্সপ্রেসে। অভিযোগ, ট্রেনের একটি জেনারেল কামরার শৌচাগার থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। তদন্তে সেখানে একটি আধপোড়া কাপড় উদ্ধার হয়েছে, যাতে পেট্রলের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি রেলের। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ৪টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, গত ১৭ মে তিরুবনন্তপুরম-হজরত নিজামুদ্দিন রাজধানী এক্সপ্রেসেও আগুন লাগার ঘটনায় নাশকতার তত্ত্ব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের রতলাম জেলার লুনি রিছা ও বিক্রমগড় আলোট স্টেশনের মাঝখানে চলন্ত ট্রেনের বি-১ এসি কামরার শৌচাগার সংলগ্ন অংশে আগুন লাগে। সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রথম আগুন দেখতে পান যাত্রীরা। পরে রেলকর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেন।

রাজস্থানের অমরপুরা স্টেশনের কাছেও ট্রেনের বিছানাপত্র বা চাদরে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরানোর চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। একইভাবে বিহারের সাসারামে একটি ফাঁকা কামরার ভিতরে জ্বলন্ত বস্তু ছুড়ে ফেলার ঘটনাও তদন্তে উঠে এসেছে।

রেল মন্ত্রকের বক্তব্য, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির মধ্যে এক ধরনের মিল রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, কিছু সমাজবিরোধী ব্যক্তি রেল ব্যবস্থার ভিতরে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট সংগঠন বা ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে ট্রেন ও স্টেশন চত্বরে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। আরপিএফ এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে। পাশাপাশি যাত্রীদেরও সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়েছে রেল। কোনও সন্দেহজনক বস্তু বা কারো অস্বাভাবিক আচরণ চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে রেল হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এ জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের অন্যতম বৃহৎ গণপরিবহণ ব্যবস্থায় নিরাপত্তা জোরদার করা এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ঘটনাগুলিকে নিছক দুর্ঘটনা হিসেবে দেখতে নারাজ রেল কর্তৃপক্ষও।

চট্টগ্রামে ভারতীয় উপ-হাই কমিশনে আধিকারিকের রহস্যমৃত্যু

ঢাকা, ২০ মে— বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ভারতীয় উপ-হাই কমিশন চত্বর থেকে এক ভারতীয় আধিকারিকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কূটনৈতিক মহলে। মৃতের নাম নরেন ধর। তাঁর বয়স ৩৫ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। তিনি হাই কমিশনের প্রোটোকল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে ঘটনাটিকে ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তদন্ত চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রামের খুলশী এলাকায় অবস্থিত ভারতীয় উপ-হাই কমিশনের ভিসা ভবন বা দোতলার একটি জায়গা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার আমিনুর রশিদ জানান, সকালে হাই কমিশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নরেন ধর ওই ভবনের দোতলার ডেটা এন্ট্রি রুম সংলগ্ন একটি ঘরে থাকতেন। সেই ঘরের বাথরুমের সামনের মেঝেতে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি।

খুলশী থানার ওসি মোহাম্মদ আরিফুর রহমান জানিয়েছেন, ঘর থেকে কিছু ওষুধ এবং ব্যক্তিগত সামগ্রী এবং পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বাথরুমে যাওয়ার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। হৃদরোগ বা স্ট্রোকের কারণেও মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তা এখনও নিশ্চিত নয়।

পুলিশ আধিকারিক আমিনুর রশিদ বলেছেন, ‘ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। আমরা অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছি। তদন্ত চলছে।’ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, প্রাথমিক তদন্তে কোনও সন্দেহজনক আঘাতের চিহ্ন না মিললেও ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখছে পুলিশ। ভারতের হরিয়ানা বা চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হলেও সরকারিভাবে এখনও তাঁর পরিচয়পত্র যাচাইকরণ চলছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের কূটনৈতিক মহলেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভারতীয় উপ-হাই কমিশন বা ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় মিশনের তরফে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। সব মিলিয়ে, চট্টগ্রামের ভারতীয় উপ-হাই কমিশন চত্বরে এই আধিকারিকের আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই এখন তাকিয়ে তদন্তকারী সংস্থা ও কূটনৈতিক মহল।

নরওয়ের সংবাদপত্রে মোদীর ‘সাপুড়ে’ ব্যঙ্গচিত্র, সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া

দিল্লি, ২০ মে— নরওয়ে সফরে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ঘিরে বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে একটি কার্টুন প্রকাশকে কেন্দ্র করে। নরওয়ের অন্যতম প্রভাবশালী সংবাদপত্র আফতেনপোস্টেন-এ প্রকাশিত একটি রাজনৈতিক কার্টুনকে ঘিরে সমাজমাধ্যমে প্রবল ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। কার্টুনে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ‘সাপুড়ে’ রূপে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ। অনেকের মতে এটি অত্যন্ত কুরুচিকর, অবমাননাকর এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রতিফলন।

প্রকাশিত কার্টুনে দেখা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাতে একটি সাপুড়ের বাঁশি রয়েছে এবং সামনে থাকা ঝাঁপি থেকে সাপের বদলে বেরোচ্ছে পেট্রল পাম্পের জ্বালানির পাইপ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তেল নিয়ে সঙ্কট এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ব্যঙ্গ করতেই এই কার্টুন আঁকা হয়েছে। এটি একটি মতামতমূলক নিবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল, যার শিরোনাম অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায়—‘একজন চালাক এবং কিছুটা বিরক্তিকর মানুষ’।

কার্টুন প্রকাশের পর থেকেই সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বহু নেটিজেন দাবি করেন, এর মাধ্যমে শুধু প্রধানমন্ত্রী মোদী নন, গোটা ভারতকেই অপমান করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, আধুনিক প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারতের অগ্রগতিকে উপেক্ষা করে এখনো এই দেশকে ‘সাপুড়ের দেশ’ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে খরিফ মরশুমে সার সঙ্কট

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের

চেন্নাই, ২০ মে— বর্ষাকালীন খরিফ ফসলের মরশুমে তামিলনাড়ুতে সারের সঙ্কট তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ইউরিয়া, ডিএপি ও এমওপি—এই তিনটি প্রধান সারের ঘাটতির কারণে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে জরুরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় উল্লেখ করেছেন, এপ্রিল ও মে মাসে রাজ্যে সারের সরবরাহে গুরুতর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরিয়া, ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট বা ডিএপি এবং মিউরেট অফ পটাশ বা এমওপি-র পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে তিনি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো চিঠি অনুযায়ী, ২০২৬-এ খরিফ মরশুমের বাকি সময়ের জন্য তামিলনাড়ুর প্রয়োজন প্রায় ৩.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ১.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি এবং ০.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি। দ্রুত এই পরিমাণ সরবরাহ নিশ্চিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের কৃষি দপ্তরের সঙ্গে সাম্প্রতিক পর্যালোচনা বৈঠকের পর এই ঘাটতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। রাজ্য সরকারের দাবি, নির্ধারিত বরাদ্দের তুলনায় তামিলনাড়ু ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৯ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া, ২৮ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি এবং ২৪ হাজার মেট্রিক টন এমওপি কম পেয়েছে।এই ঘাটতির ফলে খরিফ মরশুমে বীজ বপনের ক্ষেত্রে এবং চাষাবাদে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সময়মতো সার না পৌঁছালে ধান-সহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে, যা ভবিষ্যতে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করতে পারে বলে আশঙ্কা।

এদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এই সঙ্কটকে আরও জটিল করে তুলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে ভারতে সার আমদানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রুট হরমুজ প্রণালী। ইরানের সঙ্গে সংঘাতের কারণে এই প্রণালীতে বিঘ্ন ঘটায় আমদানি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু তামিলনাড়ুই নয়, দেশের অন্যান্য কৃষিনির্ভর রাজ্যগুলিও এই পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে। ফলে দ্রুত কেন্দ্র-রাজ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়া জরুরি।

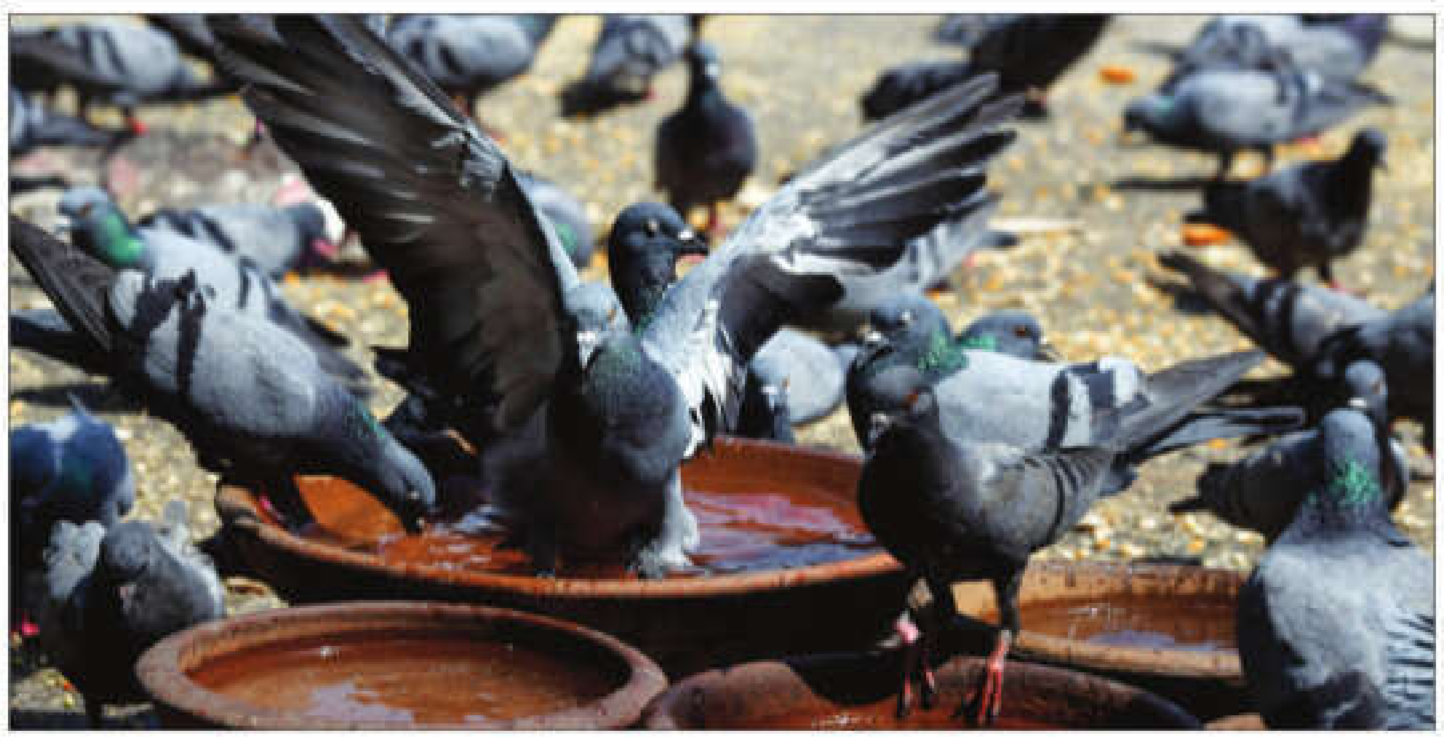

বুধবার দিল্লিতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে রাস্তার ধারের পাত্র থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করছে পায়রার দল। —এএনআই

শ্রমিক সুরক্ষায় কেন্দ্রের নতুন নির্দেশ

একটানা ৫ ঘণ্টার বেশি কাজ নয়, বাধ্যতামূলক ৩০ মিনিটের বিরতি

দিল্লি, ২০ মে— দেশের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক। নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কোনও কর্মীকে একটানা ৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। বাধ্যতামূলকভাবে অন্তত ৩০ মিনিট বিশ্রামের জন্য বিরতি দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় একটানা কাজের ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়া এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে মন্ত্রক।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে কর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে একটানা কাজ করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষ করে কারখানা, নির্মাণক্ষেত্র, বেসরকারি অফিস এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে এই বিরামহীন কাজ চলতে থাকে। এর ফলে কাজের গুণমানের পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। শ্রমমন্ত্রকের নতুন নির্দেশে সেই নেতিবাচক প্রবণতা রুখতেই এই কঠোর নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কর্মদিবসের মধ্যে কাজের সময় এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে কোনও সেশনে একটানা ৫ ঘণ্টার বেশি না হয়। প্রতিটি সেশনের পর অন্তত ৩০ মিনিটের বিশ্রাম বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিফট ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে মন্ত্রক।

শ্রম বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত শ্রমিক কল্যাণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দীর্ঘক্ষণ একটানা কাজ শুধুমাত্র ক্লান্তিই বাড়ায় না, বরং ভুল সিদ্ধান্ত ও দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। বিশেষ করে উৎপাদন শিল্প, পরিবহন ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে এই নিয়ম কার্যকর হলে কর্মীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে।

তবে শিল্পমহলের একাংশ মনে করছে, নতুন নিয়ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বাড়তি চাপ পড়তে পারে। শিফট পুনর্গঠন, অতিরিক্ত জনবল এবং উৎপাদন পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক জানিয়েছে, শ্রমিকদের কল্যাণই তাদের প্রধান অগ্রাধিকার। কর্মক্ষেত্রে মানবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে আরও কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সব মিলিয়ে, এই নতুন নির্দেশ কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

মাত্র কয়েকদিনে লক্ষাধিক সদস্য

সমাজমাধ্যমে চর্চার কেন্দ্রে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’

দিল্লি, ২০ মে— নাম শুনলেই কেউ অবাক হয়ে যাচ্ছেন, কেউ বা আবার হাসিতে ফেটে পড়ছেন। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সমাজমাধ্যমে তুমুল আলোচনার ঝড় তুলেছে এই দল। এটি একটি নতুন ও ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক মঞ্চ—‘ককরোচ জনতা পার্টি’। নিজেদের পরিচয় তারা দিচ্ছে 'যুবদের দ্বারা, যুবদের জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ' হিসেবে। আর তাদের ঘোষিত মূলমন্ত্র — 'ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, অলস।'

সূত্রের খবর, এই ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক উদ্যোগের পিছনে রয়েছেন অভিজিৎ দীপকে নামে এক রাজনৈতিক কৌশলী। তিনি অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমাজমাধ্যম কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে বিদেশে বাস করছেন এই তরুণ। তিনিই অনলাইনে একটি গুগল ফর্ম শেয়ার করে এই মঞ্চে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

অভিযোগ, একটি বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে অনলাইনে প্রতিক্রিয়া থেকেই এর সূচনা। সেই পোস্টে অভিজিৎ 'বেকার, অলস, সারাক্ষণ অনলাইনে থাকা এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে সক্ষম' —এই ধরনের শর্তে সদস্যদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

প্রাথমিকভাবে এটি একটি ইন্টারনেট কৌতুক হিসেবে শুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই তা ব্যাপক সাড়া ফেলে। বিভিন্ন দাবি অনুযায়ী, কয়েক হাজার থেকে লক্ষাধিক মানুষ ইতিমধ্যেই এই ‘দলে’ যুক্ত হয়েছেন। সমাজমাধ্যমেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই মঞ্চের নাম ও কার্যক্রম।

আলোচনায় আসে রাজনৈতিক মহলের পরিচিত মুখরাও। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং কীর্তি আজাদও সমাজমাধ্যমে মজার ছলে এই দলে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ব্যঙ্গাত্মকভাবে তাঁদের ‘স্বাগত’ জানায় সংগঠনটি।

দলের তরফে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কৃত্রিম মেধা-নির্ভর গান, ভার্চুয়াল প্রচার এবং ভার্চুয়াল সম্মেলনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের প্রচারমূলক বার্তায় শোনা যাচ্ছে ব্যঙ্গাত্মক স্লোগান ও সঙ্গীত, যেখানে বাস্তব রাজনীতির নানা অসঙ্গতিকে কটাক্ষ করা হয়েছে। তবে শুধু ব্যঙ্গ নয়, রাজনৈতিক বক্তব্যও উঠে এসেছে এই মঞ্চের ইস্তেহারে। ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, দলবদল বিরোধী কঠোর আইন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, নারী সংরক্ষণ এবং দুর্নীতি বিরোধী অবস্থানের মতো বিষয়গুলোও সেখানে স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে, সমাজকর্মী ও তথ্য অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা কিছু প্রস্তাবে সমর্থন জানালেও এখনও এই সংগঠন আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল হিসেবে রেজিস্টার্ড নয়। ফলে এটি আদৌ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, নাকি শুধুই ডিজিটাল ব্যঙ্গচর্চা নিয়ে থাকবে সেই নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনা ভারতের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে নতুন ধরনের অনলাইন ব্যঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতিফলন। তবে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বাস্তব রাজনীতিতে কতটা পড়বে তা সময়ই বলবে।

ময়দানী রঙমশাল

বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট

আইপিএল ক্রিকেটের কলকাতায় শেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ইডেন উদ্যানে আগামী রবিবার। এই ম্যাচ শেষে কলকাতার দর্শকরা আবার বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলবেন। এবারের এই প্রতিযোগিতায় ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে এগিয়ে এলেন শ্রাচী ট্রাইবস রথ টাইগার্স। এই প্রথম তারা ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হল। আসলে বাংলার ক্রিকেটকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এই প্রয়াস। সংস্থার অন্যতম কর্ণধার গৌর গুপ্তা বলেন, এটা মনে রাখতে হবে, যে কোনও প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যটা কখনও বড় হতে পারে না। আসল কথা হল খেলার সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং অংশ নেওয়া। শারীরিক দিক দিয়ে উন্নত হওয়া যায়। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রাহুল টোডি বলেছেন, কলকাতার ক্রীড়াঙ্গণে ক্রিকেট বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। তাই আশা করা যায়, এই টুর্নামেন্ট সবার মনে বিশেষ জায়গা করে নিতে পারবে।

●

প্যারা অ্যাথলিটদের পাশেও ক্রীড়ামন্ত্রী

নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রমানিক ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক স্তর থেকে জাতীয় স্তরে যে সমস্ত ক্রীড়াবিদরা বাংলার হয়ে পদক নিয়ে আসবেন, তাঁদের বিশেষভাবে আর্থিক সম্মানিত করা হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে চাকরি দেওয়ার কথাও ভাবা হয়েছে। বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন ক্রীড়াবিদদেরও এই প্রয়াসে যুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা যদি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে পদক জয়ের কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, তাঁদেরও একইভাবে সম্মানিত করা হবে। এই সংবাদে স্পেশাল অলিম্পিক ভারতের সহসভাপতি ও স্পেশাল অলিম্পিক ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টারের সভাপতি পবন কুমার পাটোদিয়া ক্রীড়ামন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এইসব ক্রীড়াবিদরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসেন। তাঁরা অনেক কষ্ট করে বাংলাকে শুধু সমৃদ্ধ করেন না, ভারতীয় মঞ্চকেও আলোকিত করে থাকেন। ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক তাঁদের যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অবশ্যই অভিনব।

●

অসুস্থ ইস্টবেঙ্গল ফুটবল সচিব

মঙ্গলবার রাতে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল সচিব সৈকত গঙ্গোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, এদিন রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরেন তিনি। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরিবারের লোকেরা কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে, কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তবে, আইসিইউতে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন লাল-হলুদের ফুটবল সচিব।

●

ইস্টবেঙ্গল পাশ, ফেল মোহনবাগান আর মহামেডান

আগামী ২০২৬-২৭ মরসুমের জন্য ক্লাব লাইসেন্সিং পরীক্ষার প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। বুধবার তাদের পক্ষ থেকে যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে তাতে শর্তসাপেক্ষে কলকাতা থেকে একমাত্র ক্লাব হিসেবে ছাড়পত্র পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। পাশাপাশি, ক্লাব লাইসেন্স পরীক্ষায় পাশ করেছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, জামশেদপুর এফসি, মুম্বই সিটি এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, এফসি গোয়া ও পাঞ্জাব এফসি। অন্যদিকে, কলকাতার অপর দুই ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লাইসেন্স পরীক্ষায় ছাড়পত্র পায়নি। এছাড়াও, এই তালিকায় রয়েছে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি, ওড়িশা এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্স ও ইন্টার কাশীও ক্লাব লাইসেন্স পরীক্ষায় চূড়ান্ত ব্যর্থ। এদিন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ব্যর্থ হওয়া ক্লাবগুলো নিয়ম অনুযায়ী আপিল বা জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ ছাড়ের আবেদন করতে পারবে।

এদিকে মোহনবাগান জেসি মুখার্জি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের শেষ আটের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয় তুলে নিল। ইস্টবেঙ্গল ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান করে। তার জবাবে মোহনবাগান ৮ ওভারে ৬৫ রান করে। রান রেটের বিরুদ্ধে মোহনবাগান জয়লাভ করে।

ইডেনে বৃষ্টি, শুরুতেই কলকাতার আক্রমণ মুম্বাইকে

নিজস্ব প্রতিনিধি— ইডেনে বৃষ্টি। আট ওভারে মুম্বাই দল ৪ উইকেট হারিয়ে ৫৭ রানের মাথায় যখন খেলছে, তখন অঝোরে বৃষ্টি নামল। প্রতিপক্ষ কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলাররা বৃষ্টি থেকে বাঁচতে ছুটে গেলেন ড্রেসিং রুমে। টসে জিতে বুধবার কলকাতা নাইট রাইডার্স দল ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়।

শুরুটা বেশ ভালোই করেছিল কলকাতা। সৌরভ দুবে ও ক্যামেরন গ্রিন যেভাবে বল হাতে আক্রমণ শানিয়েছেন তাতে মুম্বাই দল বেশ চাপে পড়ে যায়। আসলে কলকাতা দলের কাছে এই ম্যাচটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ম্যাচ জিততে না পারলে তারা শেষ চারের খেলার অঙ্কে টিকে থাকতে পারবে না। তাই অঙ্ক কষে প্রতিপক্ষ মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দেয়। রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদব আবারও ব্যর্থ হলেন। এই দুই ব্যাটসম্যানই ১৫ রান করে আউট হয়ে যান। সবাই আশা করেছিলেন হয়তো রোহিত দুরন্ত ব্যাট করবেন। কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হল না। সূর্যকুমার ছন্দে ফিরতে গিয়ে তিনিও উইকেটটি হারান।

রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদবকে আউট করেন সৌরভ দুবে। ওপেনার রিয়ান রিকেলটন মাত্র ৬ রান করে প্যাভিলিয়নে চলে যান। ক্যামেরন গ্রিন যেমন এই উইকেটটি নিয়েছেন, তেমনই আবার নমন ধীরের উইকেটটা তাঁর দখলে আসে। অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া ও তিলক বর্মা পঞ্চম উইকেট জুটিতে স্বচ্ছন্দে খেলার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখেননি। তিলক ও হার্দিক ৭ রান করে উইকেটে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ওই সময়ই ইডেনকে ভিজিয়ে দেয় বৃষ্টি। উইকেটে যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, তার জন্য মাঠবন্ধুরা ত্রিপল দিয়ে মাঠ ঢেকে দেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বৃষ্টি থামলেও, আম্পায়াররা কী সিদ্ধান্ত নেন সেই অপেক্ষায়।

ইস্টবেঙ্গলের খেতাব জয়ের অপেক্ষা শুধু নব্বই মিনিট : অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি— ‘চক দে ইন্ডিয়া’, ‘চক দে ইস্টবেঙ্গল’— সেই বিখ্যাত স্লোগানেই বুধবার যুবভারতীর প্রেস কনফারেন্স রুম প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল। তবে, কিছুটা অন্যভাবে। আর এবারের বক্তার নাম ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। আইএসএলের শেষ ম্যাচে ইন্টার কাশীর বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে নামার আগে লাল-হলুদ কোচ স্পষ্ট জানিয়ে গেলেন, আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের খেতাব জয়ের মাঝে আর মাত্র নব্বই মিনিট। আর এই নব্বই মিনিট মাঠে খেলোয়াড়দের জীবন বাজি রাখার বার্তা দিলেন স্প্যানিশ হেড স্যার অস্কার ব্রুজো।

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখালো অস্কারকে। তিনি স্পষ্ট বলেন, মরসুমের শুরু থেকে একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চেয়েছিলেন তিনি। সেইলক্ষ্যে পুরোপুরি সফল তাঁর দল। আপাতত তাই অস্কারের লক্ষ্য, ‘একটা ম্যাচ, একটা ট্রফি।’ ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, গত ২২ বছরে জাতীয় পর্যায়ে লিগ জিততে পারেনি লাল-হলুদ ব্রিগেড। এবার সেই আক্ষেপ ঘোচানোর সুযোগ রয়েছে মিগুয়েল, রশিদ, সিবিলেদের সামনে। তবে, মহাগুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে কিছুটা হলেও সংযমী ইস্টবেঙ্গল কোচ। প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী লিগ টেবলে নিচের দিকে থাকলেও তাদেরকে যথেষ্ট সমীহ করছেন তিনি।

তাঁর মতে, অভিজিৎ মন্ডলের দলের কাছে হারানোর কিছু নেই। তার উপর ঘরের মাঠে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে বেশ দাপটের সঙ্গে রুখে দিয়েছিল তারা। তাই, ম্যাচটা খুব একটা সহজ হবে না বলেই মনে করছেন অস্কার। যদিও, তাঁর দলও যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি তা জানাতে ভুললেন না লাল-হলুদ কোচ।

কোচ অস্কার এদিন আরও বলেন, চলতি মরসুমে ইস্টবেঙ্গলের ধারাবাহিক পারফরম্যান্সই আজ তাদের চ্যাম্পিয়নশিপের দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে। একই সঙ্গে,

সুপার কাপ ফাইনাল সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এবং সাম্প্রতিক সময়ে ডার্বি ম্যাচে মুহূর্তের ভুল থেকে থেকে শিক্ষা নিয়ে দল আরও পরিণত হয়েছে বলে মনে করছেন লাল-হলুদ কোচ। তাঁর কথায়, দলের খেলোয়াড়রা শিখেছে ছোট ভুলও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শাস্তি দিতে পারে। তাই, আজ একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চান না তিনি। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে ৯০ মিনিটের চূড়ান্ত লড়াই শেষে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে মরিয়া অস্কার ব্রুজো। তবে সমর্থকরা মাঠে লালরিনদিকাকে দেখতে পাবেন না বলে কিছুটা হলেও হতাশ।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্টের তালিকায় একধাপ উঠে এল বাংলাদেশ

আবুধাবি— বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টেও পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিল। বাংলাদেশ ৭৮ রানে হারিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানকে। এই জয়ের ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্টের তালিকায় উঠে এল বাংলাদেশ। এই জয়ের ফলে পয়েন্টের তালিকায় ভারতকে এক ধাপ নিচে নেমে যেতে হয়েছে। চারটি টেস্ট খেলে দু’টিতে জয়লাভ করে বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। একটি ম্যাচ ড্র হয়ে যায় আর অন্য একটি ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়ে দেয় পাকিস্তান। সেই কারণেই বাংলাদেশের পয়েন্ট শতাংশ ৫৮.৩৩। যার ফলে বাংলাদেশের জায়গা হয়েছে পঞ্চম স্থানে। আর ভারতের অবস্থান হল ষষ্ঠতে। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে এই পরিসংখ্যান উন্নতি করাই প্রধান লক্ষ্য থাকবে ভারতের। অবশ্য তার আগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট রয়েছে ভারতের মাটিতে। তবে সেটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত নয়।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সকলের উপরে গত বারের রানার-আপ অস্ট্রেলিয়া। আটটি টেস্ট খেলে তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৮৭.৫০। এর পরে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৭৭.৭৮। তারপরেই রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা (৭৫), শ্রীলঙ্কা (৬৬.৬৭) এবং বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ ২৭৮ রান তুলেছিল।

পাকিস্তান শেষ হয়ে যায় ২৩২ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে মুশফিকুর রহিমের শতরানের সৌজন্যে ৩৯০ রান তোলে বাংলাদেশ। টেস্ট জিততে পাকিস্তানের লক্ষ্য ছিল ৪৩৭ রান। বুধবার পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয় ৩৫৮ রানে। ৭৮ রানে হেরেছে তারা।

এদিকে পাকিস্তান ৭৮ রানে হেরে যাওয়ার কারণে লজ্জার নজির গড়ল তারা। ম্যাচের মাঝে লিটন দাস ও মহম্মদ রিজওয়ানের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হওয়ায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। দু’বছর আগে পাকিস্তানে গিয়ে বাংলাদেশ চুনকাম হয়েছিল ২-০ ব্যবধানে। আর এবারে সেই বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে পাকিস্তানকে হারিয়ে সিরিজ জয় করল। লিটন ও রিজওয়ানের মধ্যে এই ঘটনাটি ঘটেছিল ৭২তম ওভারে। তখন বল করছিলেন তাইজুল ইসলাম। হঠাৎই তাইজুলকে থামিয়ে দিয়ে সাইট স্ক্রিনে আঙুল দেখিয়ে হয়তো কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন রিজওয়ান। তখন উইকেটের পিছন থেকে লিটন বলছিলেন, এটা কী করা হচ্ছে? এই কথা শোনার পরে রিজওয়ান ওকে ওদিকে দেখো বলে চিৎকার করতে থাকেন।

এরপরেই দু’জনের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কী কথা হচ্ছিল, তা দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়নি। তারপরেই রিজওয়ান আম্পায়ারের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ করেন। সাময়িকভাবে সমস্যা মিটলেও খেলা চলাকালীন রিওয়ানের টিপ্পনি কিন্তু বন্ধ হয়নি। তাইজুল পরের বল করার পরেই লিটন বলতে থাকেন, কিছু রান করেছো? তাই অভিনয় চালিয়ে যাও?

ওভার শেষ হওয়ার পর লিটন আবার বলেন, তুমি বলিউডে গিয়ে অভিনয়ে নেমে পড়ো। এরকম স্লেজিংয়ের বিরুদ্ধে আম্পায়ারের কাছে আবার নালিশ করেন রিজওয়ান। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি।

এইভাবে যদি খেলার মাঠে দুই দলের কোনও ক্রিকেটার স্লেজিং করেন, তাহলে ক্রিকেটের ভদ্র চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

উইম্বলডন থেকে নাম তুলে নিলেন আলকারাজ

উইম্বলডন— এবারে উইম্বলডন টেনিস থেকেও নাম তুলে নিলেন কার্লোস আলকারাজ। তার আগে তিনি ফরাসি ওপেন থেকেও নাম তুলে নিয়েছিলেন। আসলে তাঁর ডান হাতের কবজির চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। তাঁর পক্ষে কোর্টে নেমে টেনিস ব্যাট হাতে খেলা সম্ভব নয়। বিশ্বের দুই নম্বর টেনিস তারকাকে এবারে তাই দেখতে পাওয়া যাবে না উইম্বলডনে। আলকারাজ নিজেই জানিয়েছেন, প্রথমে আশা করেছিলাম, হয়তো কবজির এই চোট থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু তা সম্ভব হল না। পুরোপুরি নিরাময় না হওয়ায়, আমার পক্ষে লড়াই করা হবে না। পরপর দুটো টুর্নামেন্টে আমি অংশ নিতে পারলাম না, তার জন্য আমি খুবই ব্যথিত। দুটো টুর্নামেন্টই আমি মিস করছি।

গত মাসে বার্সেলোনা ওপেনের প্রথম রাউন্ডে ডান কব্জিতে চোট পান আলকারাজ। টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। এরপরে চিকিৎসকদের পরামর্শে ফরাসি ওপেন থেকেও নাম তুলে নেন স্প্যানিশ তারকা।

প্রসঙ্গত, রোলাঁ গারোজে আলকারাজ দু’বারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে কেরিয়ার

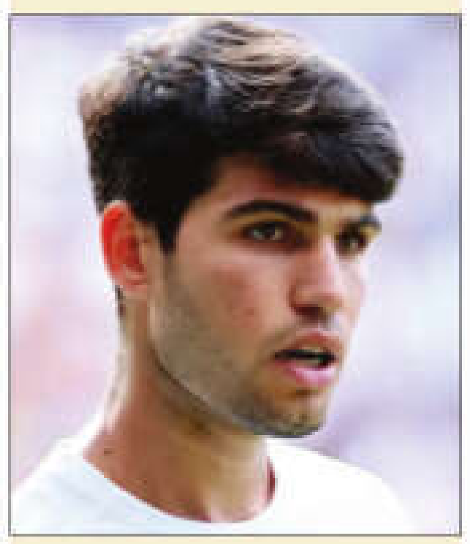

গ্র্যান্ড স্ল্যাম সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি। সবচেয়ে কম বয়সে গড়েছিলেন এই নজির। কিন্তু এরপর থেকে চোটের ভ্রুকুটি ধাপে ধাপে তাঁর মরসুম থমকে দিল। যার ফলে এ বছর পুরো ঘাসের কোর্ট মরসুমের পাশাপাশি ক্লে কোর্ট সিজনের বড় অংশ থেকেও বাইরে থাকতে হচ্ছে তাঁকে।

তাই সিনারের সামনে বড় সুযোগ এসে গেল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। আলকারাজ এই প্রতিযোগিতায় খেলছেন না বলে ইতালির তারকা ইয়ানিক সিনারের জয়ের পথটা সহজ হয়ে গেল। তিনি গত মাসেই আলকারাজকে সরিয়ে বিশ্বের এক নম্বর হয়েছেন। সাম্প্রতিক ফর্মও ভয়ঙ্কর। শেষ ছ’টি মাস্টার্স ১০০০ টুর্নামেন্টের সবকটি জিতেছেন সিনার। তার মধ্যে শেষ পাঁচ সপ্তাহে এসেছে তিন-তিনটি শিরোপা। এমনিতে গত ন’টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রত্যেকটি আলকারাজ ও সিনার মিলে ছিনিয়ে নিয়েছেন। পাঁচটি শিরোপা স্প্যানিশ তারকার ঝুলিতে। আসন্ন উইম্বলডনে তাঁর না নামা সিনারকে অবশ্যই বাড়তি সুবিধা দেবে!

আলকারাজ না থাকায় উইম্বলডন এবার অনেকটা ওপেন। নোভাক জোকোভিচদেরও সুযোগ বেশ খানিকটা বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। ৩৯ বছর বয়সী সার্বিয়ান তারকা নিজেও অবশ্য চোট সমস্যায় ভুগেছেন। কিন্তু বয়স বাড়লেও উইম্বলডনে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ এই মঞ্চের অন্যতম সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী।

খেতাব জয়ের লক্ষ্যে অনেক অঙ্ক

দিল্লি দলকে সমীহ করেই খেলতে চাইছে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি— আইএসএল ফুটবলে ডার্বি ম্যাচের আগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোচ সার্জিও লেবোরো বলেছিলেন, এটাই ফাইনাল খেলা। কিন্তু ওই ম্যাচটা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ১-১ গোলে শেষ হওয়ায় চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের গুরুত্বটা সেই অর্থে কমে গেল। তবুও কোচ লোবেরোর মুখে শোনা গেল শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে হবে। আর এটাও মনে রাখতে হবে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে আমাদের খেলতে হবে। এই ম্যাচ শুধু জিতলে হবে না, চাই বড় ব্যবধান। বড় ব্যবধানে জিততে পারলেই হয়তো খেতাব জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে। সেখানেও কিন্তু একটা অঙ্ক খেলা করছে। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল বড় পদক্ষেপ রেখেছে। আমাদের যেখানে শুধু জিতলে হবে না, সেখানে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটা ড্র করলেই খেতাবের দৌড়ে এগিয়ে যাবে। গোলের পার্থক্যে তারা এগিয়ে রয়েছে। তাই মনে রাখতে হবে দিল্লির বিরুদ্ধে লড়াইটা কিন্তু অন্যরকম। অতি আত্মবিশ্বাসী হয়েও লড়াই করার কোনও কারণ নেই। সবুজ-মেরুন কোচ লোবেরো জানিয়েছেন, এবারে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে অন্য দলের ম্যাচের ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। তবে কোনওরকম হালকা চালে খেলার কোনও জায়গা নেই। লড়াইটা হবে জোরদার। যদি ভালো ফলাফলে জিততে পারি এবং খেতাব জয়ের আনন্দে মেতে উঠতে পারি, তাহলে মনে রাখতে হবে, এই দিনটা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সবুজ-মেরুন কোচ বলেন, মরসুমের শুরু থেকে তারা যে পরিস্থিতিতে থাকতে চেয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছাতে পারেননি। এখনও তাদের সামনে সুযোগ আছে। আর যেহেতু সুযোগ রয়েছে, তাই নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতেই হবে বলছেন সবুজ-মেরুন কোচ। বাগান কোচের স্পষ্ট বার্তা, দিল্লি দলকে তাদের মাঠে সমীহ করেই খেলতে হবে। গত ম্যাচে তারা ইন্টার কাশীর সঙ্গে ড্র করেছিল। এমনকি আমাদের বিপক্ষে লড়াই করতে নেমে দিল্লি একটা পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই কারণেই জয়ের পথে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। যদি ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে আমরা জিতে থাকতে পারতাম, তাহলে খেলার চেহারাই বদলে যেত।

প্রিমিয়র লিগে ২২ বছর বাদে আবার চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল

বোর্নমাউথ— একটা স্বপ্ন পূরণের রাত হয়ে থাকলো আর্সেনাল সমর্থকদের কাছে মঙ্গলবার। দীর্ঘ ২২ বছরের প্রতীক্ষার অবসান শেষে আবারও প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন হল মাইকেল আর্তেতার আর্সেনাল। এদিন রাতে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও এএফসি বোর্নমাউথের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হতেই এক ম্যাচ বাকি থাকতেই শিরোপা নিশ্চিত হয়ে গেল আর্সেনালের। এমনকি ট্রফি জয়ের জন্য মঙ্গলবার মাঠেও নামতে হল না বুকায়ো সাকা, এবেরেচি এজেদের।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, স্প্যানিশ কোচ মাইকেল আর্তেতার অধীনে এই প্রথম প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জিতল আর্সেনাল। এর আগে শেষবার তারা ২০০৩-০৪ মরসুমে ইংল্যান্ডের এই সেরার শিরোপা জিতেছিল তারা। সেইসময় দলের কোচ ছিলেন কিংবদন্তি আর্সেন ওয়েঙ্গার এবং অধিনায়ক ছিলেন প্যাট্রিক ভিয়েরা। তবে, গত তিন মরসুম ধরে শিরোপার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েও ব্যর্থ হতে হয়েছিল আর্সেনালকে। টানা তিন বার রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল লন্ডনের এই ক্লাবটিকে। বিশেষ করে ২০২৩-২৪ মরসুমে মাত্র দু’পয়েন্টের ব্যবধানে ট্রফি হাতছাড়া হয় তাদের। তবে এবার আর একই ভুল করেনি আর্তেতার দল। এরফলে, প্রিমিয়ার লিগে এনিয়ে টানা চারবার চ্যাম্পিয়ন হল আর্সেনাল। সেই সঙ্গে তারা পিছনে ফেলল লিভারপুলকে। যদিও এখনও চেলসির থেকে পিছিয়েই রয়েছে তারা। প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে বেশি তেরোবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। অন্যদিকে সিটির ঝুলিতে রয়েছে আটটি খেতাব। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া লিগের ইতিহাসে এটি আর্সেনালের ১৪ বার লিগ শিরোপা।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন আর্সেনালকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। বলেন, আর্সেনাল দলের খেলোয়াড়দের প্রিমিয়ার লিগ জেতার জন্য বিশেষ অভিনন্দন। এটা তাদের প্রাপ্য ছিল। অন্যদিকে, ৪৮ ঘণ্টা আগে এফএ কাপ ফাইনালে চেলসিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জানা যায় চলতি মরসুম শেষেই সিটি কোচের পদত্যাগ করবেন গুয়ার্দিওলার। তাঁর কোচিংয়েই শনিবার কুড়িতম ট্রফি জেতে ম্যান সিটি। কিন্তু, ষষ্ঠবারের জন্য ইপিএল খেতাব জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল।

ধারাভাষ্যকারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রিয়ান পরাগের

রাজস্থান— এবার সরাসরি ধারাভাষ্যকারদের সমালোচনার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। এবারের আইপিএলে রাজস্থানকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। মঙ্গলবার লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে ধারাভাষ্যকারদের ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগ তুলে রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করতে দেখা যায় রিয়ানকে।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাট হাতে নামলেও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ফিল্ডিং করতে পারেননি রিয়ান। প্লে-অফের আগে গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে অধিনায়কের চোট রাজস্থান শিবিরে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। আর সেই চাপ যে কিছুটা হলেও তাঁর উপরেও পড়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে গেল রিয়ানের বক্তব্যে। মঙ্গলবার ম্যাচ শেষে রাজস্থান অধিনায়ক বলেন, এইবছর আইপিএলে মাঠের বাইরেও অনেক কিছু চলছে।

গোটা দেশ ক্রিকেট ভালোবাসে। খেলোয়াড়রা সুযোগ পেলেই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এরপরেই ক্ষোভপ্রকাশ করে রিয়ান বলেন, কোনও দল যদি ৭৫ বা ৮০ রানে অলআউট হয়ে যায়, বাইরে থেকে সেটা নিয়ে বলা খুব সহজ। কিন্তু, খেলোয়াড়দের মানসিক অবস্থাটা সবাই বোঝে না বলেই মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি দলের প্রস্তুতি বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান, প্রতিটি ম্যাচের আগে তিন থেকে চার দিন ধরে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়। কীভাবে ২০০ থেকে ২৫০ রান তোলা যায়, তা নিয়ে সবসময় আলোচনা চলে। তবে সব পরিকল্পনা যে সবসময় সফল হয় না তাও স্বীকার করে নেন তিনি।

একইসঙ্গে ধারাভাষ্যকারদের উদ্দেশে রিয়ানের বার্তা, তাঁরাও মানুষ। ফলে তাঁদেরও ভুল হয়। তাই ধারাভাষ্যকারদের কোনও মন্তব্য করার আগে আরও সতর্ক হওয়া উচিত বলেও জানাতে ভোলেননি রিয়ান। রাজস্থান অধিনায়ক বলেন, তাঁদের কথা অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপরেই ধারাভাষ্যকারদের তিনি অনুরোধ করেন, তারা যেন শুধু ক্রিকেট নিয়েই কথা বলেন। তবে বাইরের এই সমালোচনাতে তাঁর নিজের খেলায় যে কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না এদিন তাও স্পষ্ট জানিয়েছেন রাজস্থানের তরুণ এই অধিনায়ক।

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **মুদ্রক ও প্রকাশক** ·. বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক শেখর সেনগুপ্ত। কনসালটিং এডিটর : সৈয়দ হাসমত জালাল। **Reg No. WBBEN/2004/13865.**